# প্রাণোদ্দীপ্ত বাংলাদেশ

## স্থিতিশীলতা ও সম্ভাবনার অর্থনীতি

কালভিত্তিক এক প্রামাণ্য উপস্থাপনা ২০১৫

বাংলাদেশ ব্যাংক
(সেন্ট্রাল ব্যাংক অব বাংলাদেশ)

# গ্রন্থ পরিষদ

## প্রধান উপদেষ্টা
ড. আতিউর রহমান, গভর্নর

## উপদেষ্টা পরিষদ
মোঃ আবুল কাসেম, ডেপুটি গভর্নর
আবু হেনা মোহাঃ রাজী হাসান, ডেপুটি গভর্নর
সিতাংশু কুমার সুর চৌধুরী, ডেপুটি গভর্নর
নাজনীন সুলতানা, ডেপুটি গভর্নর
মোঃ আল্লাহ্ মালিক কাজেমী, চেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট অ্যাডভাইজার

## মূল লেখক
ড. বিরূপাক্ষ পাল, প্রধান অর্থনীতিবিদ

## সহায়ক বিভাগসমূহ
চীফ ইকনোমিস্টস্ ইউনিট
গবেষণা বিভাগ
বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ
মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট
পরিসংখ্যান বিভাগ

## প্রচ্ছদ ডিজাইন
ইসাবা ফারহীন, সহকারী পরিচালক, ডিসিপি

## বিশেষ ধন্যবাদ
ড. মোঃ আখতারুজ্জামান, অর্থনৈতিক উপদেষ্টা
বেগম সুলতানা রাজিয়া, মহাব্যবস্থাপক
এফ. এম. মোকাম্মেল হক, মহাব্যবস্থাপক
মোঃ আব্দুল কাইউম, উপমহাব্যবস্থাপক
ড. মোঃ এজাজুল ইসলাম, উপমহাব্যবস্থাপক
রোকেয়া খাতুন, উপমহাব্যবস্থাপক
মোঃ নাজিম উদ্দিন, যুগ্মপরিচালক
মহুয়া মহসীন, যুগ্মপরিচালক
সোহেল আহম্মেদ, যুগ্মপরিচালক
রুবাইয়াত চৌধুরী, যুগ্মপরিচালক
মুহাম্মদ ইমাম হোসাইন, যুগ্মপরিচালক
বুশরা খানম লুনা, উপপরিচালক
ফারহানা শারমীন, উপপরিচালক
মোঃ আহসান উল্লাহ, সহকারী পরিচালক

# প্রাণোদ্দীপ্ত বাংলাদেশ

## স্থিতিশীলতা ও সম্ভাবনার অর্থনীতি

### কালভিত্তিক এক প্রামাণ্য উপস্থাপনা ২০১৫

নভেম্বর, ২০১৫

বাংলাদেশ ব্যাংক
(সেন্ট্রাল ব্যাংক অব বাংলাদেশ)

# বিষয় বিন্যাস


পূর্বাভাস এবং সম্ভাবনা

অভ্যন্তরীণ খাত : ঘাতসহনীয়তা এবং দৃঢ়তা

সরকারি খাত : রাষ্ট্রীয় অর্থায়নের সম্প্রসারণ এবং দায়িত্ব

বৈদেশিক খাত : উদারিকরণ এবং প্রবৃদ্ধি

দাম, মুদ্রা এবং অর্থায়ন : স্থিতিশীলতা এবং উন্নয়ন

সামাজিক সূচকসমূহ : উন্নয়নের মডেল

# সূচিপত্র


**গভর্নরের বাণী** ..... ০৫
**কালের সংকেতধ্বনি** ..... ০৭
**বাংলাদেশ: টেকসই অর্থনীতির এক মডেল** ..... ০৮
**নীতি গ্রহণের ইতিহাস** ..... ০৯
**ভৌগোলিক সুবিধা: সংযোগশীলতার আশীর্বাদপুষ্ট এক ভূখণ্ড** ..... ১০
**জনমিতিক সুবিধা: তারুণ্য ও উৎপাদনশীলতার সমৃদ্ধ ভাণ্ডার** ..... ১১
**অধ্যায়-১ : পূর্বাভাস এবং সম্ভাবনা** ..... ১৩
প্রবৃদ্ধির বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট ও সমুখপানে দেখা ..... ১৫
বিনিয়োগ সম্ভাবনা ..... ১৬
গণমাধ্যমের বিকাশ ..... ১৭
ব্যবসামনস্ক জনগোষ্ঠী ও রাজনীতির অনাধুনিক কৌশল ..... ১৮
**অধ্যায়-২ : অভ্যন্তরীণ খাত: ঘাতসহনীয়তা এবং দৃঢ়তা** ..... ১৯
বৃহৎ তিন খাত: উদারিকরণ ও প্রসারের নবগতি ..... ২১
অর্থনীতিতে তিন খাতের আনুপাতিক অবদান ..... ২২
জিডিপির তিন খাতের নিজস্ব বিন্যাস ..... ২৩
খাতভিত্তিক প্রবৃদ্ধি প্রবণতা: আর্থিক অন্তর্ভুক্তির সাক্ষ্য ..... ২৪
খাতভিত্তিক প্রবৃদ্ধি প্রবণতা: বাংলাদেশ বনাম দক্ষিণ এশিয়া ..... ২৫
বাজার উন্মুক্তকরণ: প্রবৃদ্ধি ও প্রবণতার ঊর্ধ্বগমন ..... ২৬
সমমানের দেশগুলোর চেয়ে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি এগিয়ে ..... ২৭
দক্ষিণ এশিয়ার প্রবৃদ্ধি প্রক্ষেপণ ..... ২৮
দক্ষিণ এশিয়ার প্রবৃদ্ধি প্রবণতা ..... ২৯
দক্ষিণ এশিয়ার প্রবৃদ্ধি এবং প্রবৃদ্ধির উত্থান-পতন ..... ৩০
ভালো রেটিংপ্রাপ্ত দেশগুলোর তুলনায় প্রবৃদ্ধি এবং প্রবৃদ্ধির উত্থান-পতন ..... ৩১
দক্ষিণ এশিয়ার মাথাপিছু আয় ও প্রবণতা ..... ৩২
দক্ষিণ এশিয়ায় বিনিয়োগ–জিডিপি অনুপাত ..... ৩৩
**অধ্যায়-৩ : সরকারি খাত: রাষ্ট্রীয় অর্থায়নের সম্প্রসারণ এবং দায়িত্ব** ..... ৩৫
রাজস্ব খাতের বাস্তবতা ..... ৩৭
জিডিপির অংশ হিসেবে রাজস্ব ঘাটতি ..... ৩৮
রাজস্ব ঘাটতি অর্থায়ন কাঠামো ..... ৩৯
সরকারের আয় এবং ব্যয় ..... ৪০
এক নজরে বাজেট: ২০১৫-১৬ ..... ৪১
উন্নয়নের ধারায় সরকারের মেগা প্রকল্পসমূহ ..... ৪২
**অধ্যায়-৪ : বৈদেশিক খাত: উদারিকরণ এবং প্রবৃদ্ধি** ..... ৪৩
রপ্তানি ও আমদানি এবং ক্রমহ্রাসমান ব্যবধান ..... ৪৫
রপ্তানি ও আমদানির প্রবৃদ্ধি হার ..... ৪৬
চলতি হিসাব ..... ৪৭
দক্ষিণ এশিয়ায় অর্থনৈতিক মুক্তায়ন ..... ৪৮
প্রবাসী আয়ের প্রবাহ ..... ৪৯

বৈদেশিক দায় পরিশোধ ক্ষমতা ..... ৫০
দক্ষিণ এশিয়ার ঋণ-জিডিপি হার ..... ৫১
জিডিপিতে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগের অবদান ..... ৫২
বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের ক্রমবিকাশ ..... ৫৩
বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ দ্বারা আমদানি ব্যয় মেটানো ..... ৫৪
বৈদেশিক বিনিময় হারের পথচলা ..... ৫৫
লেনদেনের ভারসাম্য ..... ৫৬
**অধ্যায়-৫ : দাম, মুদ্রা এবং অর্থায়ন: স্থিতিশীলতা এবং উন্নয়ন ..... ৫৭**
মূল্যস্ফীতি: খাদ্য এবং খাদ্য বহির্ভূত ..... ৫৯
দক্ষিণ এশিয়ায় মূল্যস্ফীতি প্রাক্কলন ..... ৬০
দক্ষিণ এশিয়ায় মূল্যস্ফীতির উঠানামা ..... ৬১
একই মান সম্পন্ন দেশের সাথে বাংলাদেশের মূল্যস্ফীতির তুলনা ..... ৬২
ঋণ ও আমানতের সুদহার ..... ৬৩
সুদহার ব্যাপ্তির ধারা ..... ৬৪
ব্যাংকিং খাতে শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণ ..... ৬৫
সম্পদের আয় হার এবং ইক্যুইটির আয় হার ..... ৬৬
মূলধন পর্যাপ্ততার হার ..... ৬৭
ঊর্ধ্বমুখী ঈল্ড কার্ভ ..... ৬৮
কলমানি হার ..... ৬৯
ব্যাপক অর্থ সরবরাহ এবং অভ্যন্তরীণ ঋণ প্রবৃদ্ধি ..... ৭০
রাষ্ট্রায়ত্ত এবং বেসরকারি খাতের ঋণ বৃদ্ধি ..... ৭১
মূলধন বাজার ..... ৭২
**অধ্যায়-৬ : সামাজিক সূচকসমূহ: উন্নয়নের মডেল ..... ৭৩**
দারিদ্র্য দূরীকরণ ..... ৭৫
সাক্ষরতা, গড়আয়ু হার এবং অন্যান্য চিত্র ..... ৭৬
মোবাইল ফোন এবং ইন্টারনেট গ্রাহক সংখ্যা ..... ৭৭
মোবাইল ফোন আর্থিক সেবার প্রসার ..... ৭৮
বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা ..... ৭৯
বয়স্ক শিক্ষার হার ..... ৮০
ভাইব্রেন্ট বাংলাদেশ: শক্তিধর ব্র্যান্ডিং ..... ৮১
সমাপ্তি মন্তব্য ..... ৮২

# আরো আলো আরো প্রাণ

- বাংলাদেশ ব্যাংকের উদ্যোগে ‘প্রাণোদ্দীপ্ত বাংলাদেশ’ নামে টাইম সিরিজ তথ্যভিত্তিক পুস্তিকা প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত খুশি। এমন একটি বই নিঃসন্দেহে সময়ের চাহিদা মেটাবে। এজন্যে আমি চীফ ইকনোমিস্টস্ ইউনিটসহ সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। আগ্রহী পাঠকের কাছে বইটি দৃষ্টিনন্দন ও দ্রুত অনুধাবনযোগ্য হবে। বইটি বাংলাদেশের অর্থনীতি সম্পর্কে একটি নির্মোহ চিত্র তুলে ধরেছে। মূলত এটি হবে ‘এক নজরে বাংলাদেশের অর্থনীতি।’

- বইটির একটি বিশেষ দিক হচ্ছে টাইম সিরিজ অ্যাপ্রোচ – যা আমাদের অর্থনীতির অন্তর্নিহিত দীর্ঘমেয়াদি সক্ষমতা বুঝতে পাঠকদের সহায়তা করবে। এটি আমাদের অর্থনীতি নিয়ে অনেক নেতিবাচক প্রচারণার জবাব দেবে এবং বিভ্রান্তি ও হতাশা থেকেও অনেককে রক্ষা করবে। একইসঙ্গে আমাদের দুর্বলতা ও সতর্ক হবার স্থানগুলোকে চিহ্নিত করেছে এ পুস্তিকা। আমাদের বেশকিছু প্রকাশনা সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে আবেদন হারিয়ে ফেলে। এ প্রকাশনাটি সে পর্যায়ভুক্ত হবে না। এটির ব্যবহার উপযোগিতা দীর্ঘস্থায়ী হবে। এর প্রতিটি পাতায় সন্নিবেশিত অর্থনীতির বিভিন্ন খাতের চিত্র ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা বাংলাদেশ সম্পর্কে বিশ্ব যা জানে তার চেয়েও বেশি ধারণা দেবে।

- বইটির একটি প্রাথমিক সংস্করণ এবছর এপ্রিলে ইংরেজিতে প্রকাশিত হয়। আদৃতও হয় নীতিনির্ধারক, বিনিয়োগকারী ও সংশ্লিষ্ট বিদেশি মহলে। সে চাহিদার প্রেক্ষিতেই নতুন করে মাতৃভাষায় এটি করা এবং এর পাশাপাশি ইংরেজিতেও বইটি বর্ধিত আকারে প্রকাশিত হলো। পাঠক উপকৃত হলেই আমাদের পরিশ্রম সার্থক হবে।

- পুস্তিকাটি সঠিক উপায়ে আমাদের অর্থনীতির একটি সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরবে বলে আমার বিশ্বাস। বইটি পাঠকদের উপকারে আসলে, তথ্যপ্রবাহ বাড়ালে, শিক্ষার কাজে ব্যবহৃত হলে এবং অর্থনীতিবোধে আগ্রহ বাড়ালে আমি সত্যিই আনন্দিত হবো। বাংলাদেশের অর্থনীতিকে আরো স্থিতিশীল ও এর সম্ভাবনাকে আরো উজ্জীবিত করবে এই আয়োজন। বইটি সম্পর্কে যে কোনো গঠনমূলক মতামত বা ভাবনাকে আমি স্বাগত জানাই।

- আরো গবেষণা ও কৌশলগত ব্র্যান্ডিং এর মাধ্যমে আমরা বিশ্বের বুকে তুলে ধরতে চাই একটি প্রাণোদ্দীপ্ত বা ভাইব্রেন্ট বাংলাদেশ।

আতিউর রহমান

আতিউর রহমান, পিএইচডি
গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক
নভেম্বর ০১, ২০১৫

# কালের সংকেতধ্বনি

অর্থনীতির তত্ত্ব নিয়ে নানা ধরনের মতভিন্নতা থাকলেও সংখ্যাগত উপস্থাপনায় নানামুখী তর্কের সুযোগ কম। সে কথা মাথায় রেখেই বাংলাদেশ অর্থনীতির বিভিন্ন 'টাইম সিরিজ' তথ্য নিয়ে এবং তার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে কিংবা কখনো তার প্রবণতা রেখা বের করে এই আয়োজন সাজানো হয়েছে। বাংলাদেশে সাময়িক রাজনৈতিক অস্থিরতায় অর্থনীতির প্রধান সূচকমালায় স্বল্পকালীন উত্থানপতন দেখে অনেকেই দেশটির ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তামূলক বা অতি উৎসাহী মন্তব্য করে ফেলেন। এ বইটি এ ধরনের মনোভাব রোধ করে পাঠককে বাংলাদেশের দীর্ঘমেয়াদি অন্তর্নিহিত ক্ষমতার সাথে পরিচিত করবে। কালের সংকেতধ্বনি না শুনলে বাংলাদেশকে চেনা সম্ভব নয়। প্রতিবেশীদের সাথে তুলনা করেও আমরা দেখাতে চেয়েছি বাংলাদেশ বর্তমানে কোথায় দাঁড়িয়ে। বাংলাদেশের শক্তিমত্তা বুঝতে হলে তাকে চলমান সময়ের পেছন থেকে চিনতে হবে।

সরকার যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশে স্বাধীনতার পর ব্যাপক সরকারি মালিকানার উদ্যোগ নেয়। এক পর্যায়ে কর্তৃত্বমূলক শাসনের আদরে পুঁজিপতি বৃদ্ধির প্রকল্প প্রাধান্য পায়। পাশাপাশি চলে বিক্ষিপ্ত বিরাষ্ট্রীকরণ। এ ধরনের নীতি বিচ্যুতির ধকল চলে আশির দশকের শেষ পর্যন্ত। প্রবৃদ্ধিতেও উচ্চ অস্থিরতা ধরা পড়ে। নব্বইয়ের শুরু থেকে বিশ্বপটে পরিবর্তন আসে ভুবনায়নের ডাকে। দক্ষিণ এশীয় প্রতিবেশীদের সাথে বাংলাদেশ মুক্তবাজার ও উদারিকরণের যুগে প্রবেশ করে।

মধ্য নব্বইয়ে এ ধারার উত্তরণ ঘটে নবগতিতে। বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন এক নতুন শক্তিমত্তায় উদ্ভাসিত হয়। দারিদ্র্য লাঘবের মাত্রাও বিশ্ববাসীর চোখে পড়ে। এ ধারা আজও অব্যাহত আছে। ইতিহাসের অর্থসংখ্যা নিয়ে যে কালিক প্রবণতা আমরা বাংলাদেশের বিভিন্ন সামষ্টিক চলকে দেখতে পাই - সেটিই কালের সংকেতধ্বনি। সে ধ্বনির আহ্বানে আমরা যদি বিভিন্ন চলকের ব্যাপারে যত্নবান হই তাহলেই বাংলাদেশের অর্থনীতি আরো গতিশীল হবে। সার্থক হবে এই পুস্তিকার উদ্বোধন। আমরা চিনতে পারবো একটি প্রাণোদ্দীপ্ত বাংলাদেশকে। রাষ্ট্রীয় একক ব্র্যান্ডিং হোক - ভাইব্রেন্ট বাংলাদেশ।

বাংলাদেশ একটি স্থিতিশীল দেশ। সংখ্যাগুলোও তা বলে দেয়। কিন্তু তার চেয়েও বড় বার্তা - বাংলাদেশ মানেই একটি প্রাণোদ্দীপ্ত অর্থনীতি। এখন নীতি নির্ধারকদের সবচেয়ে বড় দায়িত্বই হচ্ছে এই উদ্দীপনা ধরে রাখা। একে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির পথে পরিচালিত করা। তাহলেই উন্নয়ন হবে বহুধাবিস্তৃত- বাংলাদেশের বিশাল জলরাশির মতো। আশা করি পাঠকেরা কালিক চিত্র ও তথ্যের আঙিনায় শুনতে পাবেন তারই সংকেতধ্বনি।

বিরূপাক্ষ পাল, পিএইচডি
প্রধান অর্থনীতিবিদ, বাংলাদেশ ব্যাংক
নভেম্বর ০১, ২০১৫

# বাংলাদেশ: টেকসই অর্থনীতির এক মডেল

- বাংলাদেশ গত এক যুগ ধরে (২০০৪-২০১৫) গড়ে ৬.১৬ শতাংশ হারে প্রবৃদ্ধি অর্জন করে চলেছে। আর এ প্রবৃদ্ধি অর্জন ছিল দৃশ্যতই স্থিতিশীল।
- প্রবৃদ্ধির উত্থান-পতন ছিল খুবই কম, ০.৪০ শতাংশের মতো। প্রবৃদ্ধির উত্থান-পতনের দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান শুধু দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যেই সর্বনিম্ন ছিল না, বিশ্বের অনেক উদীয়মান অর্থনীতির চেয়েও কম ছিল।
- এটি বাংলাদেশকে বিদেশি বড় বড় বিনিয়োগকারীর কাছে অবকাঠামো, জ্বালানি, আবাসন, শিক্ষা এবং প্রযুক্তি খাতের পরবর্তী 'বিনিয়োগ কেন্দ্র' হিসেবে তুলে ধরেছে।
- বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্তর্নিহিত শক্তি হচ্ছে 'রিজিলিয়েন্স' বা যে কোনো ধাক্কার পর ফিরে উঠে দাঁড়ানোর সক্ষমতা। রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ আমাদের প্রবৃদ্ধিকে টেনে নামাতে পারে না। আমাদের উদ্যমী ও পরিশ্রমী মানুষ সহজেই এসব প্রতিকূলতার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।
- বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান কৌশলগতভাবে দুর্দান্ত সম্ভাবনাময়। এ দেশে বাণিজ্য, পরিবহন ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে এই অবস্থান একটি বাড়তি শক্তি। বাংলাদেশ বর্তমানের জন্যে একটি সম্ভাবনার দেশ এবং আগামী দিনের জন্যে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের দেশ। এর ভবিষ্যৎ অগ্রগতি অনিবার্য।
- ইতিহাস থেকে দেখা যায়, বাংলাদেশ হচ্ছে সকল বিষাদময় ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা প্রমাণের দেশ। সত্তরের দশকে পশ্চিমা দুনিয়ার চোখে এই 'তলাবিহীন ঝুড়ি' কিংবা উন্নয়নের একটা গিনিপিগ জাতীয় 'টেস্ট কেস'- এ জাতীয় সব নেতিবাচক ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা প্রমাণ করেছে। আফ্রিকার অনেক দেশ এখনো পশ্চিমা দুনিয়ার নেতিবাচক মূল্যায়ন মিথ্যা প্রমাণে সক্ষম হয়নি। কিন্তু বাংলাদেশ তা পেরেছে অতি দ্রুত সময়েই। বাংলাদেশ আজ উদ্বৃত্ত খাদ্যের ঝুড়ি এবং উন্নয়নের পরীক্ষিত মডেল।

# নীতি গ্রহণের ইতিহাস

**সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কর্মসূচি (১৯৭২-১৯৭৫) :** ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ সরকার অধিকাংশ শিল্প, ব্যাংক, বিমা, সরকারি প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করে।

**বিজাতীয়করণ ও বেসরকারিকরণ নীতি (১৯৭৬-১৯৯০) :** সরকার ১৯৭৬ সালে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে বিজাতীয়করণ করা শুরু করে। বাংলাদেশে ১৯৮২ সালে নতুন শিল্প নীতির আলোকে বেসরকারিকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়। নীতি-সংস্কারগুলো আসে মূলত খাদ্য ও কৃষি খাতে ভর্তুকি প্রত্যাহার, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলো বেসরকারিকরণ, আমদানিতে শুল্ক ও অ-শুল্ক নিষেধাজ্ঞা শিথিল এবং রপ্তানি বাণিজ্য ত্বরান্বিতকরণের মাধ্যমে।

**বাজার উন্মুক্তকরণ এবং সমন্বিত রাজস্ব নীতি (১৯৯১-অদ্যাবধি) :** আশির দশকের মাঝামাঝি থেকে বাজার উন্মুক্তকরণ শুরু হলেও এটি নতুন মাত্রা পায় নব্বই দশকের গোড়ার দিক থেকে। এ সময় অর্থাৎ ১৯৯১ সালে দেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের পুনরাবির্ভাব ঘটে। ১৯৯১ সালে নতুন মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) প্রথা চালু হয়।

মূলত ১৯৮৯ থেকে ১৯৯৫ সময়ে আর্থিক খাতে ব্যাপক সংস্কার হয়। তবে, চলতি হিসাব পরিবর্তনযোগ্যতা চালু হয় ১৯৯৪ থেকে। এ সময়ে সুদের হার উন্মুক্ত করা হয়। ২০০৩ সালে কেন্দ্রীয় ব্যাংক নির্ধারিত বিনিময় হারের পরিবর্তে বাজারভিত্তিক ভাসমান বিনিময় হার চালু করে।

**নীতির উপযোগিতা :** ১৯৯০ এর গোড়ার দিকে বাজার উন্মুক্তকরণের পর থেকে বাংলাদেশকে পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি। এ নীতি গ্রহণের পেছনে প্রধান কারণ ছিল অর্থনৈতিক উন্নয়ন যা বাংলাদেশ অর্জন করেছে মুক্তবাজার অর্থনীতির যুগে। এ সময়ে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি এক নতুন মাত্রা পায় যা দেশের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার এক নতুন পথ দেখায়। বিনিময় হারের নিত্য নৈমিত্তিক অস্থিরতা কমানোর প্রয়োজনে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদ্রানীতি বিনিময় হারের স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর।

## ভৌগোলিক সুবিধা: সংযোগশীলতার আশীর্বাদপুষ্ট এক ভূখণ্ড

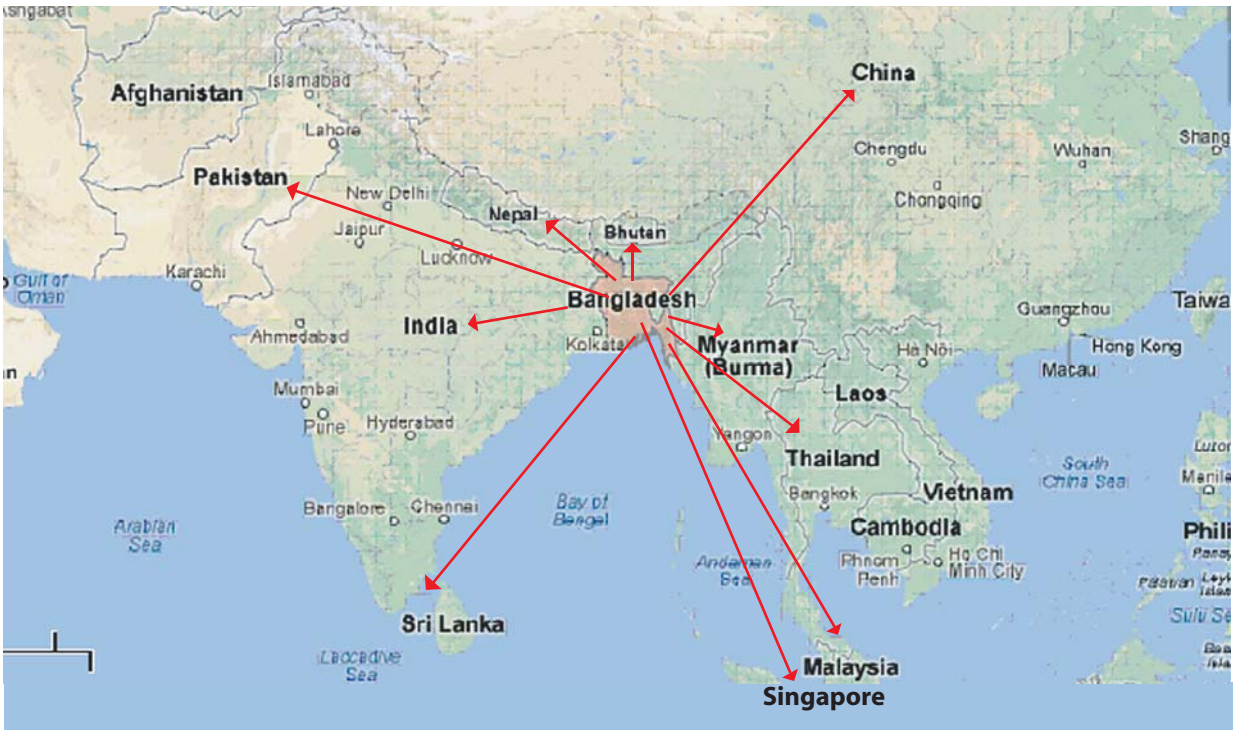


- বাংলাদেশ ভৌগোলিক আশীর্বাদপুষ্ট একটি দেশ। দেশটির দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ব্যবসায়িক সংযোগস্থলের কেন্দ্র হবার বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে।
- অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী দেশ চীন ও ভারতের জন্যে বাংলাদেশের অবস্থান কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ।
- মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, মায়ানমার, ভুটান, নেপাল, ভারত এবং শ্রীলংকা বাংলাদেশকে তাদের ব্যবসায়িক সংযোগের ভবিষ্যৎ পথ হিসেবে দেখছে।
- একসময় সিঙ্গাপুর দ্রুত উন্নতি লাভ করেছে। এই উন্নতির অন্যতম প্রধান কারণ সংযোগশীলতাকে কাজে লাগাবার ক্ষমতা। এটি সিঙ্গাপুর করতে পেরেছে সিঙ্গাপুরের নেতৃত্ব ও রাজনীতির বাণিজ্যমনস্কতার কারণে। সিঙ্গাপুরের বাণিজ্যের পরিমাণ তাদের জাতীয় আয়ের চেয়েও আড়াইগুণ বেশি। বিলম্বে হলেও বাংলাদেশের রাজনীতি এখন বুঝতে পেরেছে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সংযোগশীলতার গুরুত্ব।
- আরো বেশি গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণ এবং দক্ষ বন্দর ব্যবস্থাপনা বাংলাদেশের নতুন আয়ের পথ দেখায়।
- ইতোমধ্যে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সমুদ্রসীমা বিষয়ক জটিলতার নিষ্পত্তি হয়েছে। এতে সংযোগশীলতার উদ্যোগে যুক্ত হয়েছে এক নতুন মাত্রা। বেগবান হয়েছে 'নীল অর্থনীতি'র সম্ভাবনা।

## জনমিতিক সুবিধা: তারুণ্য ও উৎপাদনশীলতার সমৃদ্ধ ভাণ্ডার

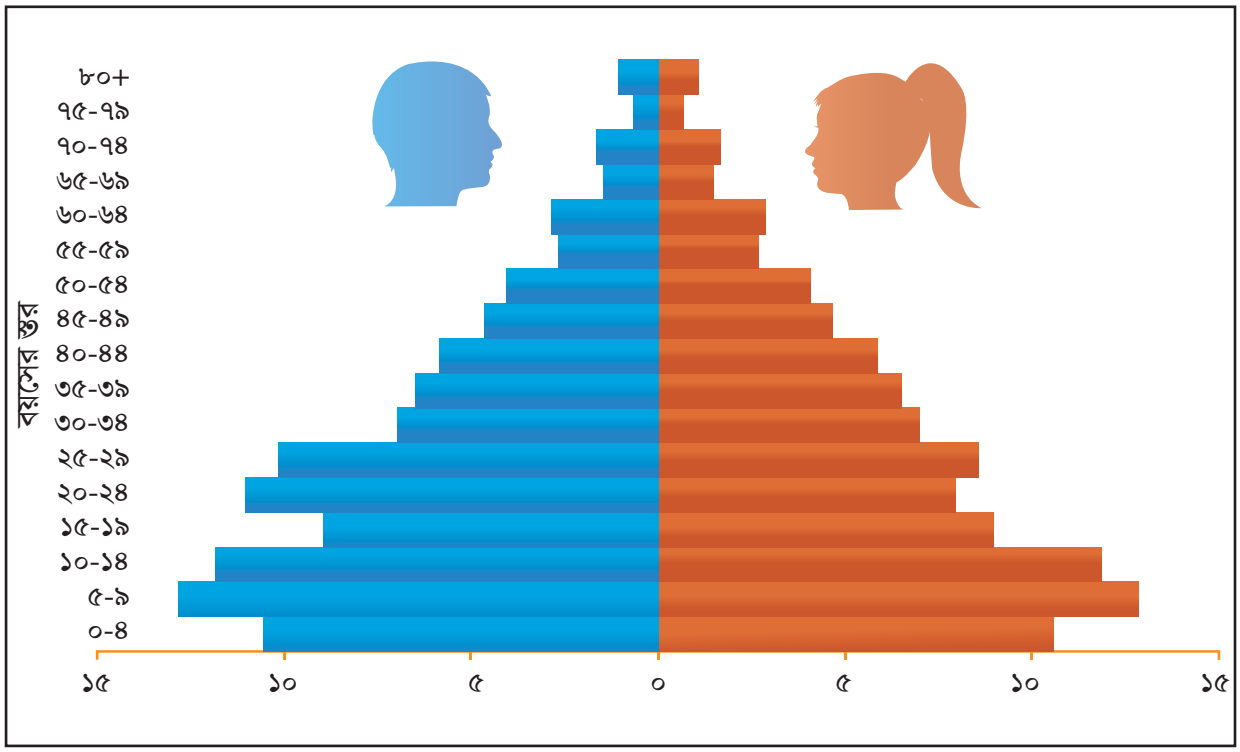


*সূত্র : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ২০১১*

- বাংলাদেশ এখন জনমিতিক সুবিধার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। ওপরের চিত্র থেকে দেখা যায় (২০১১ এর তথ্যভিত্তিক) বাংলাদেশের বিপুল জনসংখ্যার বেশিরভাগই তরুণ এবং কর্মক্ষম – যারা দেশের সম্ভাবনার প্রতীক।
- প্রতিবছর অসংখ্য তরুণ ছাত্র প্রযুক্তি বিদ্যায় ডিগ্রি অর্জন করে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে আসছে। তারা অব্যাহতভাবে দেশের বিশাল জনশক্তিতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে জনমিতিক সুবিধাকে এবং কর্মরত মানুষের অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি করছে।
- জনসংখ্যা পিরামিডের নিচের বিস্তৃত অংশ অর্থাৎ তরুণ কর্মীদের বিশাল সংখ্যা সামনের দিনগুলোতে বাংলাদেশে উৎপাদন ও চাহিদা দুটোই বাড়ার বার্তা দিচ্ছে। কারণ তরুণ জনগোষ্ঠীর ভোগ চাহিদা প্রবীণদের চেয়ে বেশি।
- জনগোষ্ঠীর মধ্যে তারুণ্যের আধিক্য অর্থনীতির সামগ্রিক চাহিদা ও সরবরাহ- এই দুটো দিককেই ক্ষমতাশালী করে এবং জাতীয় আয় বৃদ্ধি করে।
- বাংলাদেশ ২০৪০ সন পর্যন্ত এ সুবিধা নেবে।
- ২০৪০ দশকের শুরুতে বাংলাদেশ একটি উন্নত দেশ হবার পরিকল্পনা করেছে। এর পেছনে এই জনমিতিক সুবিধা এক বড় শক্তি।

# অধ্যায়-১

## পূর্বাভাস এবং সম্ভাবনা

## প্রবৃদ্ধির বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট ও সমুখপানে দেখা

| স্থির মূল্যে জিডিপি | বার্ষিক শতকরা পরিবর্তন | | | প্রক্ষেপণ | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ২০১২ | ২০১৩ | ২০১৪ | ২০১৫ | ২০১৬ |
| **বিশ্ব** | **৩.৪** | **৩.৪** | **৩.৪** | **৩.৫** | **৩.৮** |
| উন্নত অর্থনীতির দেশগুলো | ১.২ | ১.৪ | ১.৮ | ২.৪ | ২.৪ |
| যুক্তরাষ্ট্র | ২.৩ | ২.২ | ২.৪ | ৩.১ | ৩.১ |
| ইউরো অঞ্চল | -০.৮ | -০.৫ | ০.৯ | ১.৫ | ১.৬ |
| অন্যান্য উন্নত অর্থনীতির দেশ | ১.৭ | ২.১ | ২.৭ | ২.৭ | ২.৮ |
| উদীয়মান এবং উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশগুলো | ৫.২ | ৫.০ | ৪.৬ | ৪.৩ | ৪.৭ |
| চীন | ৭.৮ | ৭.৮ | ৭.৪ | ৬.৮ | ৬.৩ |
| ভারত | ৫.১ | ৬.৯ | ৭.২ | ৭.৫ | ৭.৫ |
| **বাংলাদেশ** | **৬.৩** | **৬.১** | **৬.১** | **৬.৩** | **৬.৮** |

*সূত্র : ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক, এপ্রিল ২০১৫*

- প্রবৃদ্ধির দিক থেকে বাংলাদেশ আঞ্চলিক পর্যায়ে অন্যতম সেরা দেশ।
- বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি অর্জনের সক্ষমতা এখন প্রতিবেশী সম্পদশালী অর্থনীতির চীন ও ভারতের চেয়ে কোনো অংশেই কম নয়।
- বাংলাদেশের গড় প্রবৃদ্ধি উদীয়মান ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির গড় প্রবৃদ্ধির চেয়েও বেশি।
- উচ্চ স্থিতিশীলতার সঙ্গে মোটামুটি উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনে বাংলাদেশের সাফল্য এশিয়া-প্রশান্তমহাসাগরীয় অঞ্চলের একমাত্র চীনের সঙ্গেই তুলনীয়।
- বিশ্বব্যাংক বা আইএমএফ বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির কথা মাথায় রাখার পরও প্রবৃদ্ধি প্রক্ষেপণে যথেষ্ট সম্মানজনক হার বজায় রেখেছে।

## বিনিয়োগ সম্ভাবনা

- জাপান বাংলাদেশকে দেখছে ভবিষ্যতের বড় বিনিয়োগের সবচেয়ে সম্ভাবনাময় দেশ হিসেবে, কারণ দেশটির প্রবৃদ্ধি মাঝারি মাত্রায় সম্মানজনক এবং ঐতিহাসিকভাবে টেকসই।
- চীন অবকাঠামো, জ্বালানি ও বাণিজ্য খাতে বাংলাদেশে তাদের বিনিয়োগ বাড়াচ্ছে।
- ভারত বাংলাদেশকে দেখছে পারস্পরিক বিনিয়োগ, সংযোগ স্থাপন, বাণিজ্য এবং সম্প্রীতির দিক থেকে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য প্রতিবেশী হিসেবে।
- যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে দেখছে প্রচুর সম্ভাবনাময় এবং ভবিষ্যতের লাভজনক বিনিয়োগ উৎসের দেশ হিসেবে।
- সরকার কয়েকটি নতুন বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল তৈরি করতে যাচ্ছে – যা দেশকে বদলে দেবে।
- বাংলাদেশ কয়েকটি অর্থনীতির মধ্যে অন্যতম দেশ যারা আশাতীতভাবে জাতিসংঘ নির্ধারিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাগুলো দ্রুততার সঙ্গে অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।
- দক্ষিণ এশিয়ায় সংযোগশীলতার জন্যে বাংলাদেশের অবকাঠামোতে প্রচুর বিনিয়োগ প্রয়োজন। চীন, জাপান ও ভারত এই অবকাঠামো বিনির্মাণে বিনিয়োগ আরো প্রসারিত করবে।

# গণমাধ্যমের বিকাশ: ভিন্নমত সত্ত্বেও অর্থনীতিতে মতৈক্য

- বাংলাদেশে সচল গণমাধ্যমের সংখ্যা কমপক্ষে অর্ধশত। এগুলোর রাজনৈতিক বিশ্বাসের ভিন্নতা থাকাই স্বাভাবিক।
- ভিন্ন মতামত থাকলেও গণমাধ্যমের একটি সাধারণ বিশ্বাস যে, বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি অনিবার্য ও স্থিতিশীল।
- সামনে রয়েছে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। তাই ভোক্তার আস্থা সদা প্রাণবন্ত।
- নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন বলেছেন, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা থাকলে দেশে দুর্ভিক্ষ হয়না। বহুসংখ্যক গণমাধ্যমের উপস্থিতি বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্যে রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করছে। এরা সরকারের ভুল সিদ্ধান্তের সমালোচনা করছে এবং উন্নয়নমূলক কাজকে উৎসাহিত করছে।
- আগে একমাত্র ইলেকট্রনিক মিডিয়া বাংলাদেশ টেলিভিশন সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকতো। অর্থনীতির উদারিকরণের সাথে সাথে গণমাধ্যমেও তার সুফল লেগেছে। সৃষ্টি হয়েছে অনেক ইলেকট্রনিক মিডিয়া। বিনোদন ও তথ্য বিস্তৃত হয়েছে। এ খাতে বেড়েছে কর্ম নিয়োগ ও বিপণন সম্ভাবনা। সংস্কৃতির আধুনিকতায় বিকশিত হবার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

নতুন প্রজন্মের চিন্তাধারা ব্যবসামনস্ক। জনগণ প্রায়শই অবাঞ্ছিত হরতাল এবং অবরোধের আহ্বানকে উপেক্ষা করে।

**Hartal becomes work-vibrant**
**People irked, defiant; non-stop program loses its sting.**

The ongoing hartals and over two-month-long indefinite blockade seem to have fizzled out. Tired of the prolonged agitation by the BNP-led alliance, people in big cities and district towns are coming out of their homes in large numbers to carry out their regular work. Local and inter-district bus operators have increased their trips significantly over the last week. The night-time trips of long-haul buses resumed on Thursday night after over a month. Transportation of goods across the country has been largely normal.

All offices and businesses in and outside Dhaka are operating smoothly. Markets and roadside shops are open. Almost all the schools and colleges in the districts are running their normal academic activities as more students are joining classes and taking exams.

*Source: The Daily Star, 15th March, 2015*

# অধ্যায়-২

## অভ্যন্তরীণ খাত:
## ঘাতসহনীয়তা এবং দৃঢ়তা

## বৃহৎ তিন খাত: উদারিকরণ ও প্রসারের নবগতি

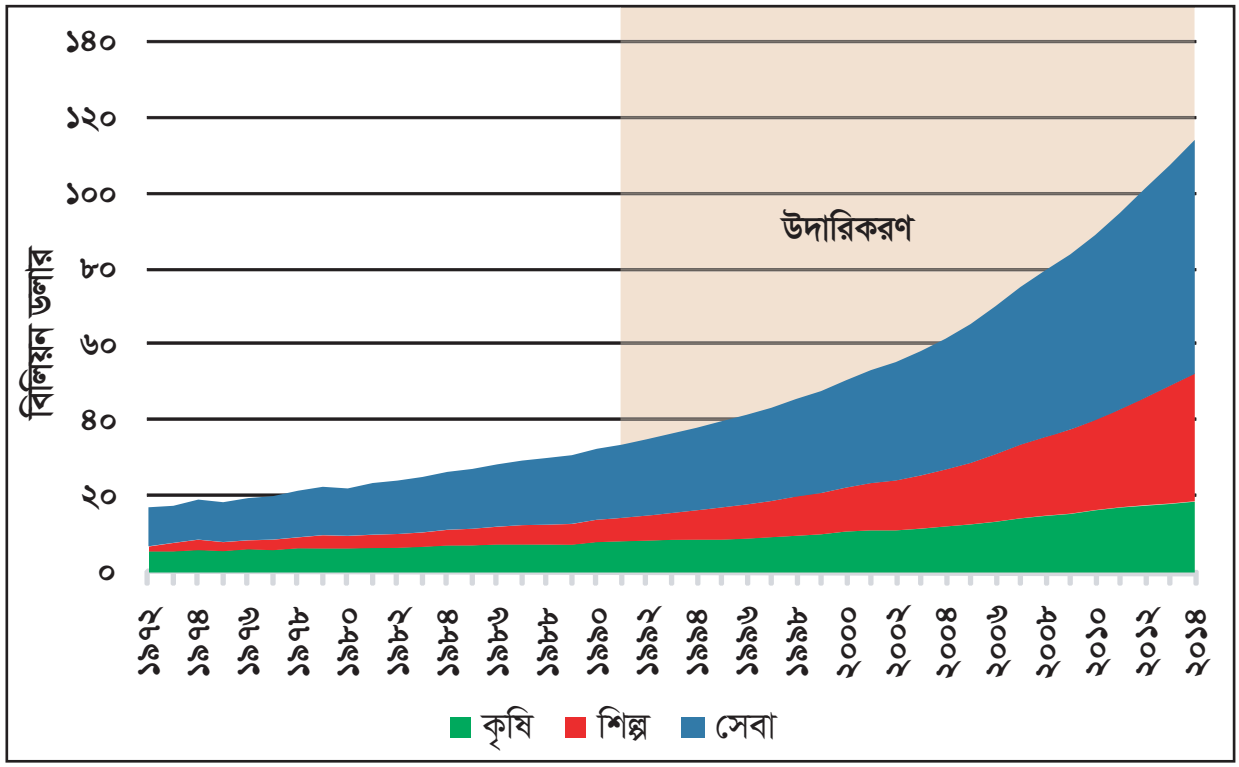


*সূত্র : ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট ইন্ডিকেটরস ২০১৫, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক*

- অর্থনীতির বড় তিনটি খাত যেমন কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতের গতি ইতিবাচক দেখাচ্ছে।
- যদিও এ তিনটি খাত আকারে ব্যাপক সম্প্রসারিত হচ্ছে, মূলত খাত তিনটির উন্নয়ন শুরু হয়েছে নব্বই শতকের গোড়ার দিকে বাজার উন্মুক্তকরণের পর থেকেই।
- সত্তর দশকের অস্থির পরিস্থিতি বাদ দিলে খাতগুলোর উন্নয়ন প্রবণতা ঊর্ধ্বমুখীই রয়েছে।
- নব্বইয়ের শুরুতে অনেক অর্থনীতিবিদ ভয় দেখিয়েছিলেন যে, উদারিকরণ কৃষিকে করবে অবহেলিত আর শিল্পকে মুক্ত প্রতিযোগিতার ঝুঁকিতে ঠেলে দিয়ে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যাবে। রক্ষণশীল অর্থনীতিবিদদের এই সতর্কবাণী অসত্য প্রমাণিত হয়েছে।
- উদারিকরণ সেবা খাতকে তো বটেই, পাশাপাশি শিল্প ও কৃষি খাতকে প্রসারিত হতে পরিবেশ দিয়েছে। বাংলাদেশকে দিয়েছে অর্থনৈতিক শক্তিমত্তার এক নবযুগ।

## অর্থনীতিতে তিন খাতের আনুপাতিক অবদান

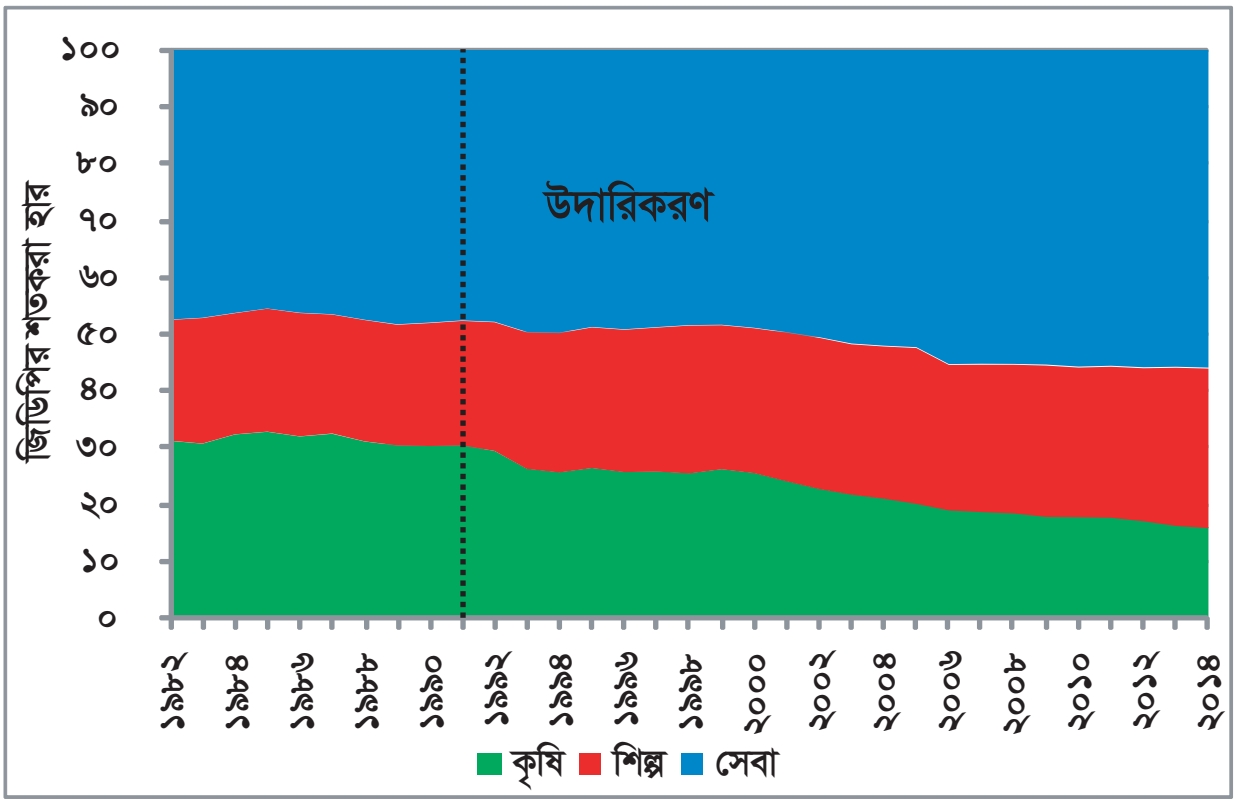


*সূত্র : ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট ইন্ডিকেটরস ২০১৫, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক*

- প্রবৃদ্ধিতে কৃষি, শিল্প ও সেবা – এ তিন খাতের আনুপাতিক অবদানে পরিবর্তন ঘটছে স্বাভাবিকভাবেই।
- অর্থনীতিতে কৃষি খাতের আপেক্ষিক অবদান ধারাবাহিকভাবে কমছে। অন্যদিকে শিল্প ও সেবা খাতের আনুপাতিক অবদান ধারাবাহিকভাবে বাড়ছে।
- বাংলাদেশের ক্ষেত্রে শিল্প ও সেবা উভয় খাতের অবদান অল্প সময়ে ব্যাপকভাবে বেড়েছে – যা পরোক্ষভাবে আধুনিক উন্নয়নের পথে দেশের অর্থনীতির একটি বড় রূপান্তরকে নির্দেশ করে।
- খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন এবং কৃষি উৎপাদনের প্রসার সত্ত্বেও অর্থনীতিতে কৃষির আনুপাতিক অবদান ক্রমান্বয়ে কমে আসছে- যা উন্নয়ন ইতিহাসের সাথে সম্পূর্ণ সংগতিপূর্ণ। উন্নত দেশে জিডিপি'তে কৃষির আনুপাতিক অবদান পাঁচ ভাগ বা তার চেয়েও কম। আমাদের বেলায় এটি ১৮/১৯ এর কোঠায়।

# জিডিপির তিন খাতের নিজস্ব বিন্যাস

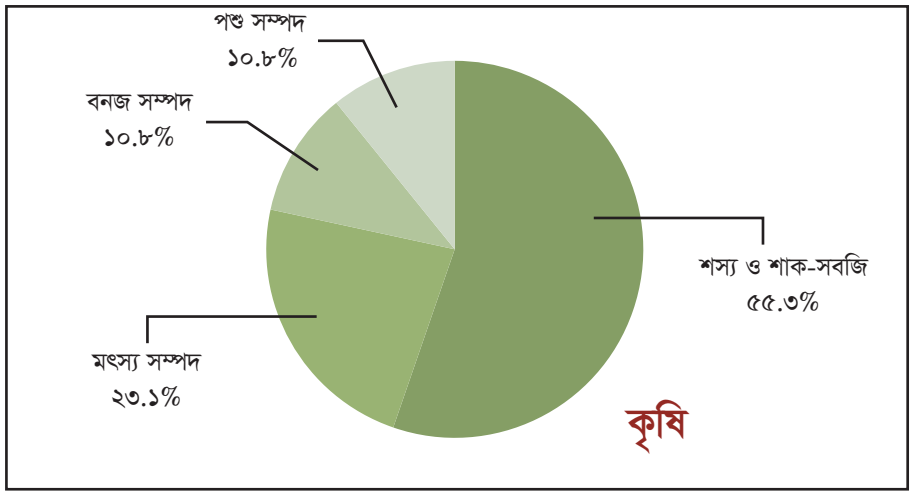


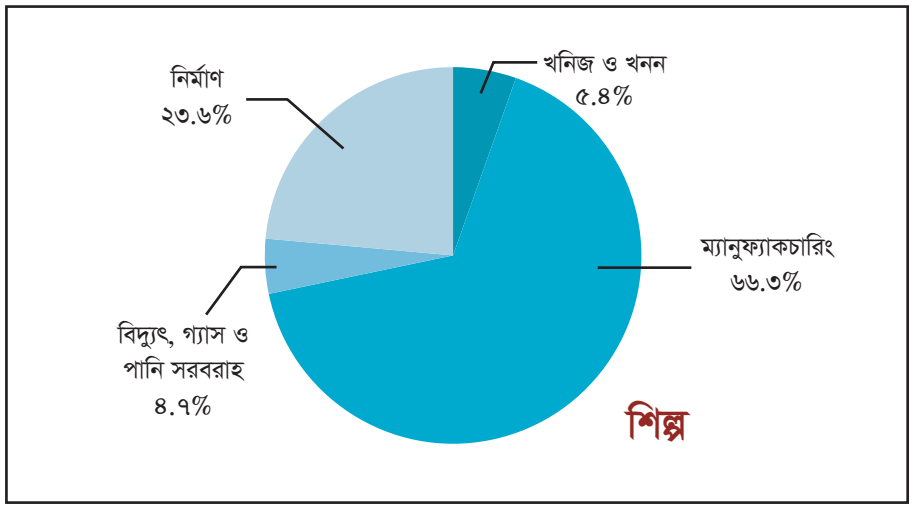


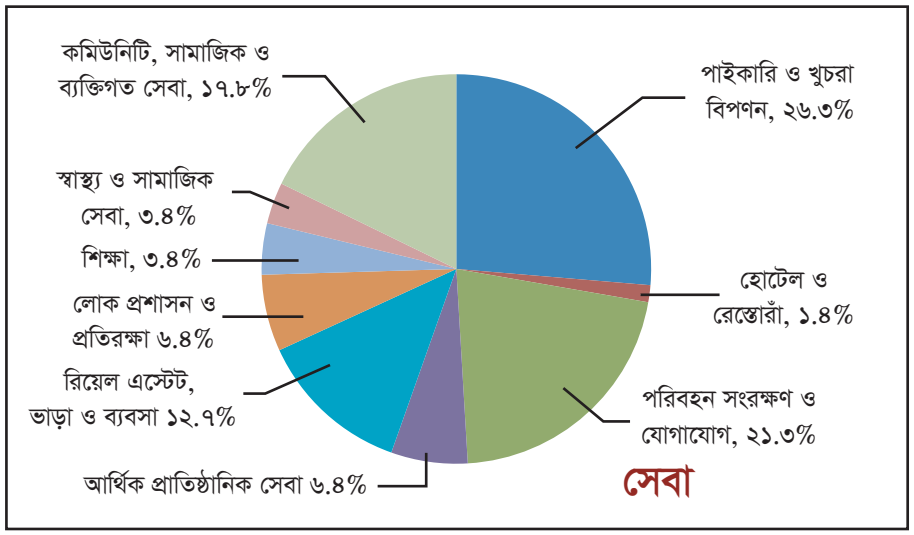


*সূত্র : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ২০১৫*

## খাতভিত্তিক প্রবৃদ্ধি প্রবণতা: আর্থিক অন্তর্ভুক্তির সাক্ষ্য

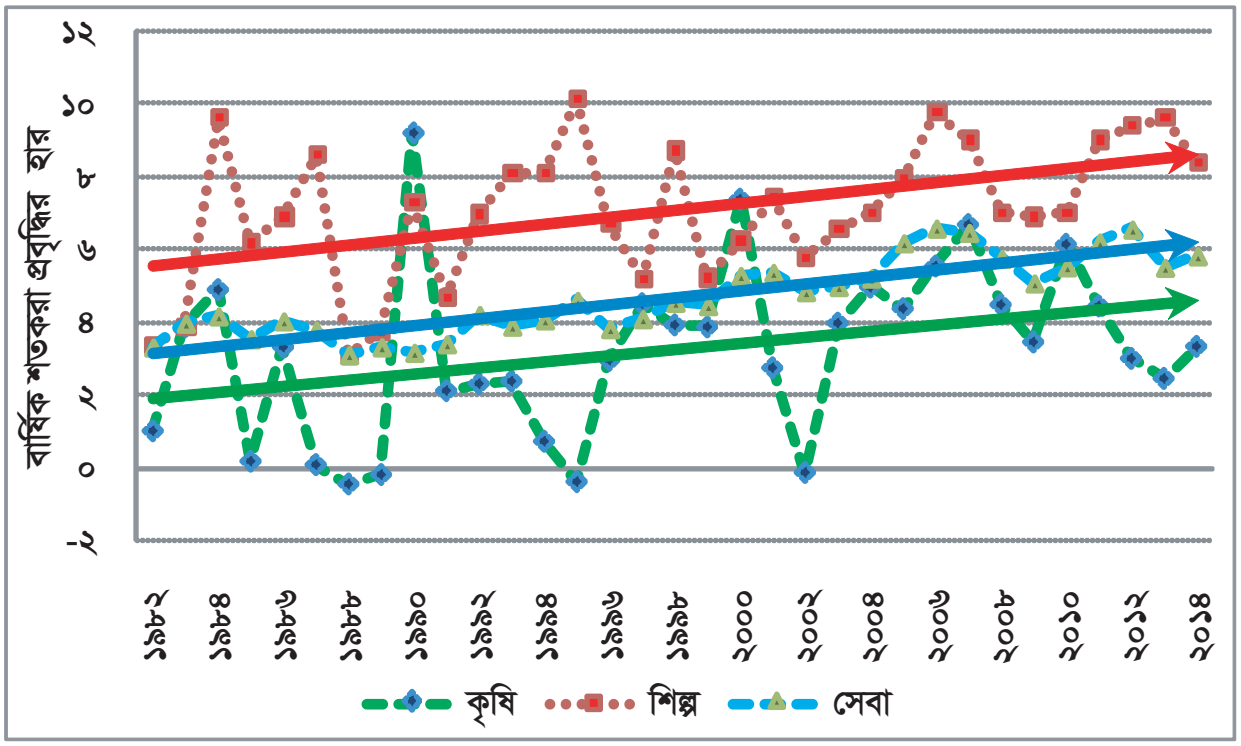


*সূত্র : ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট ইন্ডিকেটরস ২০১৫, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক*

- বাংলাদেশে তিন খাতের প্রবৃদ্ধি প্রবণতা রেখাগুলো প্রায় একই ঢালমান (স্লোপ) বজায় রেখে উপরের দিকে উঠে গেছে। তিন খাতে এ জাতীয় সামঞ্জস্যপূর্ণ উন্নতি সম্ভব হচ্ছে ক্রম প্রসারমান আর্থিক অন্তর্ভুক্তি (ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন) এর কারণে।
- আর্থিক অন্তর্ভুক্তির ফলে সব খাতকে একসাথে নিয়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ টেকসই প্রবৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে।
- বাংলাদেশে তিন খাতের প্রবৃদ্ধি দীর্ঘমেয়াদে ভারসাম্যপূর্ণ। এ জন্যে বাংলাদেশ অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির এক মডেল।
- সবাইকে সঙ্গে না নিলে প্রবৃদ্ধির অগ্রযাত্রা টেকসই হয় না। আর্থিক অন্তর্ভুক্তি সুষম খাদ্যের মতো অর্থনীতির সুস্বাস্থ্য দেয়।
- আর্থিক অন্তর্ভুক্তিমূলক উদ্যোগের কারণে কৃষি, শিল্প ও সেবা – এ তিনটি খাত যৌক্তিক হারে বাড়ছে।
- সাধারণত কোনো দেশের অর্থনীতি যখন উদীয়মান অর্থনীতির পর্যায়ে প্রবেশ করে তখন কৃষি খাতকে প্রায়ই অবহেলিত রাখা হয়। কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তা ঘটেনি।
- যদিও প্রবৃদ্ধিতে কৃষির অবদান তিনটি খাতের মধ্যে সবচেয়ে কম, এটি দেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের যোগান দিচ্ছে।
- উপরন্তু, কৃষির উৎপাদন ব্যাহত হলে, অন্য দুই খাতের প্রবৃদ্ধি মারাত্মকভাবে ব্যাহত হতে পারে।

## খাতভিত্তিক প্রবৃদ্ধি প্রবণতা: বাংলাদেশ বনাম দক্ষিণ এশিয়া

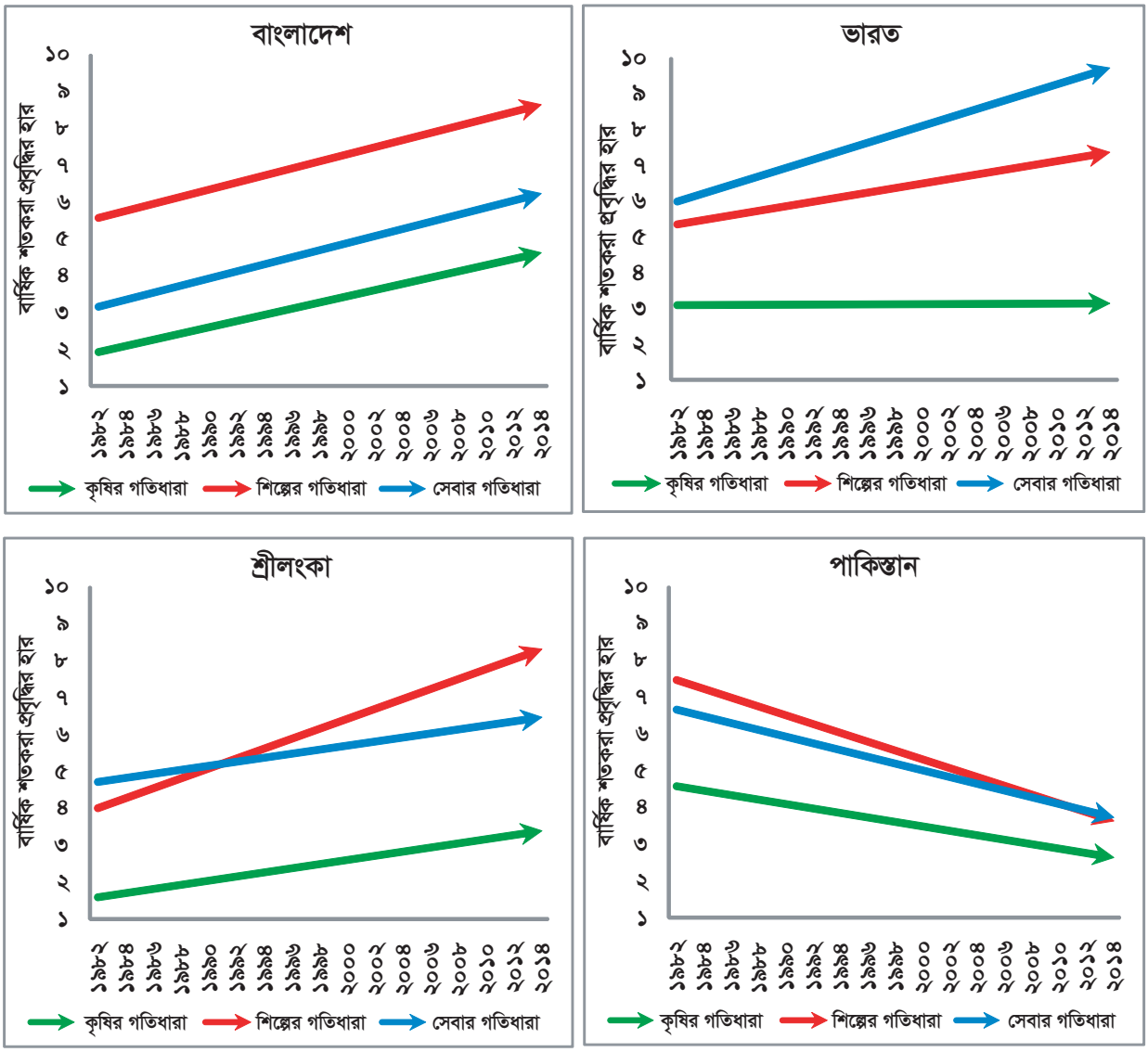


*সূত্র : ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট ইন্ডিকেটরস ২০১৫, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক*

- বাংলাদেশের খাতওয়ারি প্রবৃদ্ধি প্রবণতা প্রতিবেশী যেকোনো দেশের তুলনায় সবচেয়ে ভালো।
- পাকিস্তানে এই তিন প্রবণতাই পতনমুখী। অতএব তা বাংলাদেশের সাথে তুলনার মধ্যেই আসেনা।
- সার্বিক দিক দিয়ে বাংলাদেশের খাতভিত্তিক প্রবৃদ্ধি প্রবণতা ভারতের চেয়ে অনেক বেশি শক্তসমর্থ ও সুষম। ভারতের সেবা খাতে উচ্চ প্রবৃদ্ধি লক্ষণীয়। কিন্তু একই ধরনের প্রবৃদ্ধি কৃষি ও শিল্প খাতে দেখা যাচ্ছে না। সেদিক থেকে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি ভারতের চেয়ে বেশি অন্তর্ভুক্তিমূলক।
- শ্রীলংকার তিন প্রবণতাই উর্ধ্বমুখী, কিন্তু সেগুলো বাংলাদেশের মতো সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

## বাজার উন্মুক্তকরণ: প্রবৃদ্ধি ও প্রবণতার উর্ধ্বগমন

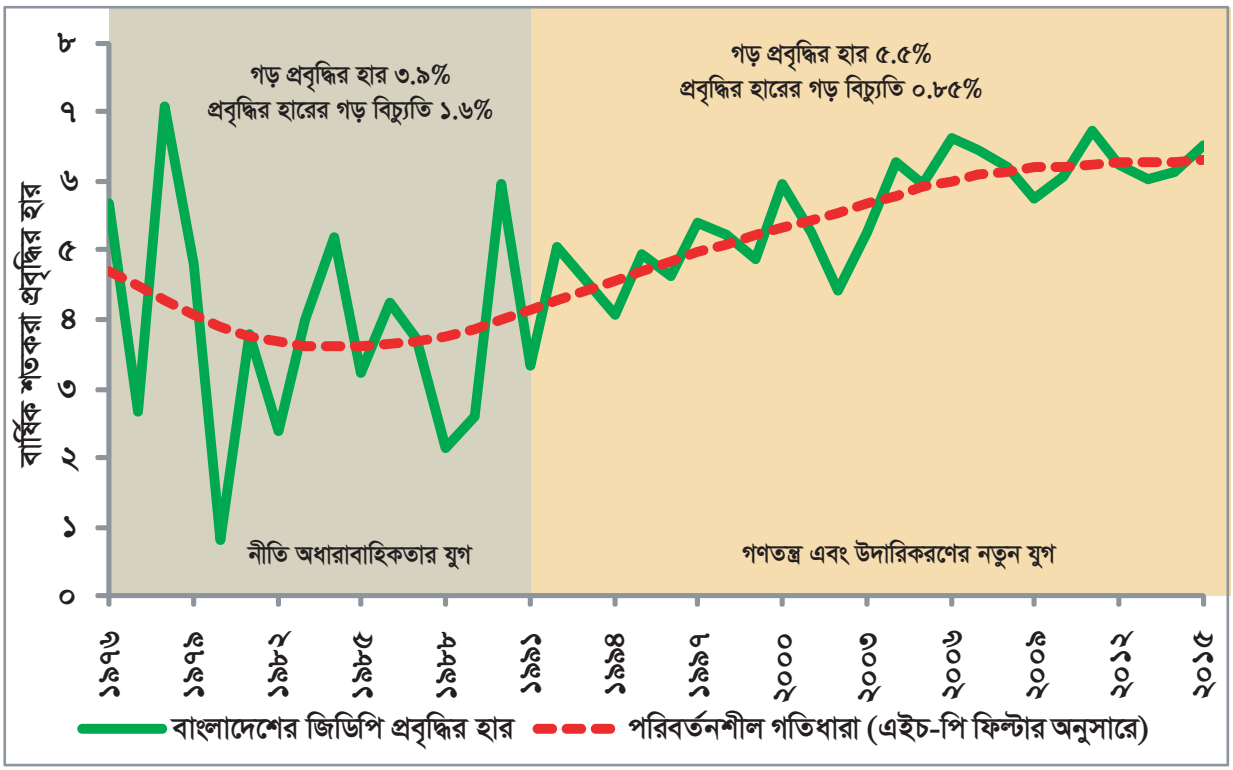


*সূত্র : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ২০১৫*

- নব্বইয়ের গোড়ার দিকে বাজার উন্মুক্তকরণের পর থেকে বাংলাদেশ প্রবৃদ্ধির নতুন দিগন্তে প্রবেশ করে। একই সময়ে বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের পুনরুত্থান ঘটে।
- অনেক অর্থনীতিবিদ নব্বইয়ের শুরুতে নেওয়া সরকারের বাজার উন্মুক্তকরণের উদ্যোগগুলোতে সন্দেহপ্রবণ ও সমালোচনামুখর ছিলেন। কিন্তু ওপরের চিত্র থেকে দেখা যায়, বাজার অর্থনীতির সামর্থ্য নিয়ে তাদের মূল্যায়ন ভুল ছিল।
- মুক্তবাজার অর্থনীতিকে ঝুঁকিপূর্ণ উত্থান-পতনের অর্থনীতি হিসেবে ভাবা হয়। তবে, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তা ঘটেনি। বরং বাজার উন্মুক্তকরণের যুগ বাংলাদেশের অর্থনীতিকে নতুনভাবে উজ্জীবিত করেছে এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অনিশ্চয়তা হ্রাস করেছে।
- আংশিক সামরিক শাসন ও নীতি অধারাবাহিকতার যুগে অর্থাৎ ১৯৯০ পর্যন্ত আমাদের গড় প্রবৃদ্ধি ছিল মাত্র ৩.৯ শতাংশ। এর সাথে অস্থিরতা ছিল অনেক বেশি (১.৬%)। মুক্তবাজারে প্রবেশ করলে এই অস্থিরতা আরো বাড়বে বলেই অনেক অর্থনীতিবিদ অনুমান করেছিলেন। তা সত্য হয়নি। প্রবৃদ্ধির অস্থিরতা কমে প্রায় অর্ধেক হয়েছে (০.৮৫%)। অন্যদিকে গড় প্রবৃদ্ধিতে ঘটেছে ১.৬ শতাংশের এক বাড়তি উল্লম্ফন। উদারিকরণের যুগে গড় প্রবৃদ্ধি ৫.৫ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।
- উদারিকরণজাত এই সম্মানজনক প্রবৃদ্ধি বাংলাদেশের উন্নয়নে এক আত্মবিশ্বাসপূর্ণ নবযুগের সূচনা করে। দারিদ্র্য দূরীকরণ হয় দ্রুততর।

## সমমানের দেশগুলোর চেয়ে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি এগিয়ে

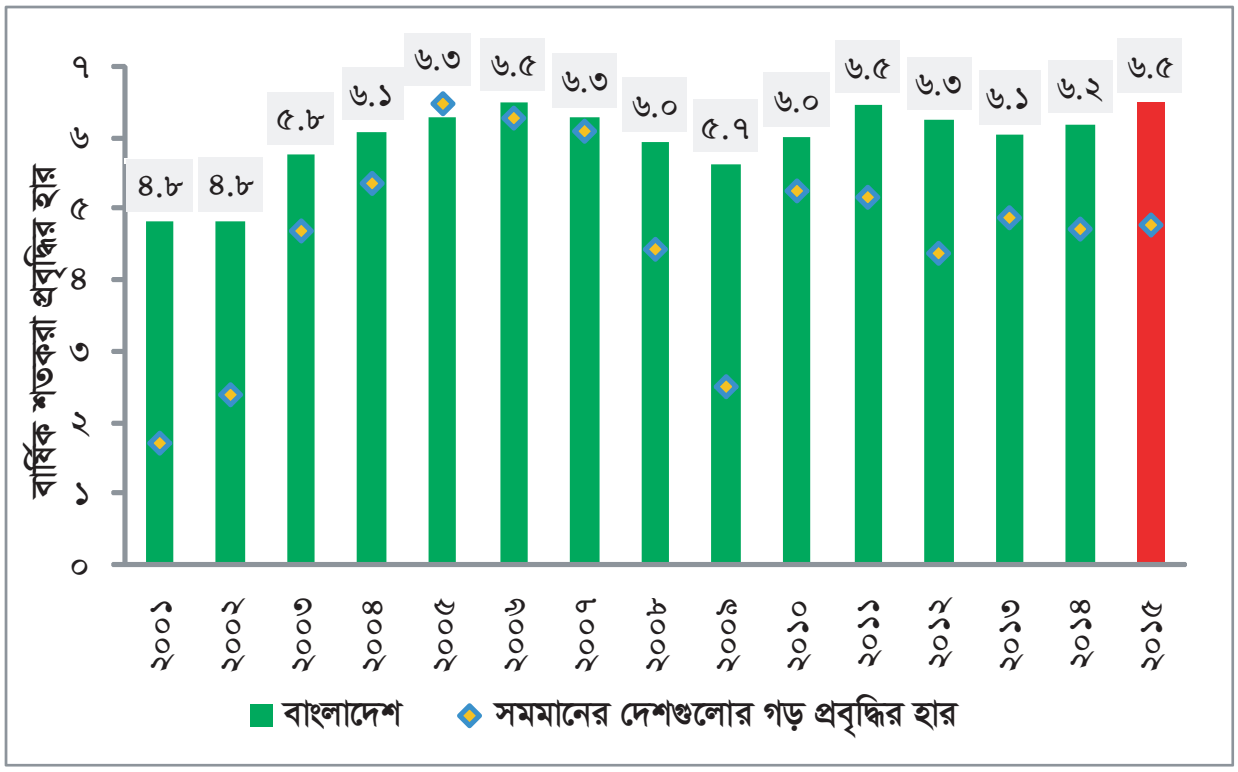


*সূত্র : ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক, এপ্রিল ২০১৫, আইএমএফ*

- আন্তর্জাতিক রেটিং এজেন্সি 'স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড পুওরস' এর মানদণ্ড অনুযায়ী একই রেটিংপ্রাপ্ত দেশগুলোর গড় প্রবৃদ্ধির তুলনায় বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি বেশি।
- সাম্প্রতিক সময়ে ২০০৫ সাল ছিল একটু ব্যতিক্রম – এ বছর বাংলাদেশে যে প্রবৃদ্ধি হয়েছিল তা ছিল সমমানের দেশগুলোর গড় প্রবৃদ্ধির চেয়ে সামান্য কম।
- ২০০৮ ও ২০০৯ সালে সারা বিশ্বে বিরাজিত মন্দাবস্থায় বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি অর্জনে সাফল্য ছিল ঈর্ষণীয় এবং সমমানের দেশগুলোর গড় প্রবৃদ্ধির চেয়ে ঢের বেশি।
- রেটিং এজেন্সিগুলোর অঙ্গুলি হেলন আমাদের রাজস্ব আদায়ের সক্ষমতার দিকে। এ দিকটায় খানিকটা দ্রুত উন্নতি আনতে পারলে আমাদের রেটিং 'বিবি মাইনাস' থেকে উঠে 'ট্রিপল বি' বা 'ইনভেস্টমেন্ট গ্রেড' হয়ে যাবে।
- বর্তমানে রাজস্ব জিডিপি হার প্রায় বারো ভাগ যা তুলনীয় দেশগুলোর চেয়ে যথেষ্ট কম।

## দক্ষিণ এশিয়ার প্রবৃদ্ধি প্রক্ষেপণ

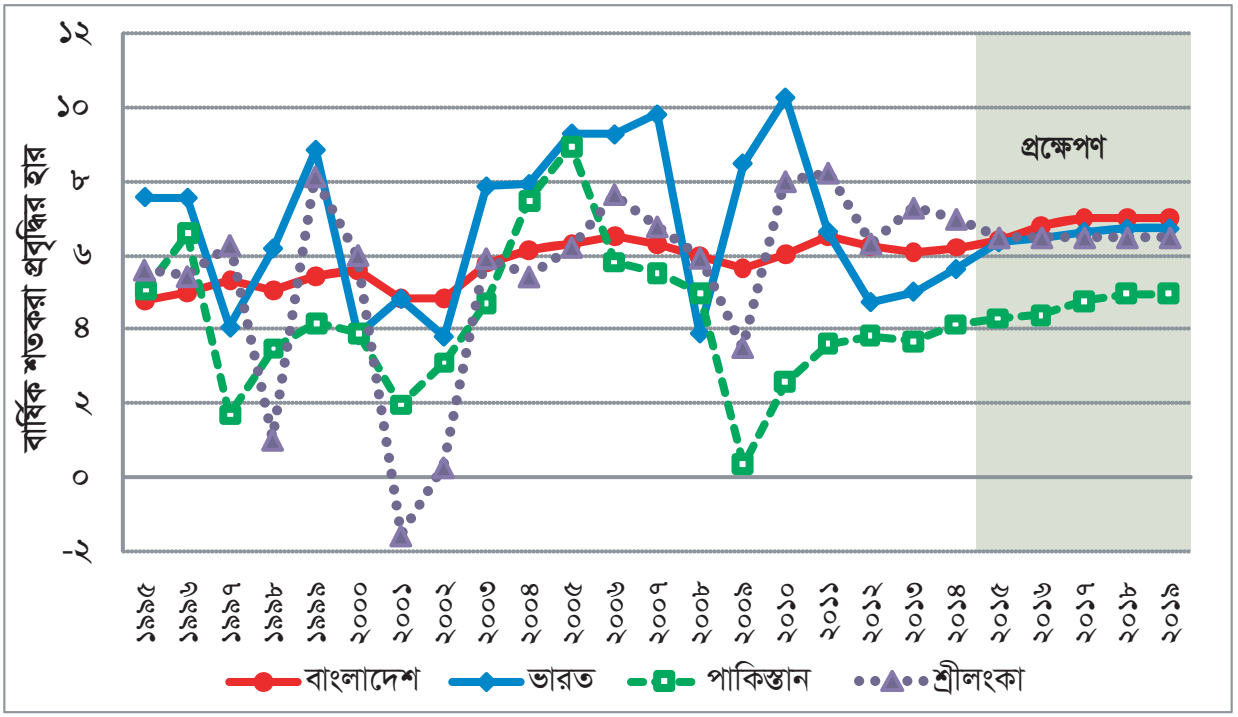


*সূত্র : ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক, এপ্রিল ২০১৫, আইএমএফ*

- আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) প্রবৃদ্ধি প্রক্ষেপণ থেকে দেখা যায় যে, দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি হবে সর্বোচ্চ।
- তাই, বাংলাদেশে বিনিয়োগ সম্ভাবনা খুবই জোরালো।
- বেশিরভাগ পুঁজিপতির দেশে এ বার্তা পৌঁছে গেছে। তারা সেবা ও ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে বিনিয়োগে বাংলাদেশের প্রতি ব্যাপক আগ্রহ দেখাচ্ছে।
- অবশ্য ভারতের নতুন রাজনৈতিক নেতৃত্ব তথা মোদি সরকার কর্তৃক ভারতের প্রবৃদ্ধিতে সম্ভাবনাময় যে ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে তা বিবেচনায় নিলে ভারতের প্রবৃদ্ধিই এ অঞ্চলে সর্বোচ্চ হবার কথা।
- যোগ্য রাজনৈতিক নেতৃত্ব ভোগ ও বিনিয়োগ আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে পারে।
- বাংলাদেশের রাজনীতিতেও অর্থনীতিমুখিতা দ্রুত স্থান করে নিচ্ছে। অনুৎপাদনশীল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে মানুষের আগ্রহ কমে আসছে।

## দক্ষিণ এশিয়ার প্রবৃদ্ধি প্রবণতা

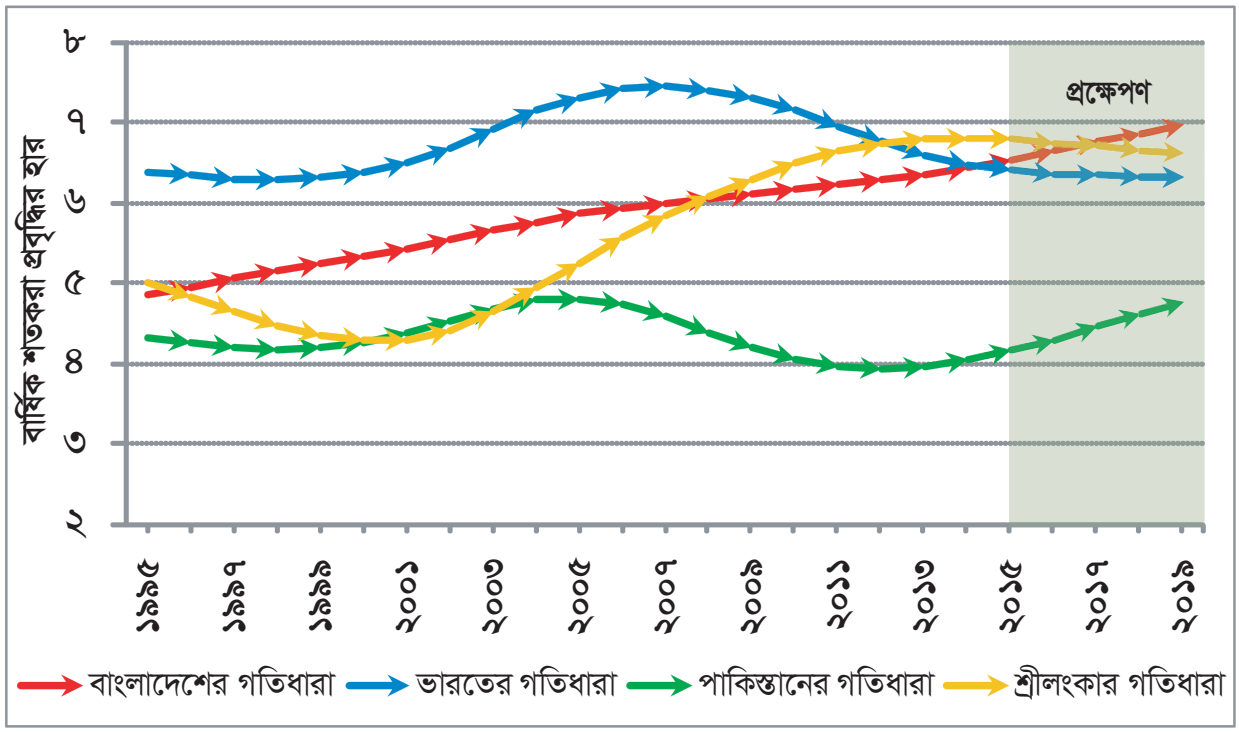


*সূত্র : ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক, এপ্রিল ২০১৫, আইএমএফ*

- যদিও বর্তমানে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সর্বোচ্চ নয়, তবে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধির ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা রয়েছে যা এক সময় সর্বোচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনের ইঙ্গিতবহ।
- দীর্ঘমেয়াদের প্রবৃদ্ধি সম্ভাবনার দিক থেকে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে বিচার করলে দেখা যায়, সাম্প্রতিক দশকগুলোতে এ সম্ভাবনা খুবই যৌক্তিক প্রমাণিত হয়েছে।
- এইচ-পি ট্রেন্ড লাইন থেকে দেখা যায়, বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি সম্ভাবনা এ অঞ্চলের মধ্যে খুবই নিরেট এবং একটানা ঊর্ধ্বমুখী। এতে গতিময়তার বিচ্যুতি কম।
- দীর্ঘমেয়াদের বিনিয়োগকারীরা সবসময় একটি রাষ্ট্রের অর্থনীতির স্বল্পমেয়াদি উত্থানপতন অপেক্ষা প্রবণতারেখাকে বেশিমাত্রায় বিবেচনায় নিয়ে থাকে।

## দক্ষিণ এশিয়ার প্রবৃদ্ধি এবং প্রবৃদ্ধির উত্থান-পতন

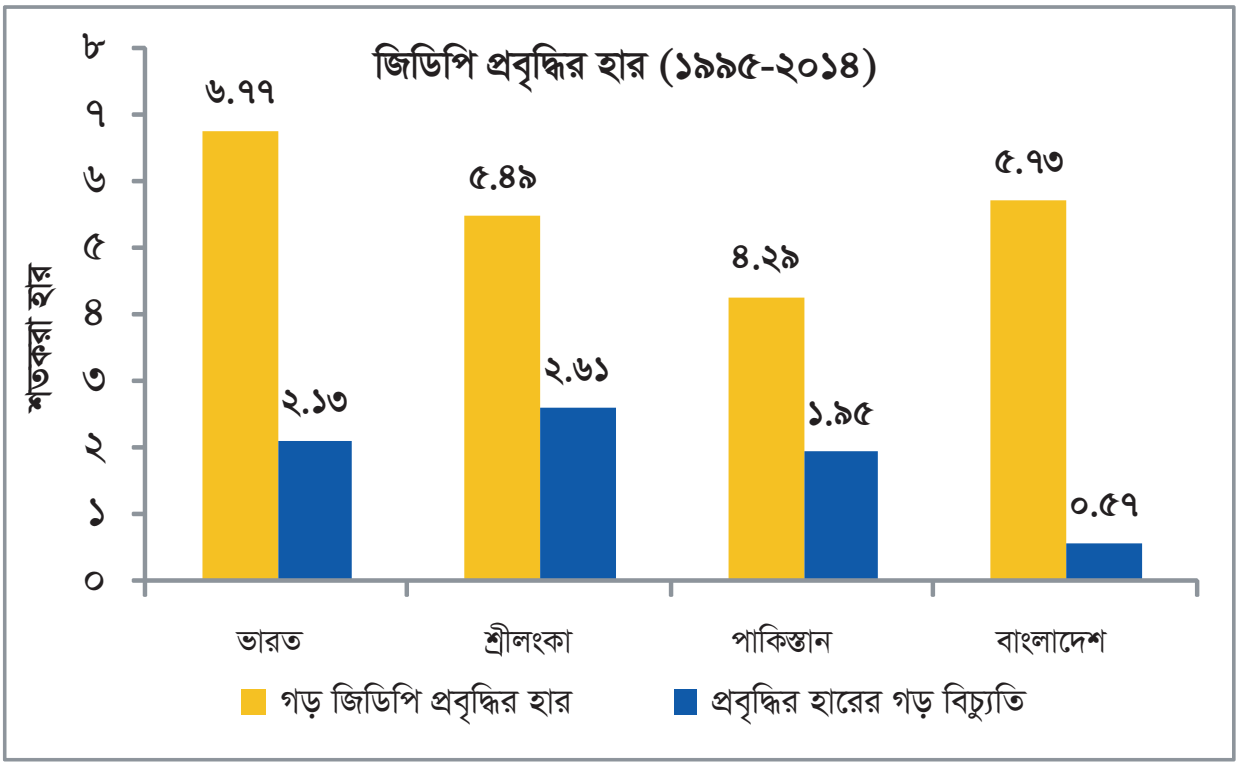


*সূত্র : ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক, এপ্রিল ২০১৫, আইএমএফ*

- গত দুই দশক ধরে বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধি অর্জনের দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে দ্বিতীয় আর প্রবৃদ্ধির উত্থান-পতনের দিক থেকে সর্বনিম্ন।
- এ থেকে প্রমাণিত হয়, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এ অঞ্চলের দেশগুলোর তুলনায় বেশি স্থিতিশীল।
- এখন বাংলাদেশ প্রবৃদ্ধি অর্জনে ভারতকেও অতিক্রম করতে চায়। আবার ধরে রাখতে চায় স্থিতিশীলতা - ঠিক আগের মতো।
- মাত্র ০.৫৭ শতাংশ বিচ্যুতি বা অস্থিতিশীলতা নিয়ে গত বিশ বছরে পৌনে ছ' ভাগ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে-এমন দেশের সংখ্যা পৃথিবীতে হাতে গোনা মাত্র দু'একটি হতে পারে। এটি বাংলাদেশের অর্থব্যবস্থাপনার দক্ষতা তুলে ধরেছে - যা আরো উন্নত করা সম্ভব।
- তবে এ ধরনের অনবদ্য কৃতিত্ব যথেষ্ট প্রচার পায়নি। আমাদের নীতিনির্ধারক ও রাজনীতিকগণ এই অর্জনের সঠিক বিপণন করে আরো বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে সমর্থ হবেন।

## ভালো রেটিংপ্রাপ্ত দেশগুলোর তুলনায় প্রবৃদ্ধি এবং প্রবৃদ্ধির উত্থান-পতন

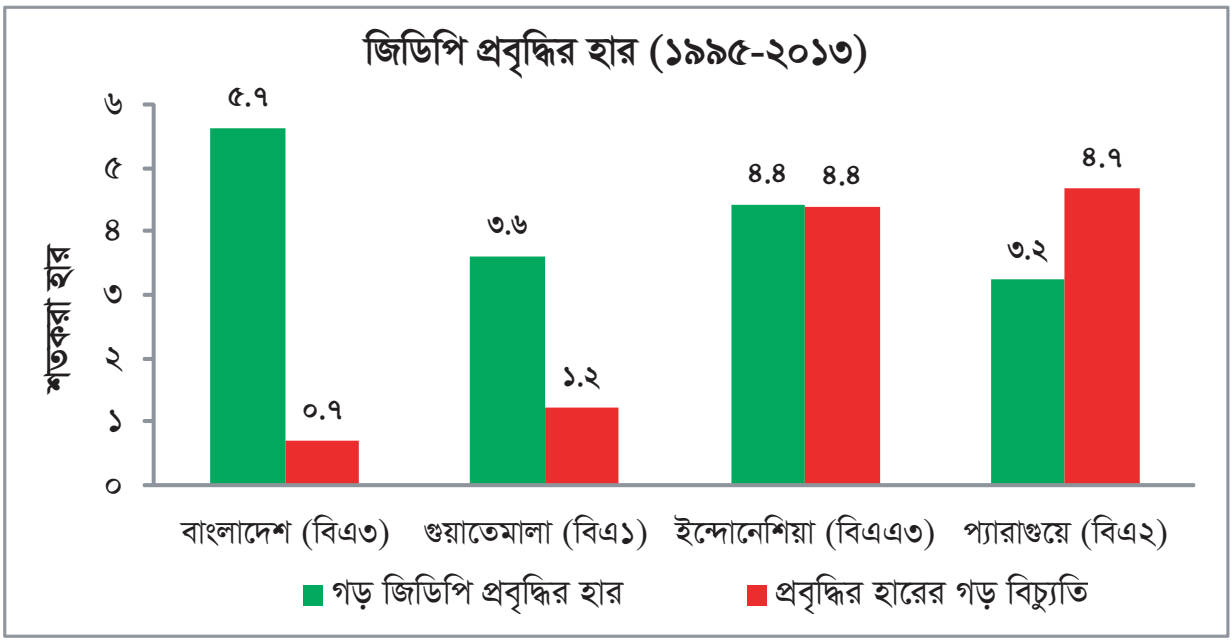


*সূত্র : ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট ইন্ডিকেটরস ২০১৫, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক*

- রেটিং এজেন্সি 'মুডি'স' এর রেটিংয়ে বাংলাদেশের চেয়ে বেশি রেটিংপ্রাপ্ত দেশ গুয়াতেমালা, ইন্দোনেশিয়া এবং প্যারাগুয়ের তুলনায় বাংলাদেশের গড় প্রবৃদ্ধি বেশি।
- সাধারণত উচ্চতর প্রবৃদ্ধির সঙ্গে উত্থান-পতনের হারও উচ্চতর হয়। কিন্তু বাংলাদেশের পরিমিত উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনের সঙ্গে প্রবৃদ্ধির নিম্নতম উত্থান-পতন লক্ষণীয়। এটি বাংলাদেশের আর্থিক ও প্রকৃত খাতের স্থিতিশীলতা নির্দেশ করে।
- রেটিং এজেন্সি 'মুডি'স' বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা ও রাজস্ব আদায়ের সক্ষমতা বৃদ্ধির কথা জানিয়েছে।
- এ দু'টো বিষয়ে অধিক গুরুত্ব দিলে নিঃসন্দেহে আমাদের মাথাপিছু আয় বাড়বে - যা আমাদের রেটিং দ্রুত ঊর্ধ্বে তুলে দেবে। বাড়বে বিনিয়োগ এবং বিদেশ থেকে ঋণ নেবার ক্ষেত্রে তহবিল খরচ যথেষ্ট কমে যাবে।

## দক্ষিণ এশিয়ার মাথাপিছু আয় ও প্রবণতা

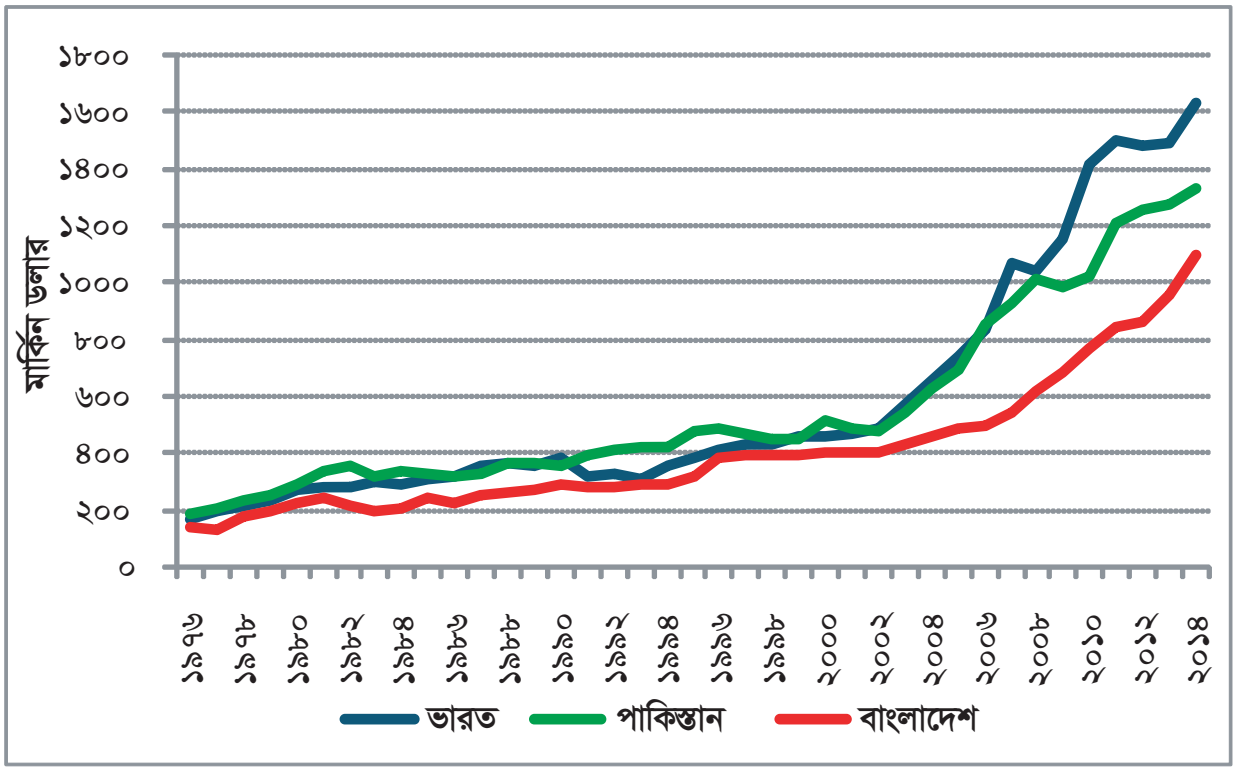


*সূত্র : ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট ইন্ডিকেটরস ২০১৫, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক*

- বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় প্রতিবেশী দেশগুলোর মাথাপিছু আয়ের খুব কাছাকাছি।
- যদিও বাংলাদেশের বর্তমান মাথাপিছু আয় ভারত ও পাকিস্তানের চেয়ে কম, তবে ওপরের চিত্র থেকে বোঝা যায় একবিংশ শতাব্দী শুরুর দশকের মাঝামাঝি থেকে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় অন্য দেশগুলোর তুলনায় ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতায় রয়েছে।
- বর্তমান অবস্থা চলতে থাকলে আগামী দশ বছরের মধ্যে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় পাকিস্তানের মাথাপিছু আয়কে ছাড়িয়ে যাবে।
- কয়েক বছরের মধ্যেই বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে।
- আন্তর্জাতিক মহলে উচ্চ রেটিং পাওয়ার ক্ষেত্রে মাথাপিছু আয় একটি বাধা। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও অর্থনীতির উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে আমরা মাথাপিছু আয় দ্রুত বাড়াতে পারি। শিক্ষার মান বাড়ালে দীর্ঘমেয়াদে জনশক্তির দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বাড়ে।

## দক্ষিণ এশিয়ায় বিনিয়োগ–জিডিপি অনুপাত

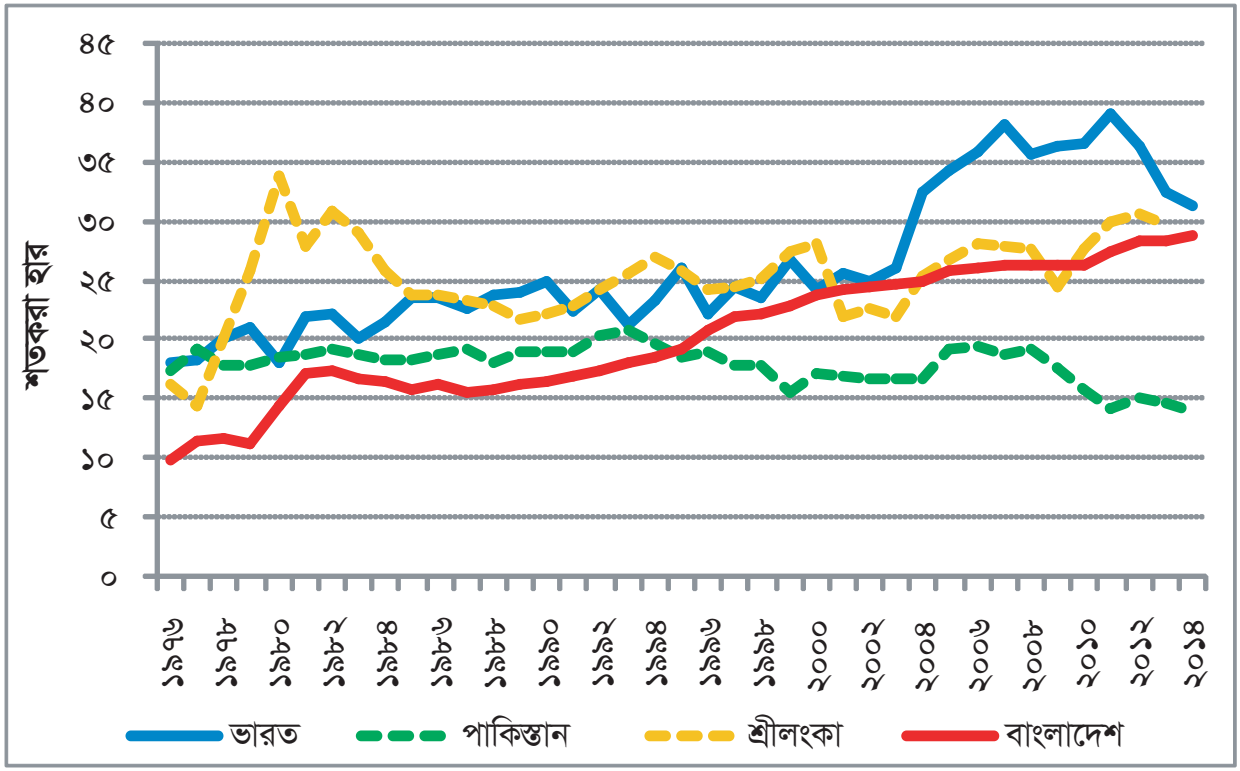


*সূত্র : ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট ইন্ডিকেটরস ২০১৫, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক*

- বাংলাদেশের বিনিয়োগ–জিডিপি অনুপাত উর্ধ্বমুখী দেখাচ্ছে। ১৯৯০ এর গোড়ার দিক পর্যন্ত এ অনুপাত স্থিতাবস্থায় ছিল।
- এরপর থেকেই অনুপাতটি গতিশীলতা পায়। এ গতিশীলতা বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি অর্জনে প্রতিফলিত হয়েছে।
- যদিও বর্তমানে বাংলাদেশের বিনিয়োগ-জিডিপি অনুপাত ভারতের চেয়ে কম এবং পাকিস্তানের চেয়ে বেশি, এর উর্ধ্বমুখী প্রবণতা স্থিতিশীল এবং অবিচল।
- বাংলাদেশের পুঁজি-উৎপাদন অনুপাত ৪ ও ৫ এর মাঝামাঝি। এ মাত্রার হিসেবে বিনিয়োগের হার ৩০ থেকে ৩২ করলে ৭/৮ ভাগ প্রবৃদ্ধি পাওয়া যাবে।
- তবে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার করেও পুঁজির দক্ষতা বাড়ানো সম্ভব। এতে বিনিয়োগ হার পূর্বাবস্থায় থাকলেও প্রবৃদ্ধি বাড়তে পারে।
- আমাদেরকে দু'দিকেই নজর দিতে হবে।

# অধ্যায়-৩

## সরকারি খাত:
## রাষ্ট্রীয় অর্থায়নের সম্প্রসারণ এবং দায়িত্ব

## রাজস্ব খাতের বাস্তবতা

- রাজস্ব খাত আগের যে কোনো সময়ের তুলনায় আরো সুশৃঙ্খল হয়েছে।
- টেকসই প্রবৃদ্ধি এবং সহনীয় মূল্যস্ফীতি অর্জনে রাজস্ব নীতি সতর্কভাবে মুদ্রানীতির সঙ্গে সমন্বিত করা হয়েছে।
- বাজেটে রাজস্ব ঘাটতি প্রায় ৫% দেখানো হলেও প্রকৃতপক্ষে গত ছয় বছরে তা গড়ে ৩.৬ ভাগে সীমিত ছিল।
- রাজস্ব খাতে যথেষ্ট দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করা হয়েছে। তবে রাজস্ব দক্ষতা বাড়ানোর প্রয়োজন অপরিহার্য।
- রাজস্ব আয় জিডিপির প্রায় ১২ শতাংশ। ভবিষ্যতে এ রাজস্ব আয় আরো বাড়ানো সম্ভব।
- নতুন মূল্য সংযোজন করের ১৫% সরল হার সরকারের রাজস্ব আহরণকে আরো বাড়াবে যা পরবর্তী সময়ে অবকাঠামো ও জ্বালানি খাতের উন্নয়নে ব্যবহার করা যাবে।
- বিশ্ববাজারে তেলের দাম হ্রাস পাওয়ায় এ খাতে প্রদত্ত সরকারের ভর্তুকির খরচ কমে আসবে যা রাজস্ব খাতকে আরো সুসংহত করবে।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি গবেষণাপত্রে দেখানো হয়েছে যে নতুন বেতন স্কেল মানেই মূল্যস্ফীতি নয়। বাজারেও সেরকম কোনো প্রবণতা লক্ষণীয় নয়। প্রত্যাশা তাড়িত মূল্যস্ফীতি হলেও তা দীর্ঘস্থায়ী হয় না।
- করভিত্তি দ্রুত বাড়ানো প্রয়োজন। ১৬ কোটি মানুষের দেশে মাত্র ১২ লক্ষ মানুষ কর দেয়। এটি বড়ই দুর্বল ভিত্তি।
- মোট রাজস্ব আয়ে প্রত্যক্ষ করের আনুপাতিক অংশ উন্নয়নের সাথে সাথে দ্রুত বাড়াতে হবে।
- উদীয়মান প্রত্যেক অর্থনীতিতেই প্রত্যক্ষ কর বাড়ানো হয়েছে। উদীয়মান ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাদের পর্যাপ্ত অবকাঠামোর সুবিধা দেবার জন্যেই প্রত্যক্ষ কর দ্রুত বাড়ানো উচিত।

# জিডিপির অংশ হিসেবে রাজস্ব ঘাটতি

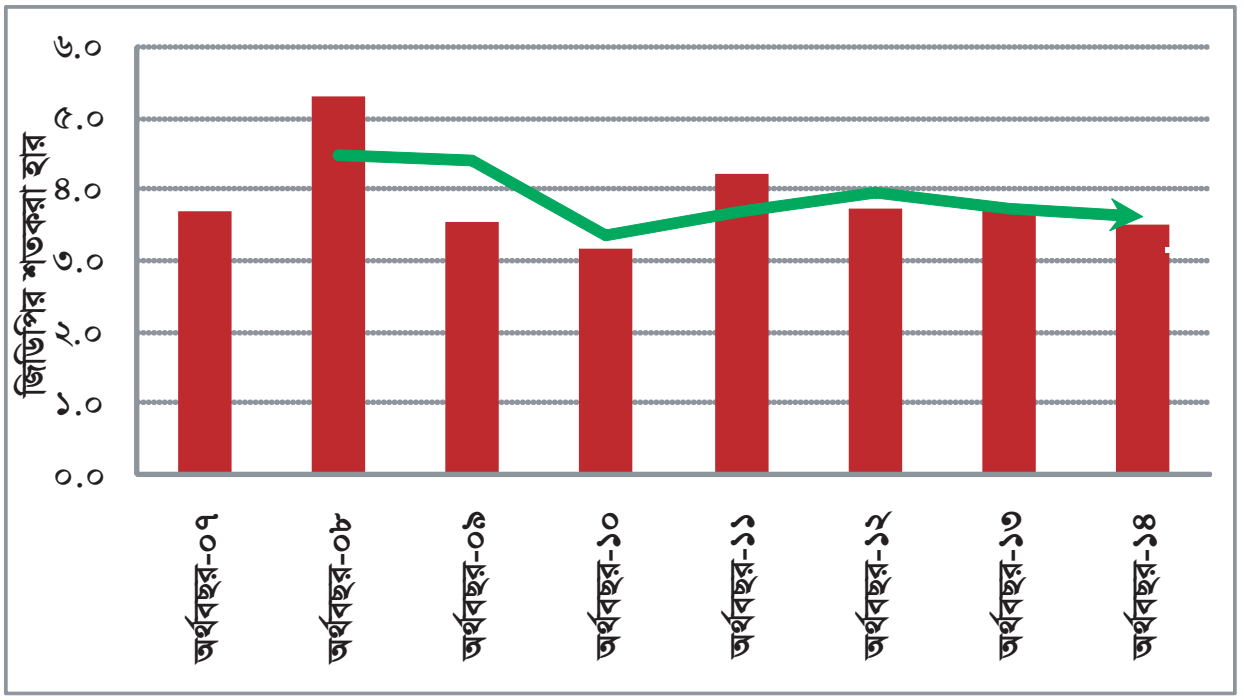


*সূত্র : বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১২-১৩ এবং ২০১৩-১৪, বাংলাদেশ ব্যাংক*

- রাজস্ব ঘাটতি জিডিপির অংশ হিসেবে সহনীয় পর্যায়ে আছে, ভীতিকর পাঁচ শতাংশের কম।
- এই প্রবণতা কমিয়ে আনার চেষ্টা চলছে - যা রাজস্ব দায়িত্বশীলতার পরিচয় বহন করে।
- প্রাথমিক ঘাটতি পাঁচ শতাংশের কম হলেই তা অর্থনীতির জন্যে কল্যাণকর হবে এমন নয়।
- মূলত উন্নয়নমূলক বাজেটের জন্যে এ ঘাটতি হয়ে থাকে। সুতরাং এ ঘাটতি দীর্ঘমেয়াদে অর্থনীতির জন্যে শক্তিবর্ধক।
- সরকারের মোট ঋণ জিডিপির প্রায় ৩০ শতাংশ।
- প্রাথমিক ঘাটতি বাড়তে থাকলে ঋণের বোঝাও বাড়ে। তবে এক্ষেত্রে বাংলাদেশ এখনো কোনো ভীতিকর মাত্রায় পৌঁছেনি।

# রাজস্ব ঘাটতি অর্থায়ন কাঠামো

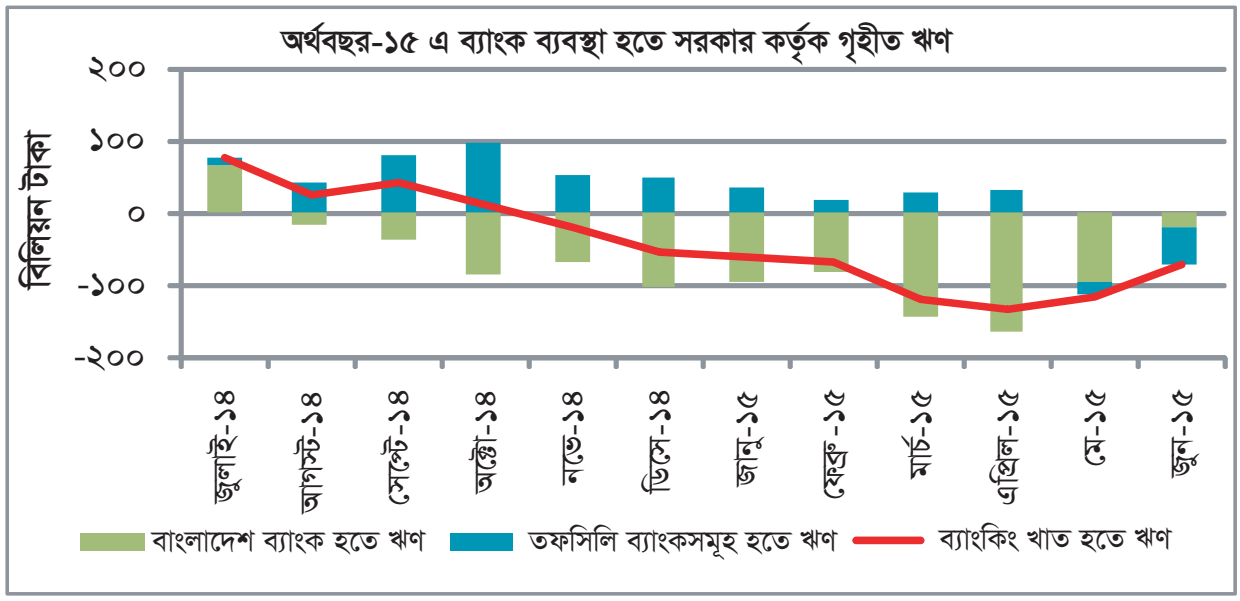


*সূত্র : পরিসংখ্যান বিভাগ ২০১৫, বাংলাদেশ ব্যাংক*

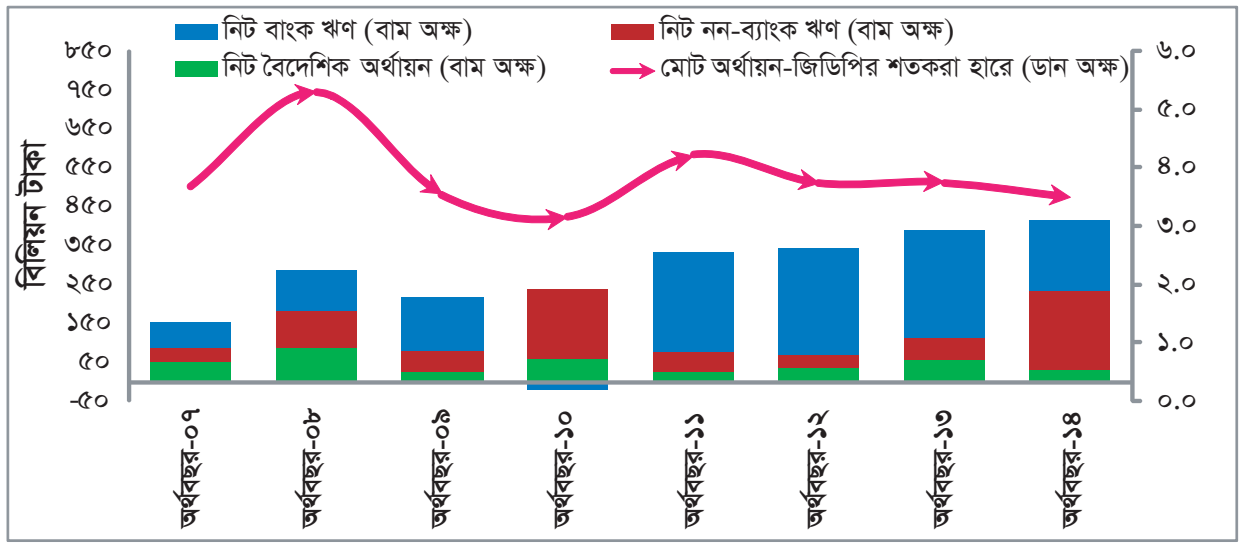


*সূত্র : বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১২-১৩ এবং ২০১৩-১৪, বাংলাদেশ ব্যাংক*

- ব্যাংকিং খাত থেকে সরকারের ঋণ গ্রহণ কমেছে। সরকারের অর্থায়ন কাঠামোও ক্রমাগত পরিবর্তিত হচ্ছে।
- ব্যাংকের বাইরে যেমন সঞ্চয়পত্র থেকে সরকার অর্থায়নের ব্যবস্থা করছে।
- সম্প্রতি সঞ্চয়পত্র থেকে অর্থায়ন ব্যাপকভাবে বেড়েছে। এর ফলাফল অবশ্য মিশ্র। এতে ভবিষ্যতের জন্যে সুদের দায় বাড়ছে। ফলে উন্নয়ন বাজেটে টান পড়ার আশঙ্কা থাকছে।

## সরকারের আয় এবং ব্যয়

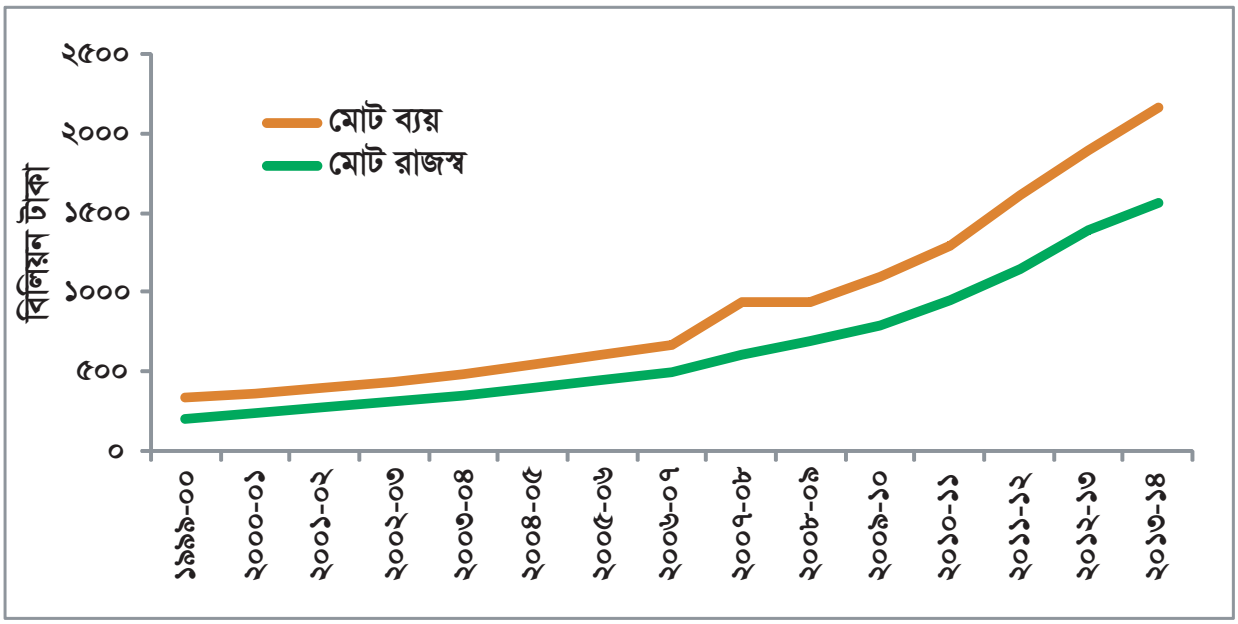


*সূত্র : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১২ এবং ২০১৪, অর্থ মন্ত্রণালয়*

- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) শক্তিশালীকরণসহ সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণের ফলে মোট রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে এ বৃদ্ধি আরো বেগবান করতে সরকার সচেষ্ট।
- প্রস্তাবিত মূল্য সংযোজন নীতি বাস্তবায়নের ফলে প্রত্যাশা করা যায় যে, ভবিষ্যতে বাজেট ঘাটতি আরো কমে আসবে।
- প্রত্যক্ষ করের আওতা দ্রুত বৃদ্ধি করলে বাংলাদেশের উন্নয়ন ও প্রশাসনের সক্ষমতা ব্যাপকভাবে বাড়বে।
- এ সম্ভাবনার দিকটিতে সরকার সচেতন। কারণ দাতাগোষ্ঠী ও রেটিং এজেন্সিগুলো বার বার এ দিকটায় দৃষ্টি আকর্ষণ করছে।

## এক নজরে বাজেট: ২০১৫-১৬

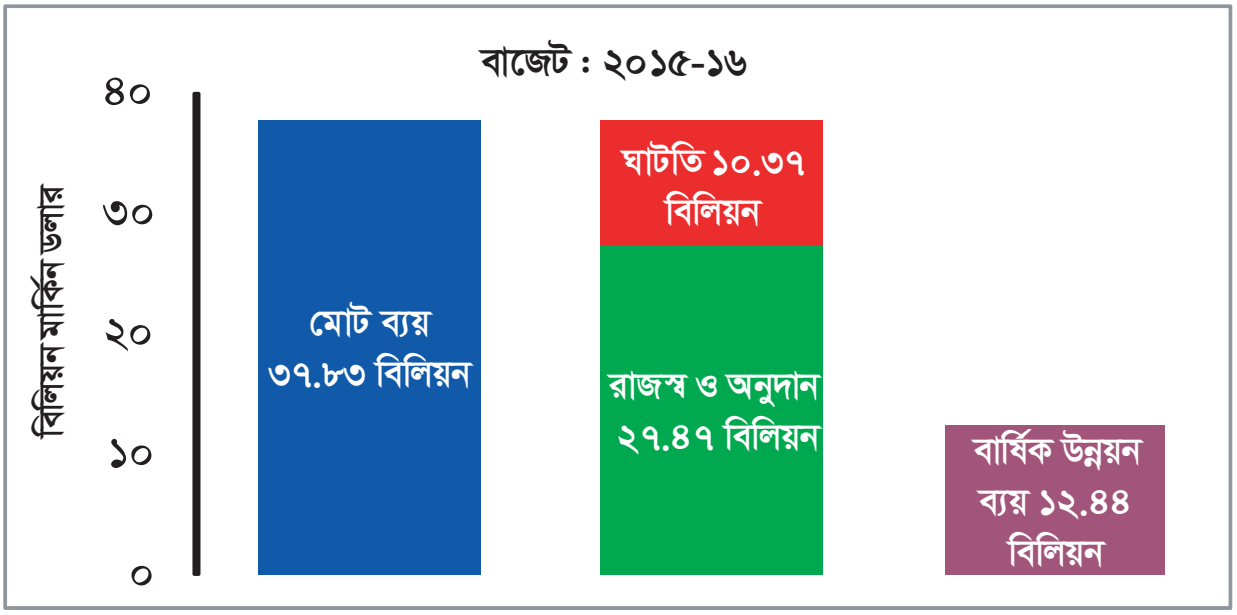


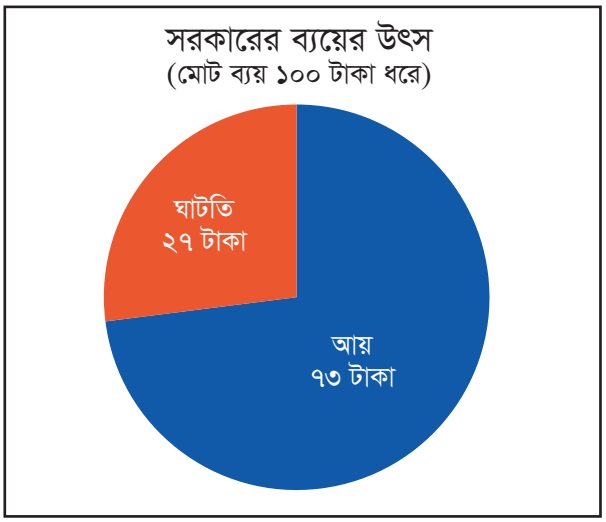


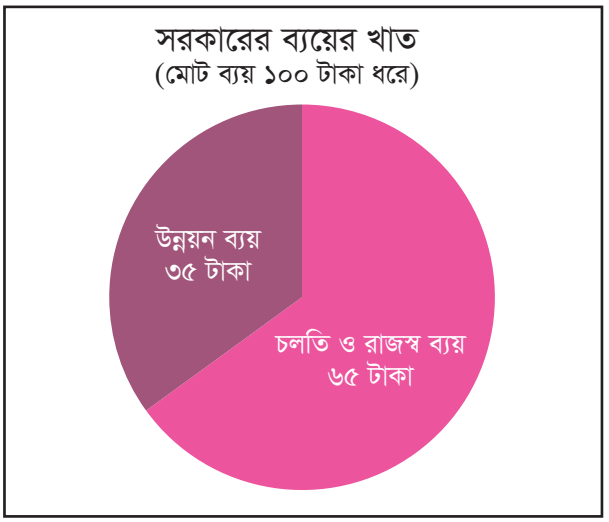


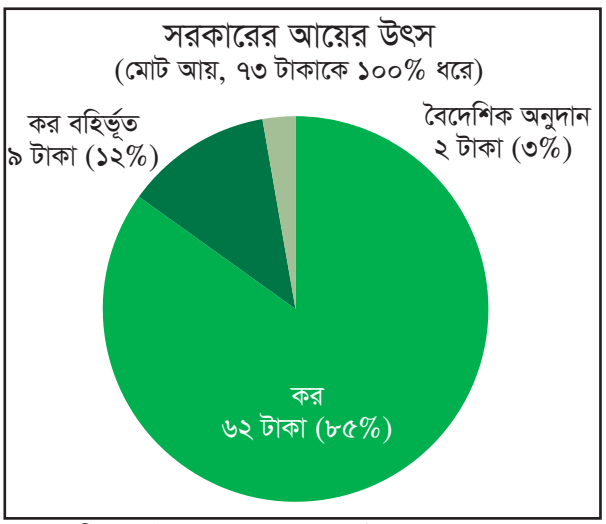


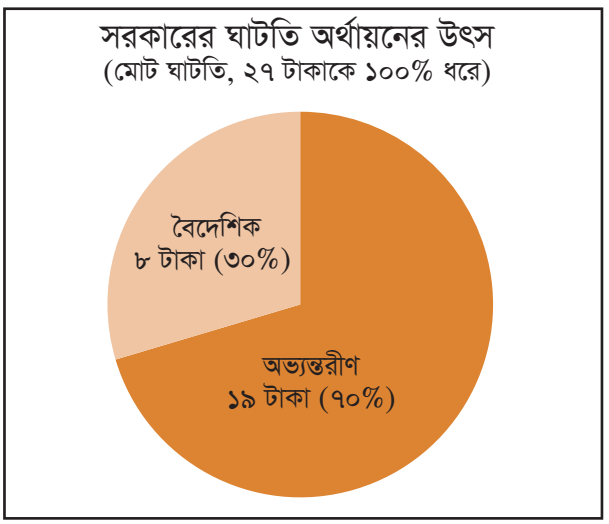


*সূত্র : জাতীয় বাজেট ২০১৫-১৬ ও লেখকের হিসাব*

# উন্নয়নের ধারায় সরকারের মেগা প্রকল্পসমূহ

**অবকাঠামো ও জ্বালানি খাতে গৃহীত মেগা প্রকল্পসমূহ দেশের অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধির সুযোগকে আরো জোরালোভাবে ত্বরান্বিত করবে।**

(সকল খরচের পরিমাণ প্রাক্কলিত)

- পদ্মা বহুমুখী সেতু: ৬.১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ, খরচ ৩.০ বিলিয়ন ডলারের অধিক।
- কক্সবাজার জেলার সোনাদিয়ায় গভীর সমুদ্র বন্দর, খরচ ১৩.৮৫ বিলিয়ন ডলার।
- ঢাকা-চট্টগ্রাম এক্সেস কন্ট্রোল হাইওয়ে, খরচ ৩.০২ বিলিয়ন ডলার।
- ঢাকা শহরের এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, খরচ ৪.৯৪ বিলিয়ন টাকা।
- ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ-গাজীপুর-ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, খরচ ১.৯ বিলিয়ন ডলার।
- মেট্রো রেল/গণ র‍্যাপিড ট্রানজিট লাইন - জাইকা কর্তৃক অর্থায়নকৃত।
- বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট লাইন - জাইকা কর্তৃক অর্থায়নকৃত।
- ঢাকা শহর ঘিরে আকাশ রেলপথ, খরচ ২.৮ বিলিয়ন ডলার।
- ঢাকা ভূগর্ভস্থ রেল, খরচ ৩.১ বিলিয়ন ডলার।
- আখাউড়া থেকে লাকসাম পর্যন্ত দ্বৈত গেজ ডাবল রেল ট্র্যাক।
- বিবিয়ানা ধনুয়া গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন, খরচ ১.৭১ বিলিয়ন টাকা।
- চারটি ৪৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র, খরচ ১.৮ বিলিয়ন ডলার।
- রামপাল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র, খরচ ১.৫ বিলিয়ন ডলার।
- রূপপুরে প্রতিটি ২০০০ মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন দু'টি পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন।

*সূত্র : বিনিয়োগ বোর্ড, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও অন্যান্য রাষ্ট্রীয় সূত্র ২০১৫*

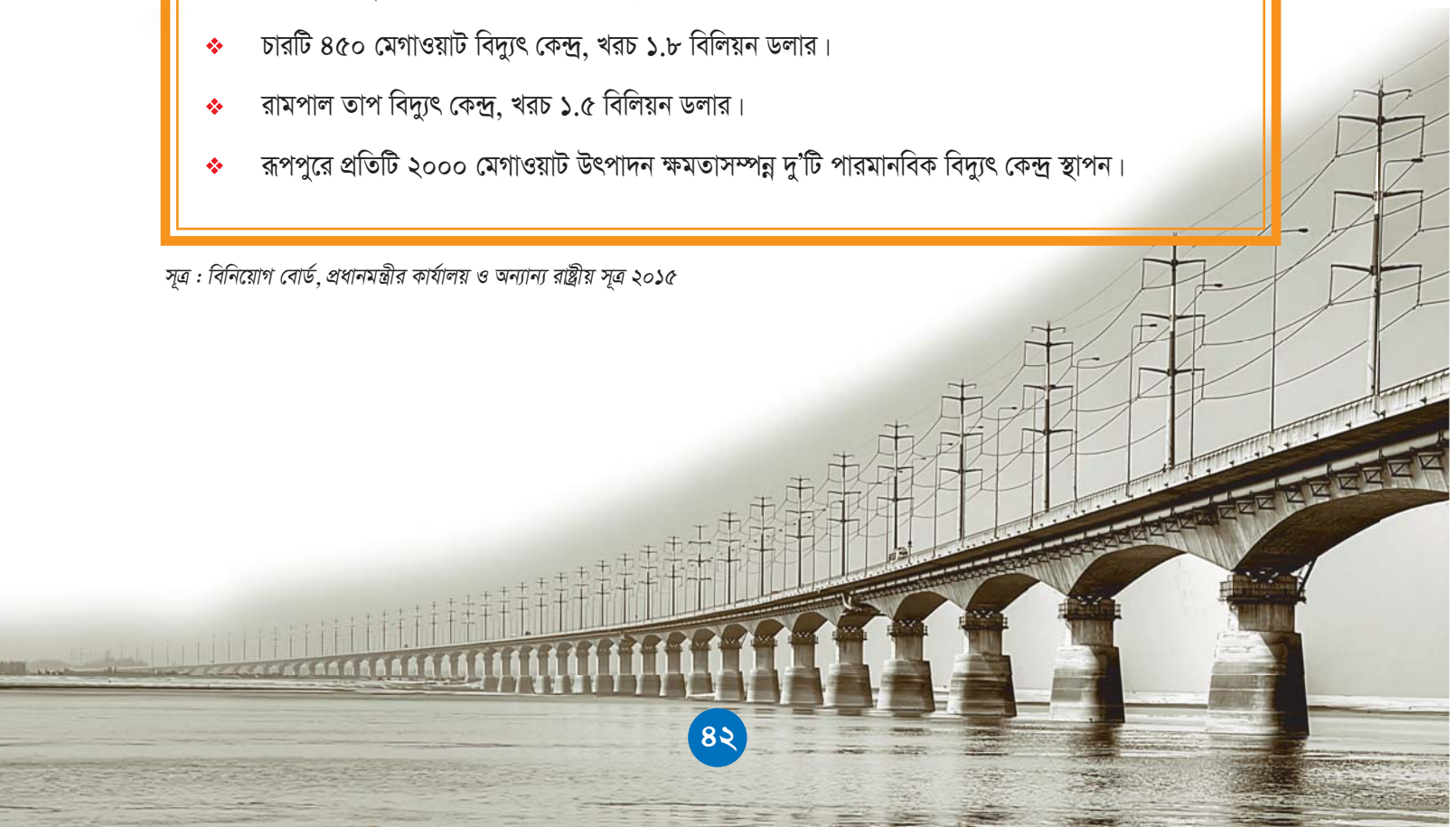

# অধ্যায়-৪

## বৈদেশিক খাত:
## উদারিকরণ এবং প্রবৃদ্ধি

## রপ্তানি ও আমদানি এবং ক্রমহ্রাসমান ব্যবধান

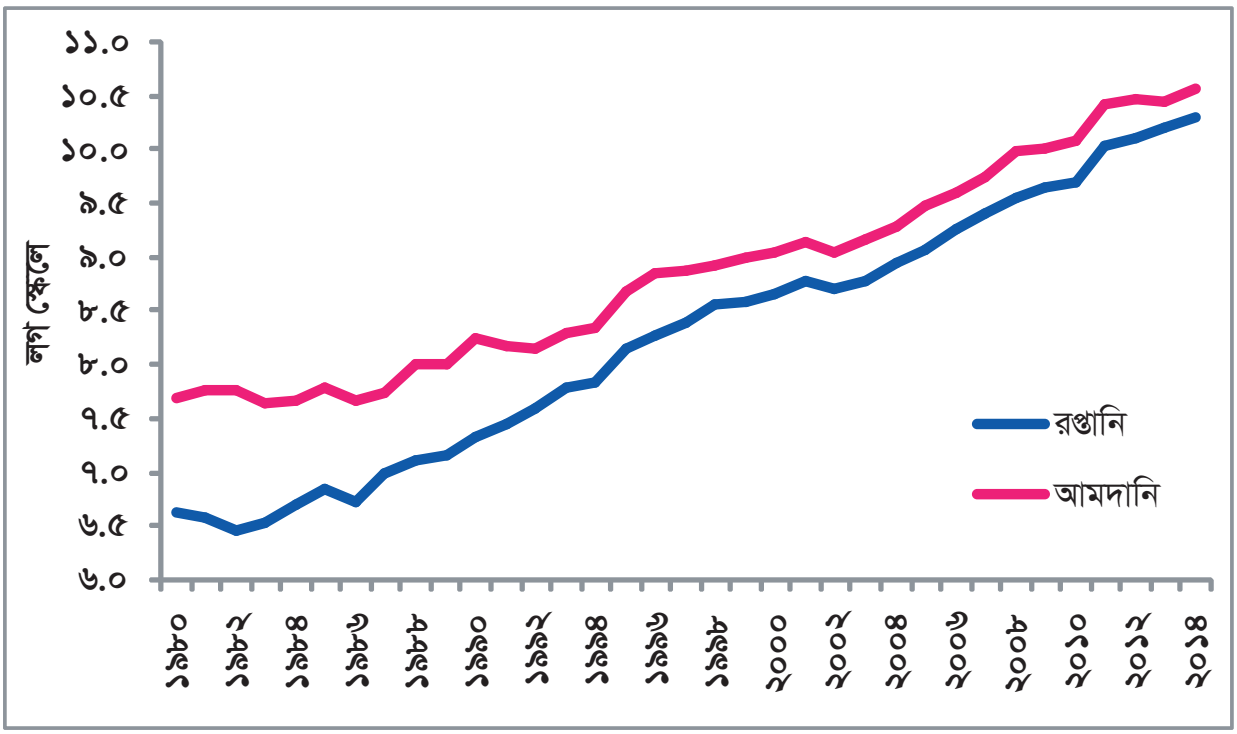


*সূত্র : বাংলাদেশ রপ্তানি পরিসংখ্যান ২০০৬-০৭, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো এবং মান্থলি ইকোনমিক ট্রেন্ডস্, সেপ্টেম্বর ২০১৫, বাংলাদেশ ব্যাংক*

- রপ্তানি এবং আমদানির লগ পরিমাণে ক্রমাগত উর্ধ্বমুখী প্রবণতা পরিলক্ষিত হচ্ছে।
- রপ্তানি এবং আমদানির মধ্যে ব্যবধান ক্রমান্বয়ে কমে এসেছে যা রপ্তানি খাতের মজবুত ভিত্তির ইঙ্গিত দেয়।
- এছাড়াও চিত্রে দেশের বাণিজ্য খাতের ধীরে ধীরে আরো শক্তিশালী হওয়া প্রতিফলিত হয়েছে।
- আমদানির ব্যবধান বাড়লেই যে তা অর্থনীতির জন্যে ভীতিকর - তা ঠিক নয়। বিশেষত বাংলাদেশের জন্যে তা নয়ই। কারণ আমাদের আমদানির ষাট থেকে সত্তর ভাগ হচ্ছে পুঁজিদ্রব্য, মেশিনপত্র, কাঁচামাল - যা উৎপাদন বৃদ্ধিতে ব্যবহৃত হয়।
- আমাদের আমদানির ব্যাপক অংশ অর্থনীতির সক্ষমতা বাড়ায়। তবে এতে কিছু সময় দিতে হয়।

## রপ্তানি ও আমদানির প্রবৃদ্ধি হার

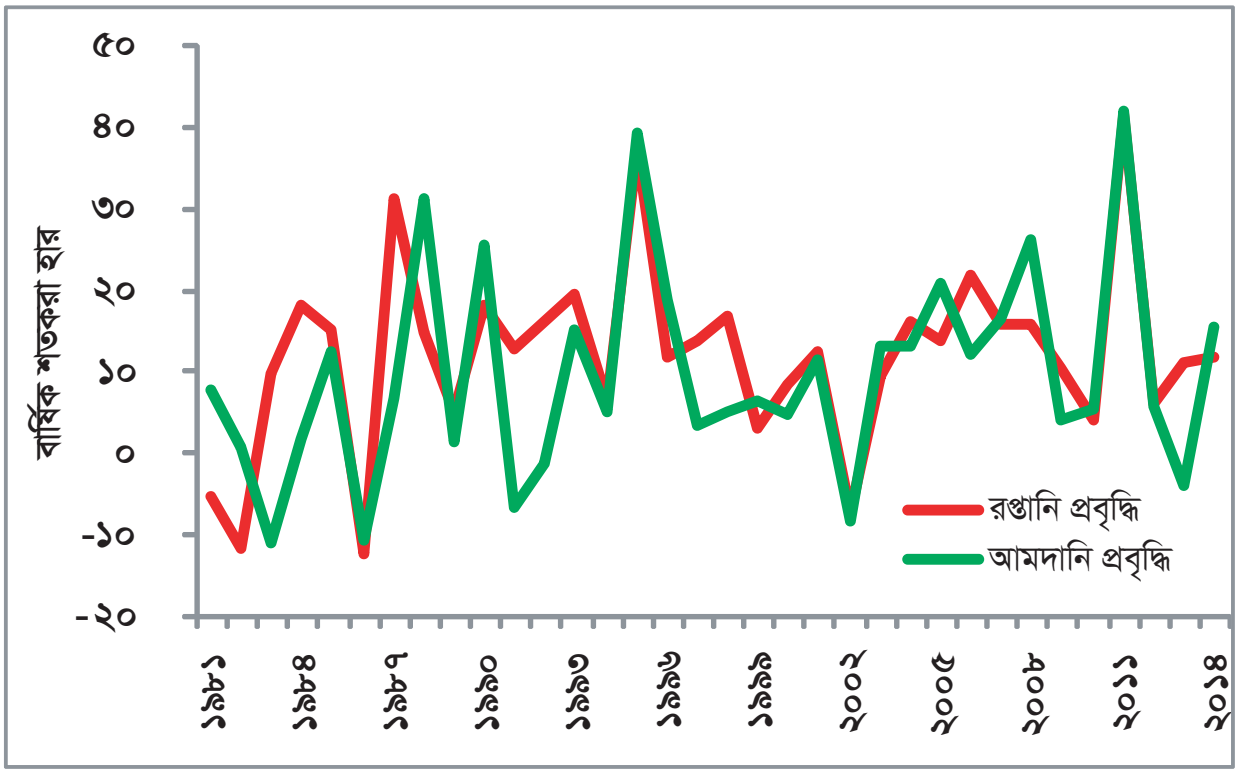


*সূত্র : বাংলাদেশ রপ্তানি পরিসংখ্যান ২০০৬-০৭, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো এবং মান্থলি ইকোনমিক ট্রেন্ডস্, সেপ্টেম্বর ২০১৫, বাংলাদেশ ব্যাংক*

- চিত্র থেকে দেখা যায় যে, আমদানি ও রপ্তানি উভয়েরই প্রবৃদ্ধি ক্রমান্বয়ে বাড়ছে।
- দেশের আমদানি ও রপ্তানির প্রবৃদ্ধির হারে একই ধারা পরিলক্ষিত হচ্ছে কারণ রপ্তানি বাড়লে তা আমদানির অতিরিক্ত চাহিদা সৃষ্টি করছে (ব্যাক-টু-ব্যাক এলসির মাধ্যমে)।
- প্রবৃদ্ধির এই ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা বাংলাদেশ অর্থনীতির উদারিকরণের ক্রম বৃদ্ধি তুলে ধরছে।
- রপ্তানির সাথে আমদানির এই সহযাত্রা বলে দিচ্ছে যে আমাদেরকে রপ্তানি বৃদ্ধিতে তৎপর হয়ে নতুন নতুন বাজার খুঁজে বের করতে হবে। জোরদার করতে হবে অর্থনৈতিক কূটনীতি।
- রপ্তানির আশি ভাগ পোশাক শিল্প থেকে আসে। রপ্তানি দ্রব্যে বৈচিত্র্য আনা খুবই জরুরি।

# চলতি হিসাব

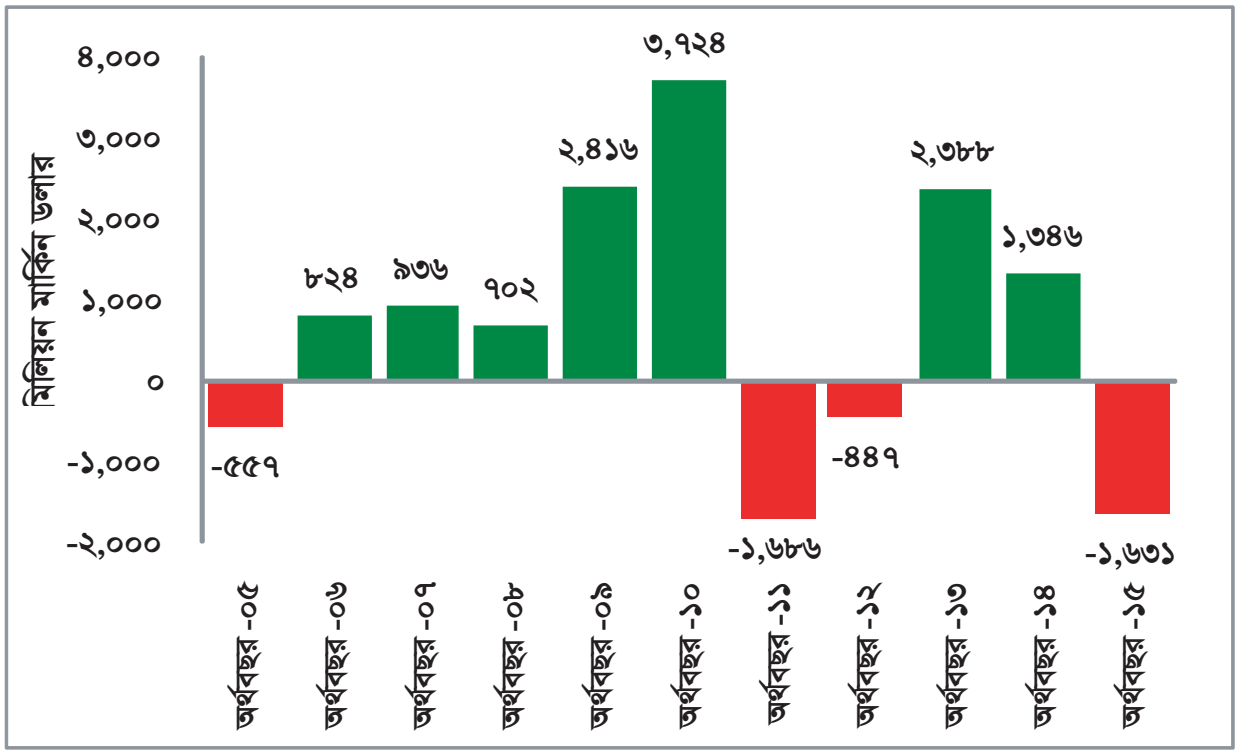


*সূত্র : পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, ২০১৫*

- চলতি হিসাব ভারসাম্যে কোনো স্থির ধারা দেখা যায় না। এটা কখনো উদ্বৃত্ত আবার কখনো ঘাটতি নির্দেশ করছে। তবে সবক্ষেত্রে, তা নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই রয়েছে।
- যুক্তিসঙ্গত চলতি হিসাব ঘাটতি উদীয়মান অর্থনীতি হিসেবে বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান চাহিদার ইঙ্গিত বহন করে।
- চলতি হিসাবে ঠিক কতটা ঘাটতি বাংলাদেশের মতো অর্থনীতির জন্যে মেনে নেয়া যায় - তা বলা কঠিন। এর পেছনে কোনো তাত্ত্বিক নির্দেশ নেই। তবে বাংলাদেশের চলতি হিসাবের ঘাটতি জিডিপির এক শতাংশেরও কম - যা নিয়ে ভাবনার কোনো কারণ নেই।
- আমদানিকৃত দ্রব্যের মধ্যে পুঁজিপণ্য বাড়াতে পারলে তা চলতি হিসাবের ঘাটতি বাড়ায় বটে। কিন্তু তা দীর্ঘমেয়াদে অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির জন্য ইতিবাচক।

## দক্ষিণ এশিয়ায় অর্থনৈতিক মুক্তায়ন

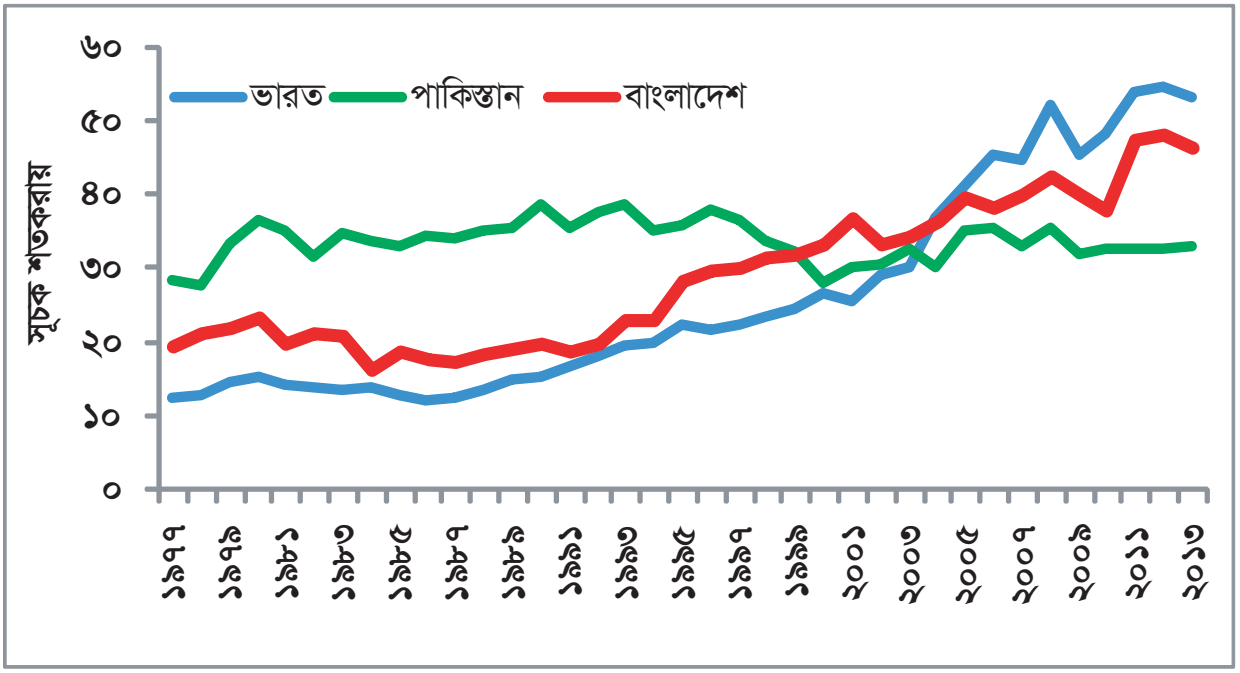


*সূত্র : ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট ইন্ডিকেটরস ২০১৫, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক*

- সাধারণত মোট রপ্তানি ও আমদানির যোগফলকে মোট জিডিপি দ্বারা ভাগ করে অর্থনৈতিক মুক্তায়ন সূচক গণনা করা হয়। এখানেও সেটি অনুসরণ করা হয়েছে।
- এটা দৃশ্যমান যে, ১৯৯০ দশকের শুরুর দিকে উদারিকরণের পর থেকে বাংলাদেশের মুক্তায়ন সূচক ধীরে ধীরে বাড়ছে।
- বাংলাদেশ বিশ্বায়নের গতির সাথে সঠিক পথেই তাল মিলিয়ে চলছে।
- দক্ষিণ এশিয়ার এই তিন দেশই প্রায় একসাথে অর্থাৎ নব্বই দশকের শুরুতে উদারিকরণের কর্মসূচি হাতে নেয়।
- এদের মধ্যে ভারত মুক্তায়ন ঘটিয়েছে সবচেয়ে দ্রুত হারে। তারপরই বাংলাদেশের অবস্থান।
- আমদানি ও বৈদেশিক মুদ্রার নীতিতে আরো উদারিকরণ প্রয়োজন বলে মনে করে থাকেন বিনিয়োগকারীগণ।

# প্রবাসী আয়ের প্রবাহ

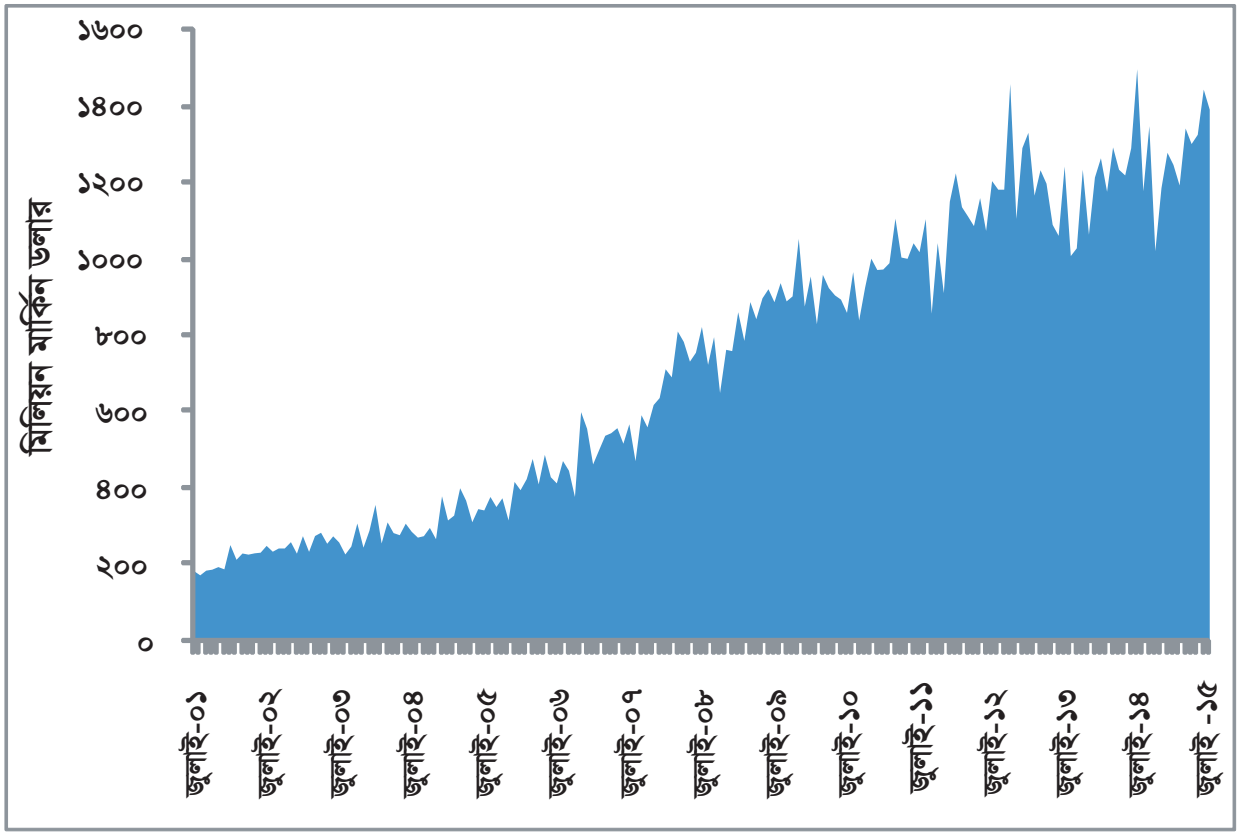


*সূত্র : ফরেন এক্সচেঞ্জ পলিসি ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক, ২০১৫*

- যদিও রেমিট্যান্সের অন্তঃপ্রবাহ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে, তবে ২০০৭ সালের মাঝামাঝি থেকে এতে নতুন গতি সঞ্চারিত হয়েছে।
- সরকার জনশক্তি রপ্তানির জন্য নতুন নতুন দ্বার উন্মোচন করছে এবং ক্ষেত্র তৈরি করছে।
- বিশেষত, মধ্যপ্রাচ্য ও সৌদি আরব আগামী বছরগুলোতে প্রবাসী বাংলাদেশি শ্রমিকদের জন্য আরো বেশি সুযোগ সৃষ্টি করবে।
- বিদেশমুখী শ্রমিক ও কর্মীদের প্রশিক্ষিত করে উৎপাদনশীলতা বাড়ালে একই সংখ্যক শ্রমিক দিয়ে বেশি আয় করা সম্ভব।
- অর্থনৈতিক কূটনীতির মাধ্যমে আমাদের শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধির জন্যে দরকষাকষি করাও সম্ভব।
- রেমিট্যান্স না থাকলে বাংলাদেশের বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্যে বিপর্যয় নেমে আসতো।

# বৈদেশিক দায় পরিশোধ ক্ষমতা

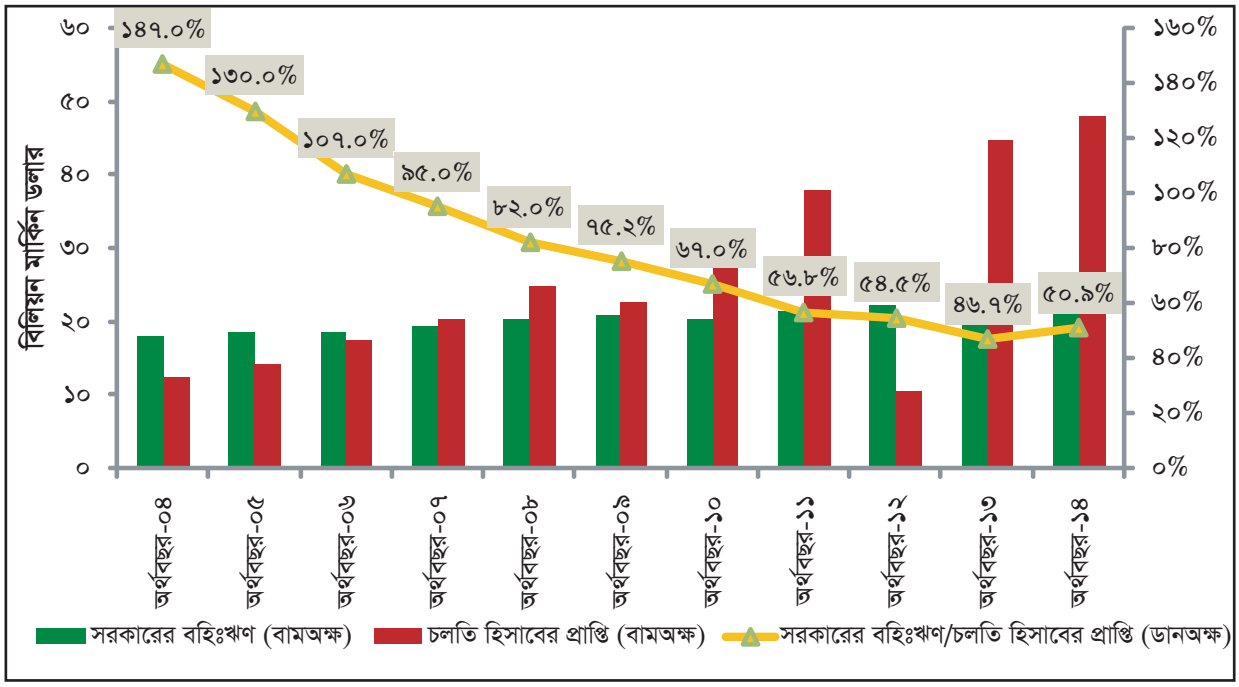


*সূত্র: পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, ২০১৫*

- সরকারের বৈদেশিক দায় খুব নিম্নগতিতে বাড়ছে।
- প্রধানত রপ্তানি আয় এবং রেমিট্যান্সের সমন্বয়ে গঠিত চলতি হিসাবের আয় ক্রমাগতভাবে বাড়ছে।
- বৈদেশিক দায় চলতি হিসাব থেকে প্রাপ্ত আয়ের অনুপাতে দ্রুতগতিতে কমে যাচ্ছে যা সরকারের বৈদেশিক দায় পরিশোধের সামর্থ্য বৃদ্ধির নির্দেশক।
- তবে এক্ষেত্রে মিশ্র মতামত পাওয়া যায়। বাজেটের ঘাটতি মোকাবেলার জন্যে বিদেশ ও স্বদেশ - সরকার এই দুই উৎস থেকে ঋণ নিয়ে থাকে। যদি বিদেশ ঋণের সুদহার কম থাকে তাহলে তহবিল খরচ কমানোর জন্যে এবং ভবিষ্যৎ বাজেটের ঘাটতি কমিয়ে সরকারের মোট দায় হ্রাস করার লক্ষ্যে সরকারের বহিঃঋণ বাড়ানো অধিক সমর্থনযোগ্য।
- সরকারের বহিঃঋণ পরিশোধের ক্ষমতা এখন যথেষ্ট মাত্রায় বেশি। এমতাবস্থায় সরকার রাষ্ট্রীয় অবকাঠামো নির্মাণে বড় ধরনের বিদেশঋণ নিলেও তা পরিশোধযোগ্য হবে।

## দক্ষিণ এশিয়ার ঋণ-জিডিপি হার

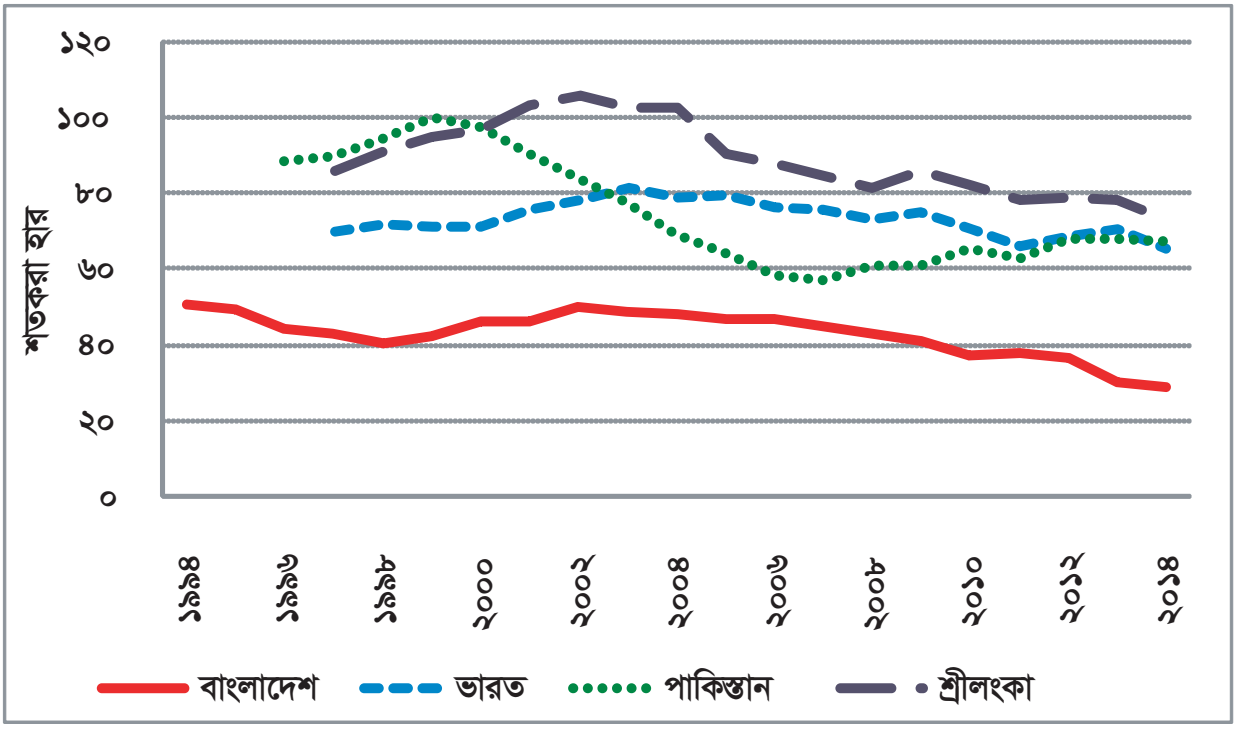


*সূত্র: ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট ইন্ডিকেটরস ২০১৫, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক*

- দক্ষিণ এশিয়ার ঋণ-জিডিপি হারের কোনো একক ধারা নেই।
- বাংলাদেশে এই হার অত্র অঞ্চলের মধ্যে চোখে পড়ার মতো কম। যেখানে ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলংকায় এই হার শতকরা ৬০ ভাগ বা তার চেয়েও বেশি, সেখানে বাংলাদেশের হার শতকরা ৩০ ভাগের নিচে।
- এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের আরো বৈদেশিক ঋণ নিয়ে অবকাঠামোগত এবং জ্বালানি খাত উন্নয়নের কাজে লাগানোর সুযোগ রয়েছে।
- সরকার বিভিন্ন বন্ডের মাধ্যমে বিদেশ থেকে ঋণ নিয়ে তা শক্তি ও অবকাঠামো উন্নয়নের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে।
- ঋণ-জিডিপি হার সহনীয় পর্যায়ে তথা সাধারণভাবে শতকরা ৪০ বা ৫০ এর মধ্যে থাকলে তা ভালো 'কান্ট্রি রেটিং' পেতে সহায়ক হয়।
- অতএব, সরকার আরো বিদেশঋণ নিতে পারে। তবে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন সেটি যেন চলতি খরচ মেটাতে ব্যয় না হয়। উন্নয়ন বাজেটের পেছনে ব্যয়ই যথার্থ।
- অপচয় রোধেও আরো পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। বাড়াতে হবে প্রকল্প বাস্তবায়ন ক্ষমতা।

## জিডিপিতে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগের অবদান

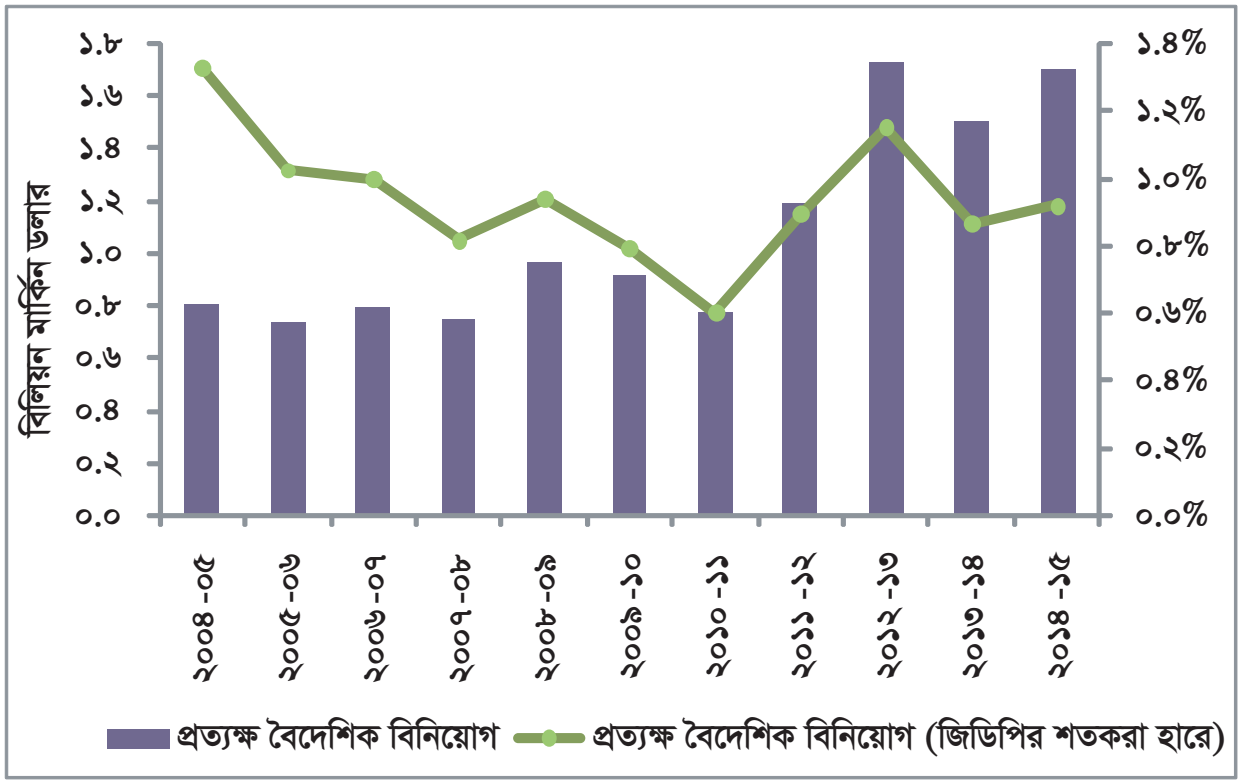


*সূত্র : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এবং পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, ২০১৫*

- সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগের অন্তঃপ্রবাহ বৃদ্ধি পেয়েছে যা বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি সম্ভাবনায় বিদেশি বিনিয়োগকারীদের ক্রমবর্ধমান আস্থা নির্দেশ করছে।
- তদুপরি, বর্তমানে জিডিপিতে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের অবদান শতকরা প্রায় এক ভাগের মতো যা ভবিষ্যতে উদারিকরণ এবং সুশাসন বৃদ্ধির মাধ্যমে বাড়ানো যেতে পারে।
- প্রশাসনিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, উদারিকরণ ও 'ওয়ানস্টপ সার্ভিস' এর মাধ্যমে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধি সম্ভব।
- প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ শুধুই অর্থের বিনিয়োগ নয়। এর সাথে আসে প্রযুক্তি যা দীর্ঘমেয়াদে অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ক্ষমতা বাড়ায়।
- বিদেশি বিনিয়োগ সিঙ্গাপুর ও হংকংয়ের অর্থনীতিতে ব্যাপক অবদান রেখেছে।

## বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের ক্রমবিকাশ

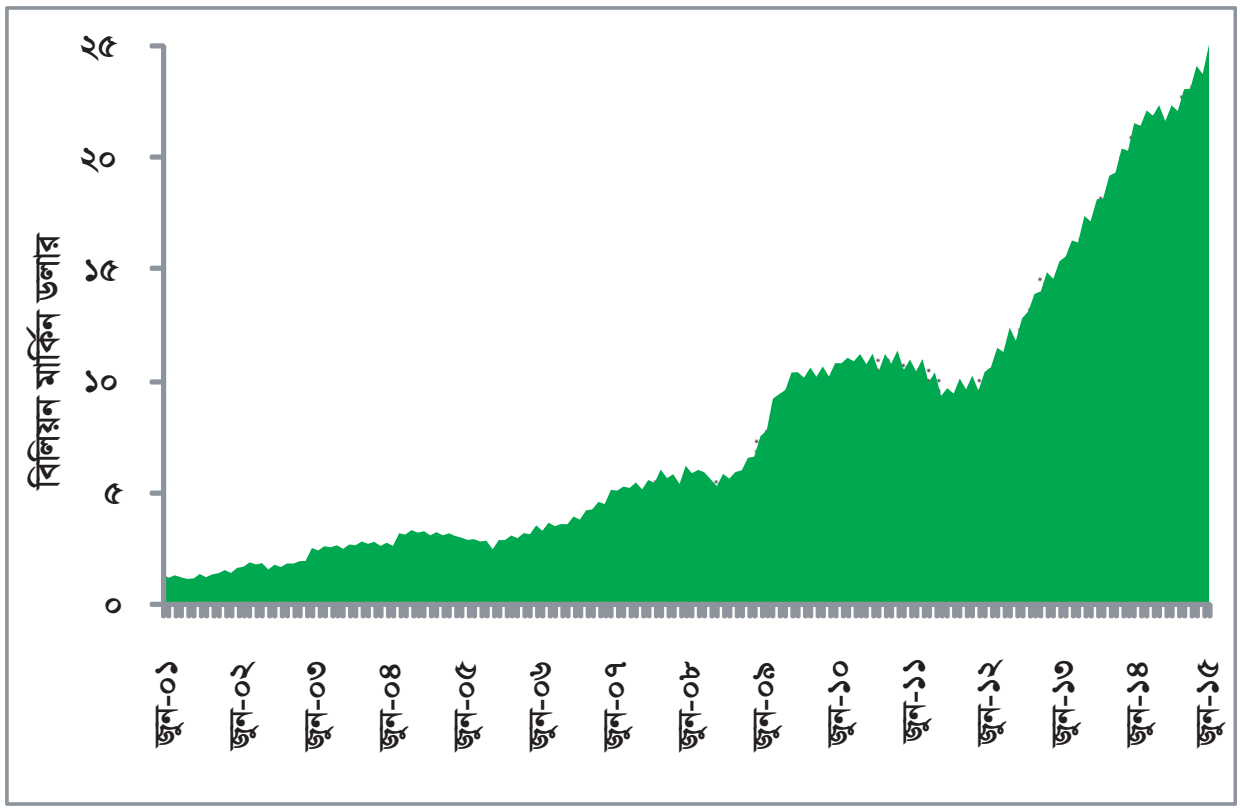


*সূত্র : একাউন্টস এন্ড বাজেটিং ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক, ২০১৫*

- ২০০৯ সাল থেকে বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের ক্রমবিকাশে উল্লেখযোগ্য ঊর্ধ্বপ্রবাহ পরিলক্ষিত হচ্ছে।
- রপ্তানি খাত ও রেমিট্যান্সের শক্তিশালী অবস্থা এবং কৃষি উৎপাদনে ক্রমবৃদ্ধি - এসবই বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভকে সমুন্নত করতে অবদান রেখেছে।
- সর্বোপরি কার্যকরী মুদ্রানীতিও এক্ষেত্রে প্রশংসার দাবিদার।
- বিদেশি মুদ্রার মজুদ নিয়ে অর্থনীতিবিদদের মধ্যে নানা মতামত থাকলেও এ নিয়ে কোনো তাত্ত্বিক ভিত্তি তৈরি হয়নি।
- যথেষ্ট বিদেশি মুদ্রার মজুদ মোটামুটি স্থিতিশীল বিনিময় হার বজায় রাখতে সহায়ক।
- গত ছ'বছর বিদেশি মুদ্রার মজুদ নিয়ে সরকারকে কখনো দুশ্চিন্তায় পড়তে হয়নি। বর্তমানে এটি (জুন ২০১৫) ২৫ বিলিয়ন ডলার অতিক্রম করেছে।

## বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ দ্বারা আমদানি ব্যয় মেটানো

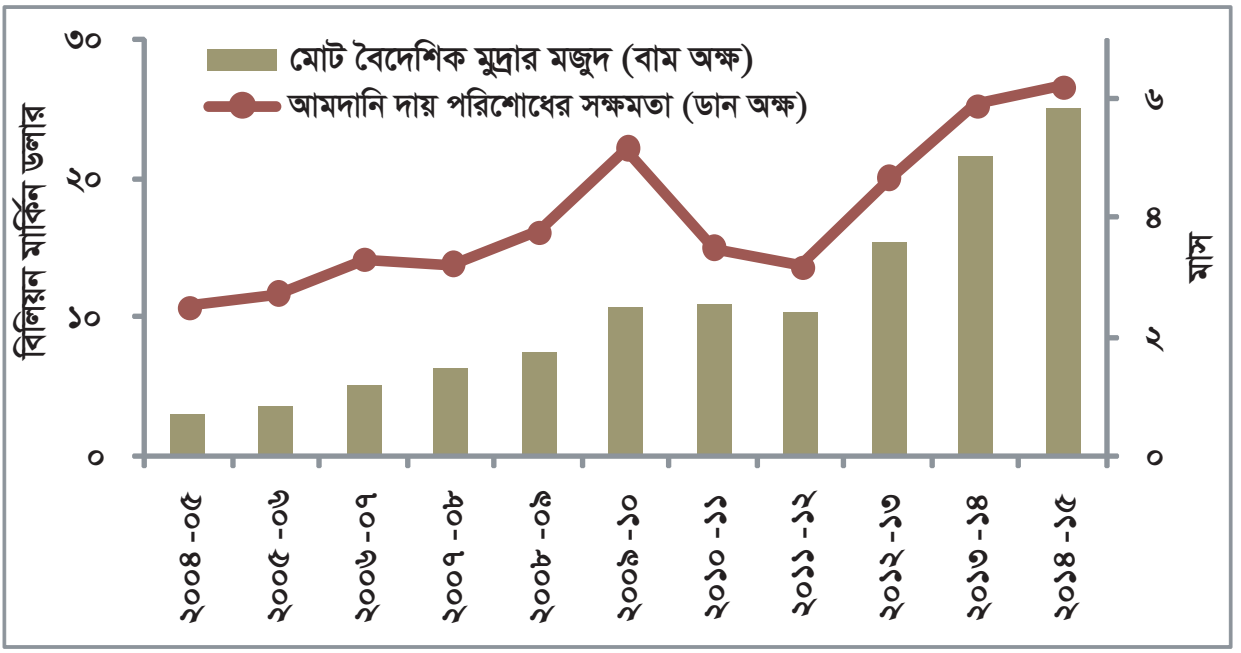


*সূত্র : একাউন্টস এন্ড বাজেটিং ডিপার্টমেন্ট এবং পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, ২০১৫*

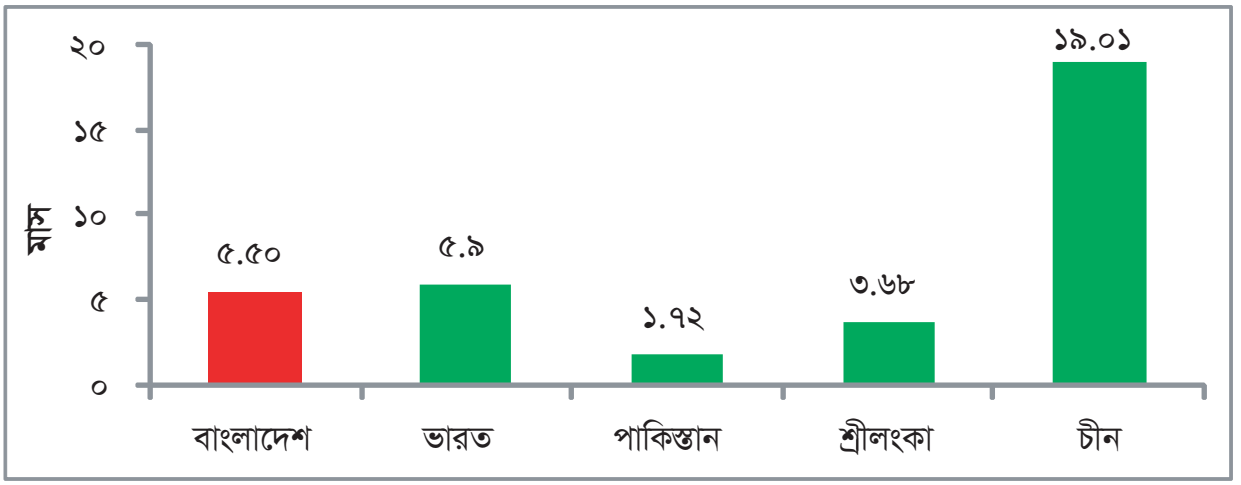


*সূত্র : ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এবং আইএমএফ, ২০১৫*

- চিত্রে বিদেশি মুদ্রার মজুদ দিয়ে কোন দেশ কত মাসের আমদানি ব্যয় নির্বাহ করতে পারে তা দেখানো হয়েছে।
- ২০১২ সাল থেকে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ দ্বারা আমদানি ব্যয় মেটানোর সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বর্তমানে তা এমন একটি উল্লেখযোগ্য পর্যায়ে এসেছে যা আর্থিক কর্তৃপক্ষের জন্য স্বাচ্ছন্দ্য এনে দিয়েছে। এখন বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভকে আঞ্চলিক তুলনায় আদর্শ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।
- প্রায় ছ'সাত মাসের মতো আমদানি ব্যয় মেটানো গেলে সেরকম মজুদকে স্বস্তিকর বলা যায়। এ অঞ্চলে এরকম স্বস্তির মধ্যে রয়েছে চীন, ভারত ও বাংলাদেশ।

## বৈদেশিক বিনিময় হারের পথচলা

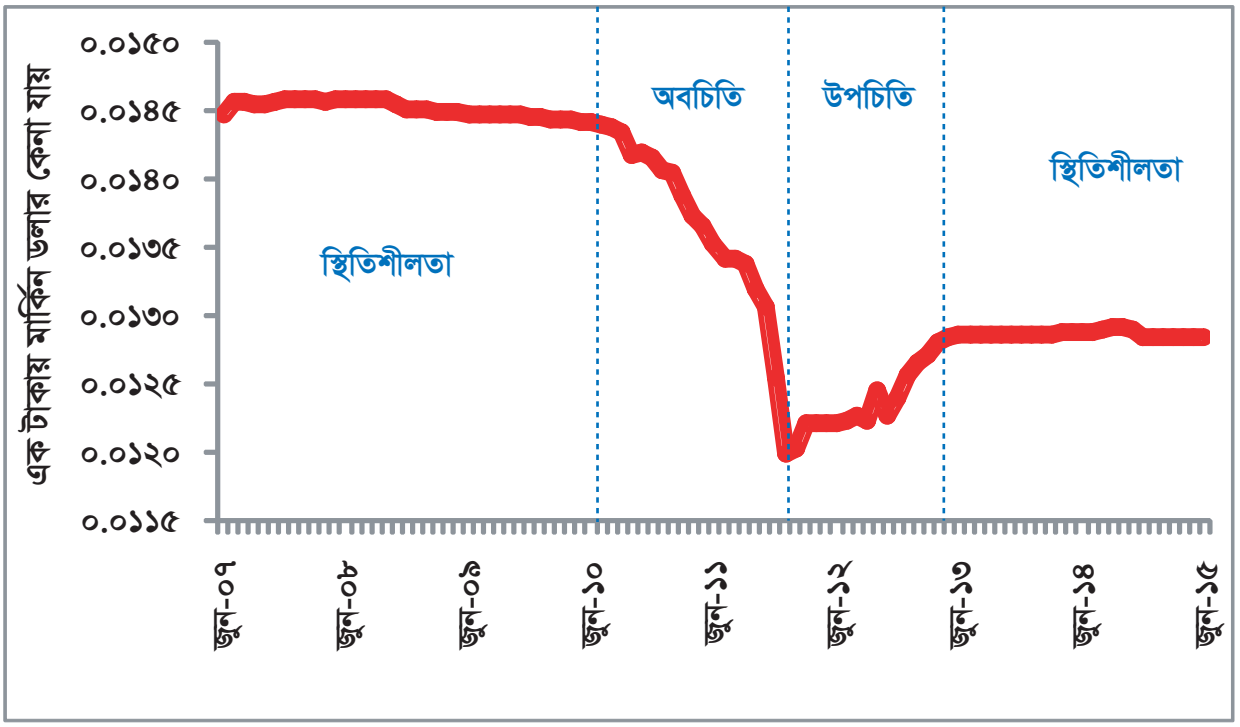


*সূত্র : পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, ২০১৫*

- বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের এই শক্তিশালী অবস্থান বৈদেশিক মুদ্রা বাজারকে সুদৃঢ় করেছে এবং বৈদেশিক বিনিময় হারের স্থিতিশীল অবস্থান নিশ্চিত করতে সহায়তা করছে।
- বৈদেশিক বিনিময় হারের এই স্থিতিশীলতা আলোচ্য সময় জুড়ে বজায় থেকেছে।
- বাংলাদেশের বৈদেশিক বিনিময় হার প্রধানত বাজার নিয়ন্ত্রিত। তবে নৈমিত্তিক অস্থিরতা বাংলাদেশ ব্যাংক যথাসম্ভব কমিয়ে আনে। এ অর্থে বিনিময় হার অর্থনীতির স্বার্থে কিঞ্চিৎ নিয়ন্ত্রিত।
- বাংলাদেশ ব্যাংক বাজারের চাপ বিনিময় হারে প্রতিফলিত করে যাতে মুদ্রামানে কোনো বড় ধরনের অবচিতি বা উপচিতি না ঘটে।
- আমদানি ও রপ্তানিকারককে বিনিময় হারজনিত যথাসম্ভব স্থিতিশীলতা দেয়া কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাজ।
- সম্প্রতি চীন ও ভারতে মুদ্রামানের যথেষ্ট অবচিতি ঘটলেও বাংলাদেশে তা হয়নি। অবশ্য এর ফলাফল মিশ্র। অবচিতি হলে সাধারণত রপ্তানি বাড়ে ও আমদানি কমে। ফলে চলতি হিসাবে ঘাটতি কমে।

# লেনদেনের ভারসাম্য

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

| খাতসমূহ | অর্থবছর-১৩ | অর্থবছর-১৪ | অর্থবছর-১৫ সা | অর্থবছর-১৬ প্র |
|---|---|---|---|---|
| **বাণিজ্যিক ভারসাম্য** | **-৭০০৯** | **-৬৮০৬** | **-১০০১৫** | **-১৩৪১৬** |
| রপ্তানি এফওবি (ইপিজেড সহ) | ২৬৫৬৭ | ২৯৭৬৫ | ৩০৭৬২ | ৩৩০৬৯ |
| আমদানি এফওবি (ইপিজেড সহ) | ৩৩৫৭৬ | ৩৬৫৭১ | ৪০৭৭৭ | ৪৬৪৮৫ |
| **সেবা** | **-৩১৬২** | **-৪১৮৯** | **-৪৭০৮** | **-৪৯৪৪** |
| গ্রহণ | ২৮৩০ | ৩০৬৫ | ৩১২৬ | ৩৪৩৯ |
| প্রদান | ৫৯৯২ | ৭২৫৪ | ৭৮৩৪ | ৮৩৮৩ |
| **আয়** | **-২৩৬৯** | **-২৫৭১** | **-২৭৯৭** | **-২৯৮৭** |
| গ্রহণ | ১২০ | ১৭১ | ১৩৭ | ১২৩ |
| প্রদান | ২৪৮৯ | ২৭৪২ | ২৯৩৪ | ৩১১০ |
| **চলতি হস্তান্তর** | **১৪৯২৮** | **১৪৯১২** | **১৫৮৮৯** | **১৭৭৯৬** |
| সরকারি | ৯৭ | ৭৯ | ৬৫ | ১৫০ |
| বেসরকারি | ১৪৮৩১ | ১৪৮৩৩ | ১৫৮২৪ | ১৭৬৪৬ |
| **চলতি হিসাবের ভারসাম্য** | **২৩৮৮** | **১৩৪৬** | **-১৬৩১** | **-৩৫৫১** |
| **মূলধনী হিসাব** | **৬২৯** | **৬৪৪** | **৫০০** | **৫৫০** |
| **আর্থিক হিসাব** | **২৭৭০** | **৩০৭৫** | **৫২২০** | **৪১৩১** |
| সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ | ১৭২৬ | ১৫০৪ | ১৭০০ | ১৯০০ |
| পোর্টফোলিও বিনিয়োগ | ৩৬৮ | ৮২৫ | ৮৫০ | ৯০০ |
| অন্যান্য বিনিয়োগ | ৬৭৬ | ৭৪৬ | ২৬৭০ | ১৩৩১ |
| নিট সাহায্য প্রবাহ | ১১৭৯ | ১২৫৯ | ১৪০০ | ১৫৫০ |
| মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রাপ্তি | ২০৮৫ | ২২৭৭ | ২৪৫০ | ২৬৫০ |
| মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ পরিশোধ | ৯০৬ | ১০১৮ | ১০৫০ | ১১০০ |
| অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি ঋণ | -১৫০ | ৪১৮ | ১২০ | ১০০ |
| অন্যান্য স্বল্পমেয়াদি ঋণ | -১৯৩ | ৩৫৫ | -১০০ | -১২০ |
| বাণিজ্য ঋণ | -২৫০ | -১০৪৫ | ৮৫০ | -৫৫০ |
| বাণিজ্যিক ব্যাংক | ৯০ | -২৪১ | ৪০০ | ৩৫১ |
| **ভ্রান্তি এবং বাদসমূহ** | **-৬৫৯** | **৪১৮** | **৭১** | **০** |
| **সার্বিক লেনদেনে ভারসাম্য** | **৫১২৮** | **৫৪৮৩** | **৪১৬০** | **১১৩০** |

*সূত্র : পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, ২০১৫*

নোট : সা = সাময়িক  প্র = প্রক্ষেপিত।

# অধ্যায়-৫

## দাম, মুদ্রা এবং অর্থায়ন: স্থিতিশীলতা এবং উন্নয়ন

## মূল্যস্ফীতি: খাদ্য এবং খাদ্য বহির্ভূত

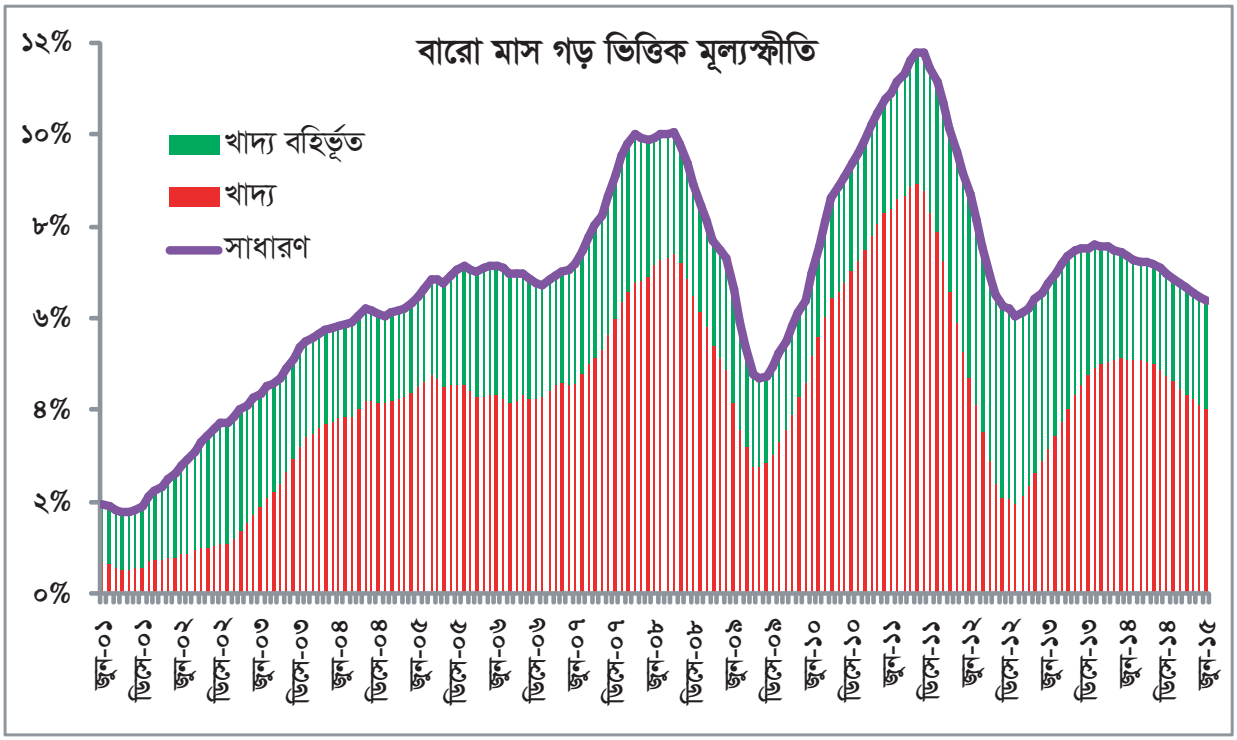


*সূত্র : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ২০১৫*

- ২০১১ সালের ডিসেম্বর থেকে বাংলাদেশের মূল্যস্ফীতি ক্রমাগত কমে আসছে।
- গড় সাধারণ মূল্যস্ফীতির বড় অংশ জুড়ে রয়েছে খাদ্য মূল্যস্ফীতি।
- যদিও চিত্রে মূল্যস্ফীতিতে দু'টি বড় উল্লম্ফন দেখা যায়, সেটি মূলত বৈশ্বিক যোগান অভিঘাত থেকে এসেছে।
- সার্বিকভাবে, বাংলাদেশের মূল্যস্ফীতি গত দুই বছর ধরে একটা সহনীয় পর্যায়ে আছে।
- বেশ কিছুদিন বিশ্ববাজারে তেলের দাম কম থাকার কারণে মূল্যস্ফীতি ২০১৫ অর্থবছরের শেষে কমে লক্ষ্যমাত্রা তথা ৬.৫ এর নিচে চলে এসেছে।
- এ মাত্রার মূল্যস্ফীতির একটি উদীয়মান অর্থনীতির জন্যে সহনীয় ও স্বাভাবিক বলেই প্রতীয়মান হয়।
- মূল্যস্ফীতি কম থাকলে সুদের হার কমানো সম্ভব হয়। কম সুদের হার বিনিয়োগ উৎসাহিত করে। তাই স্বল্প মূল্যস্ফীতি এক অর্থে বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে সহায়ক।

# দক্ষিণ এশিয়ায় মূল্যস্ফীতি প্রাক্কলন

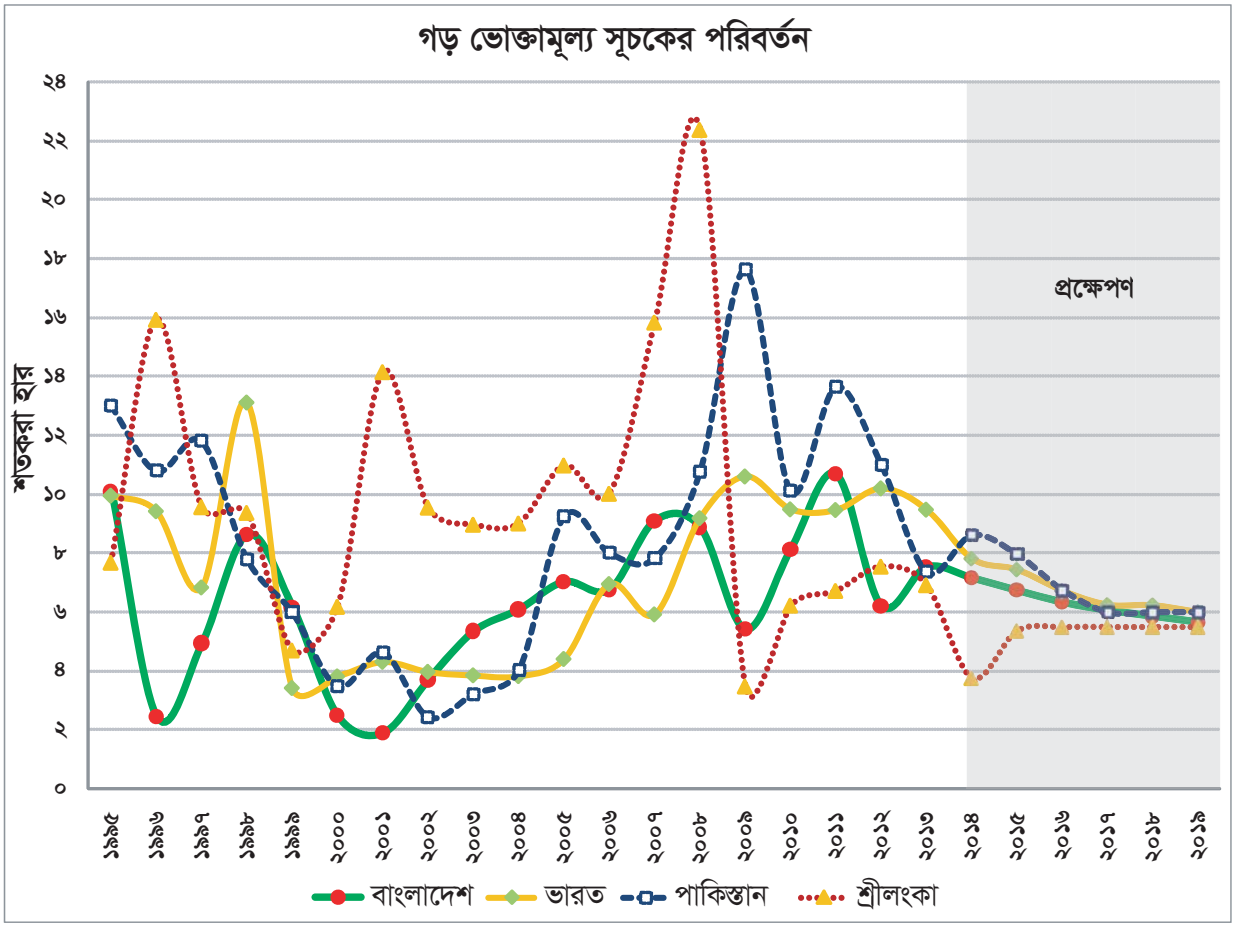


*সূত্র : ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক, এপ্রিল ২০১৫, আইএমএফ*

- দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলের প্রাক্কলিত মূল্যস্ফীতি ছয় শতাংশ হারের দিকে ধাবিত হচ্ছে এবং বাংলাদেশের মূল্যস্ফীতি এর কাছাকাছি-ই আছে।
- মূল্যস্ফীতির এই হার অর্জিত হলে মূল্য স্থিতিশীলতা দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোকে আরো বেশি পরিমাণে বাণিজ্যে নিয়োজিত হতে সাহায্য করবে।
- আঞ্চলিক মূল্য স্থিতিশীলতা এই এলাকায় বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে সহায়ক হবে। উপরন্তু এই অঞ্চলের ভোক্তা ও অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগকারীরা পূর্বাপেক্ষা অধিক স্বস্তিকর অবস্থা উপভোগ করবে।
- মূল্যস্ফীতির এই সম্মিলন বা কনভার্জেন্স দক্ষিণ এশিয়ায় সুদের হার ও তহবিল খরচেও সমতা আনতে সহায়ক হবে যা আঞ্চলিক পুঁজি প্রবাহ বাড়াবে বলে আশা করা যায়।

## দক্ষিণ এশিয়ায় মূল্যস্ফীতির উঠানামা

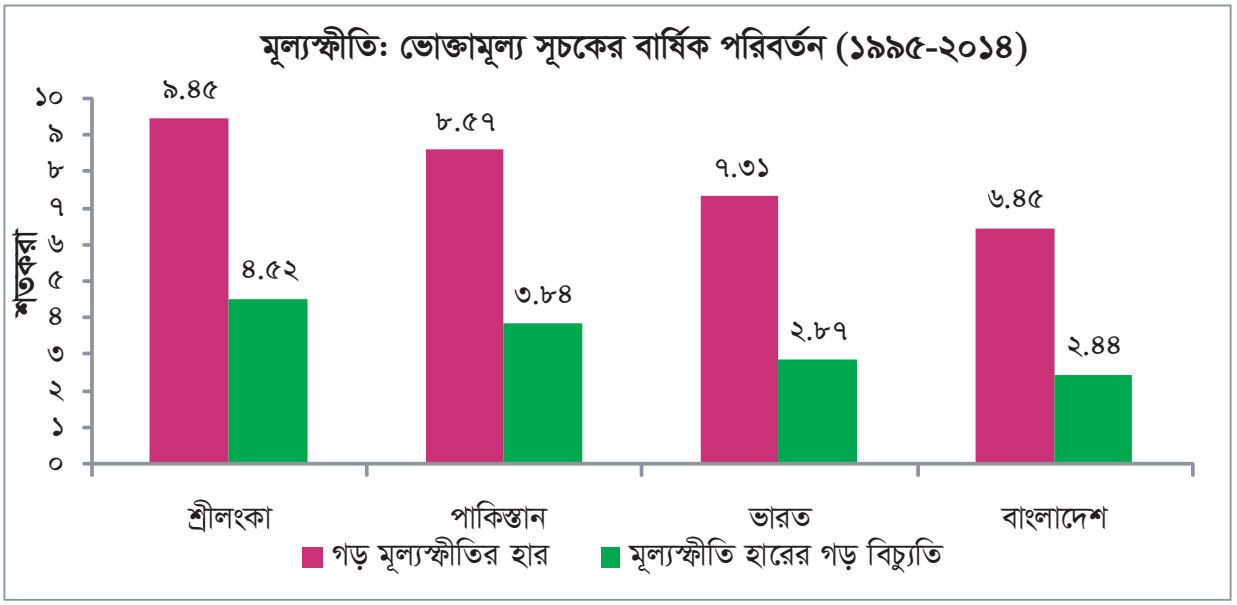


*সূত্র : ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক, এপ্রিল ২০১৫, আইএমএফ*

- বাংলাদেশের মূল্যস্ফীতির গড় হার ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলংকাসহ এ অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে কম।
- বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, এ অঞ্চলে বাংলাদেশের মূল্যস্ফীতি উঠানামার মাত্রা সর্বনিম্ন যা দেশের স্থিতিশীল সামষ্টিক অর্থনীতির বিশেষ নিদর্শন বহন করে।
- মুদ্রানীতির প্রধান লক্ষ্য মূল্যস্থিতিশীলতা ও সহনীয় মূল্যস্ফীতি। বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক এই লক্ষ্য পূরণে দক্ষিণ এশিয় অঞ্চলের মধ্যে সর্বাধিক দক্ষতা দেখাতে সক্ষম হয়েছে। গত বিশ বছরের ইতিহাস তারই সাক্ষ্য বহন করে।
- বাংলাদেশের মূল্যস্ফীতি গত দু'দশকে সর্বাধিক ভোক্তাবান্ধব অবস্থা বজায় রেখেছে। ভোগ জাতীয় আয়ের প্রায় চার পঞ্চমাংশ।
- এই বিশ বছরে বৈশ্বিক অভিঘাত সবগুলো দেশের মূল্যস্ফীতিকে সমানভাবে প্রভাবিত করেছে। তারপরও বাংলাদেশের নিম্নতম মূল্যস্ফীতি এদেশের সংযত মুদ্রানীতির সাফল্য প্রমাণ করে।

## একই মান সম্পন্ন দেশের সাথে বাংলাদেশের মূল্যস্ফীতির তুলনা

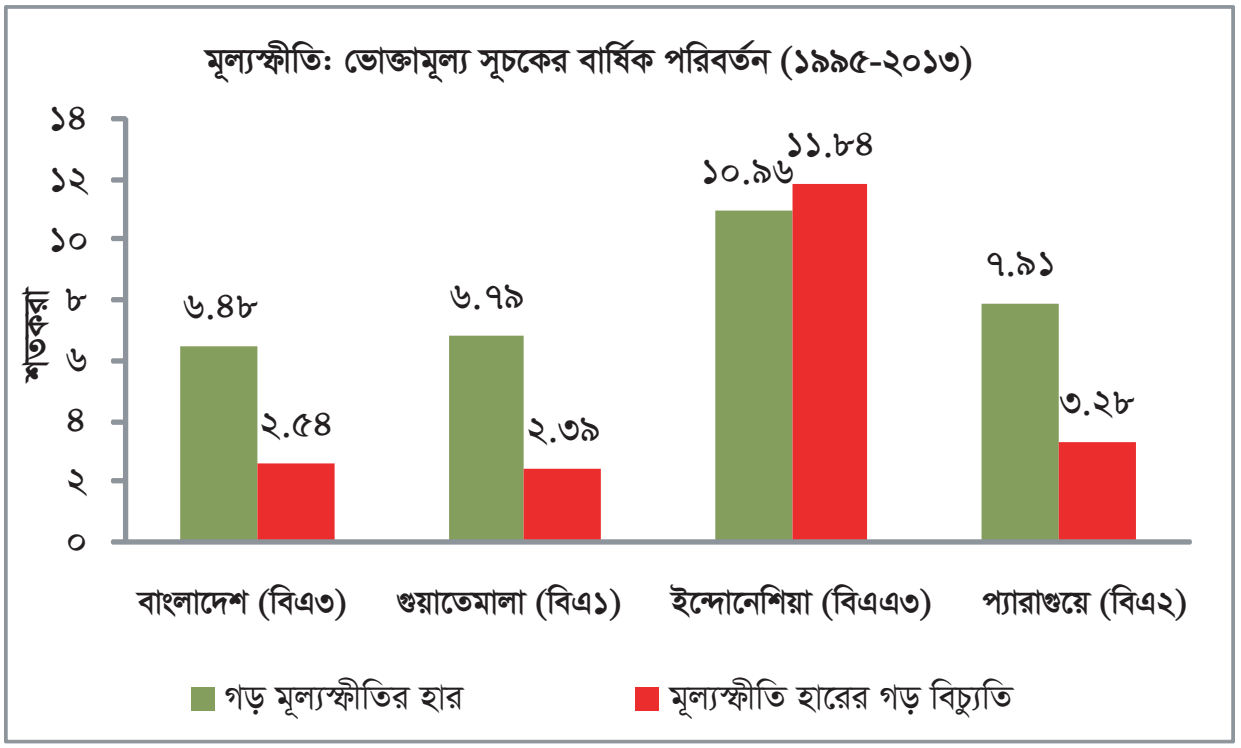


*সূত্র : ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক, এপ্রিল ২০১৫, আইএমএফ*

- গুয়াতেমালা, ইন্দোনেশিয়া এবং প্যারাগুয়ে ইত্যাদি যে সকল দেশ মান নির্ধারণকারী সংস্থা কর্তৃক বাংলাদেশের চেয়ে উচ্চতর রেটিং পেয়েছে, গত দু'দশকে বাংলাদেশের গড় মূল্যস্ফীতির হার তাদের চেয়ে কম।
- এছাড়াও বাংলাদেশের মূল্যস্ফীতিতে সম্ভাব্য উঠানামা সর্বনিম্ন পর্যায়ে রয়েছে যা বাংলাদেশের অপেক্ষাকৃত ভালো সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা নির্দেশ করছে।
- অর্থনীতির সামষ্টিক স্থিতিশীলতা বা ম্যাক্রো স্ট্যাবিলিটি যাচাই করার ক্ষেত্রে প্রধান দু'টি চলক হচ্ছে প্রবৃদ্ধি ও মূল্যস্ফীতি। এ দু'টো চলকের ক্ষেত্রেই বাংলাদেশ তার প্রতিবেশী ও সমতুল্য রেটিংপ্রাপ্ত দেশগুলোর চেয়ে অগ্রগামী - অর্থাৎ সর্বাধিক ম্যাক্রো স্ট্যাবিলিটি অর্জন করেছে।
- এটি বাংলাদেশের মুদ্রানীতি ও রাজস্ব কৌশলের সম্মিলিত সাফল্য।

## ঋণ ও আমানতের সুদহার

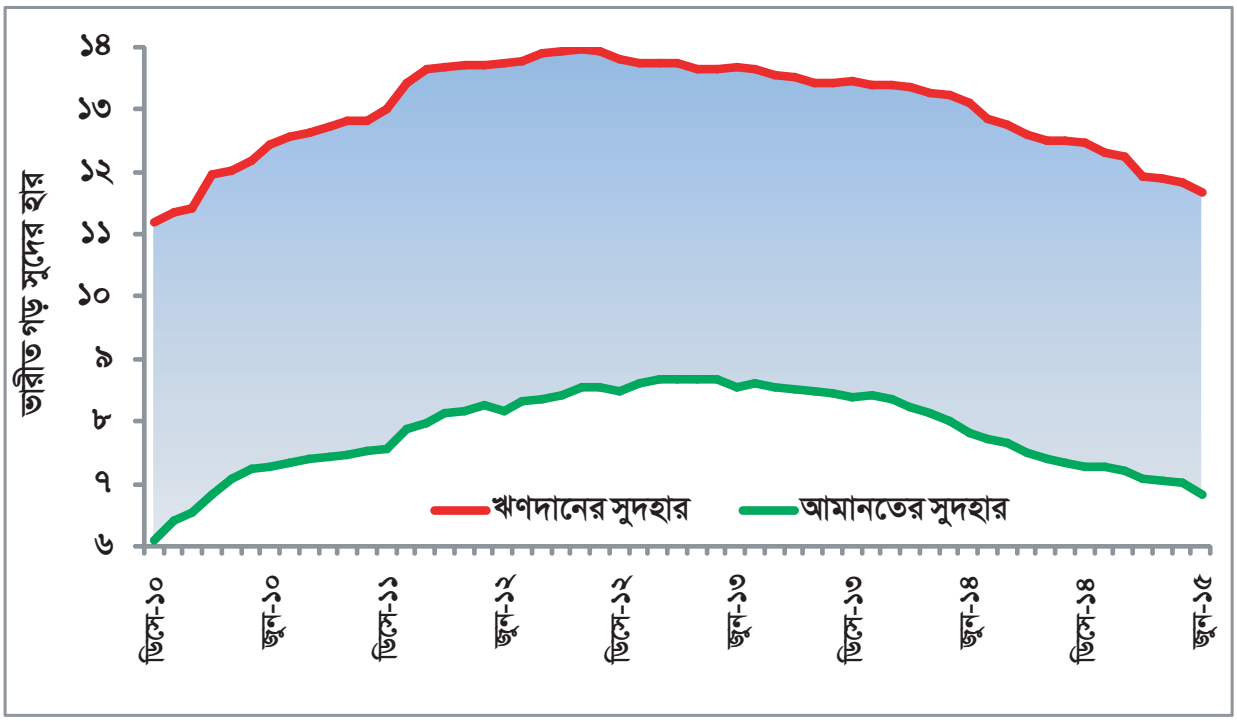


*সূত্র : পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, ২০১৫*

- ২০১২ সালের শেষ থেকে বাংলাদেশে ঋণ ও আমানতের সুদহার ধীরে ধীরে কমে আসছে।
- এই হার এবং এদের মধ্যকার ব্যাপ্তি বা স্প্রেড আরো কমানোর জন্য অধিকতর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
- ইতোমধ্যে সরকার সঞ্চয়পত্রে সুদের হার প্রায় দু'শতাংশীয় পয়েন্ট কমিয়ে প্রায় এগারো ভাগে নিয়ে এসেছে (জুন ২০১৫)।
- মূল্যস্ফীতি বর্তমানের সহনীয় পর্যায়ে থাকলে সঞ্চয়পত্রে সুদের হার আরো কমানোর প্রয়োজন অনুভূত হবে। কারণ বাজারে বিদ্যমান সুদহারগুলোর মধ্যে সমন্বয় না থাকলে তহবিলের কাম্য ব্যবহার নিশ্চিত হয় না এবং বাজারে বিশৃংখলা সৃষ্টি হয়। উচ্চ সুদহার বিনিয়োগ নিরুৎসাহিত করে এবং অলস সঞ্চয় বাড়িয়ে দেয়।
- বর্তমানে বাজারে আমানতের গড় হার প্রায় সাত ভাগ এবং ঋণদানের গড় সুদহার প্রায় পৌনে বারো ভাগ। স্প্রেডও নেমে এসেছে পাঁচভাগের নিচে।
- এ ধারা অব্যাহত থাকলে আরো বিনিয়োগ উৎসাহিত হবে।
- স্প্রেড নির্ধারণকারী বিষয়গুলো হলো ব্যাংকের নিত্যনৈমিত্তিক খরচ, বেতন, সরকারকে প্রদেয় কর, আমানতকারীকে প্রদেয় সুদ ও খেলাপি ঋণের মাশুল।

## সুদহার ব্যাপ্তির ধারা

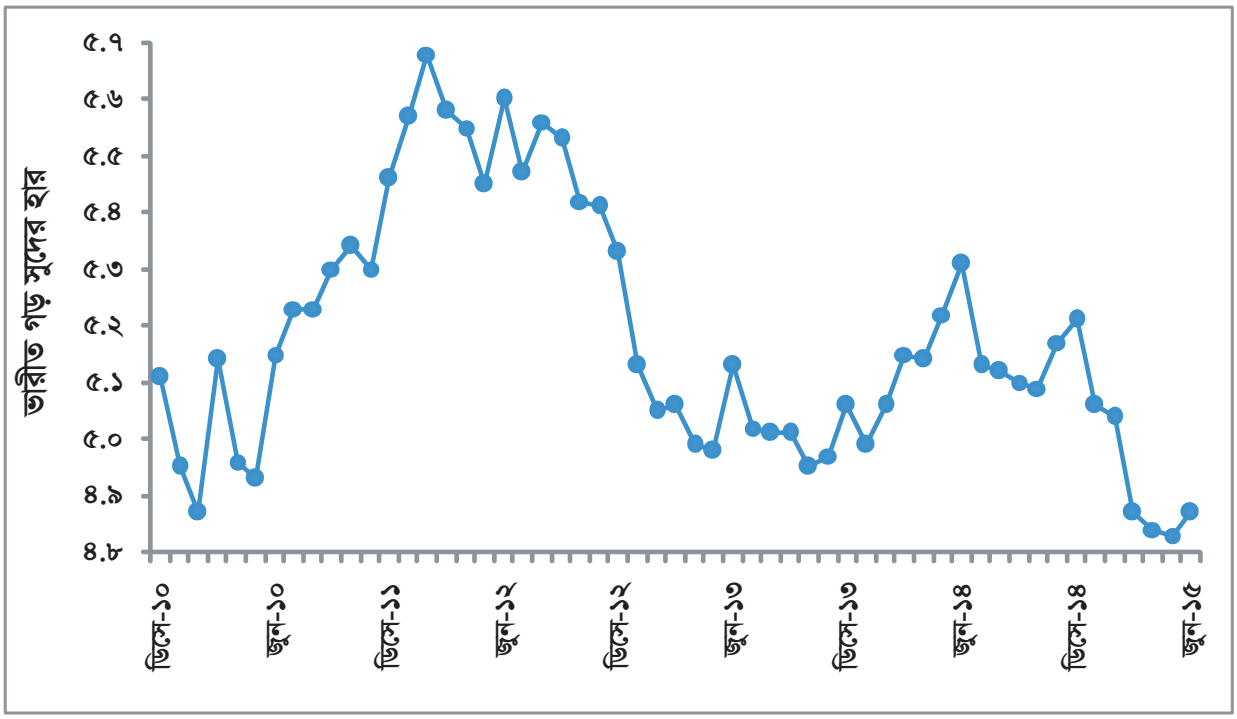


*সূত্র : পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, ২০১৫*

- ঋণের সুদহার থেকে আমানতের সুদহার বিয়োগ করলে স্প্রেড বা ব্যাপ্তি পাওয়া যায়।
- ২০১২ সালের শুরু থেকেই সুদের হার ধীরে ধীরে কমতে শুরু করেছে।
- মূলত যোগান ব্যাহত হওয়ার ফলেই ২০১৪ সালের মাঝামাঝি সময়ে তা কিছুটা বেড়ে গিয়েছিল।
- স্প্রেড কমে আসা ব্যাংক ব্যবস্থায় দক্ষতার প্রতিফলক। আমাদের দেশে অপ্রতুল পুঁজিবাজার ও পেনশন স্কিমের অভাব থাকার কারণে সঞ্চয়কারীরা আমানতের ওপর কিছুটা বেশি সুদ আশা করে। এমতাবস্থায় বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঋণদানের সুদহার কমাতে হলে স্প্রেড কমিয়ে আনার বিকল্প নেই।
- ব্যাংকিং দক্ষতা বাড়িয়ে ও খেলাপি ঋণ কমিয়ে সুদহারের ব্যাপ্তি কমিয়ে আনা সম্ভব। মালয়েশিয়ায় স্প্রেড আমাদের চেয়ে প্রায় অর্ধেক।
- খেলাপি ঋণ অবশ্যই কমাতে হবে। অন্যথায় স্প্রেডের উল্লেখযোগ্য হ্রাস সম্ভব নয়।

# ব্যাংকিং খাতে শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণ

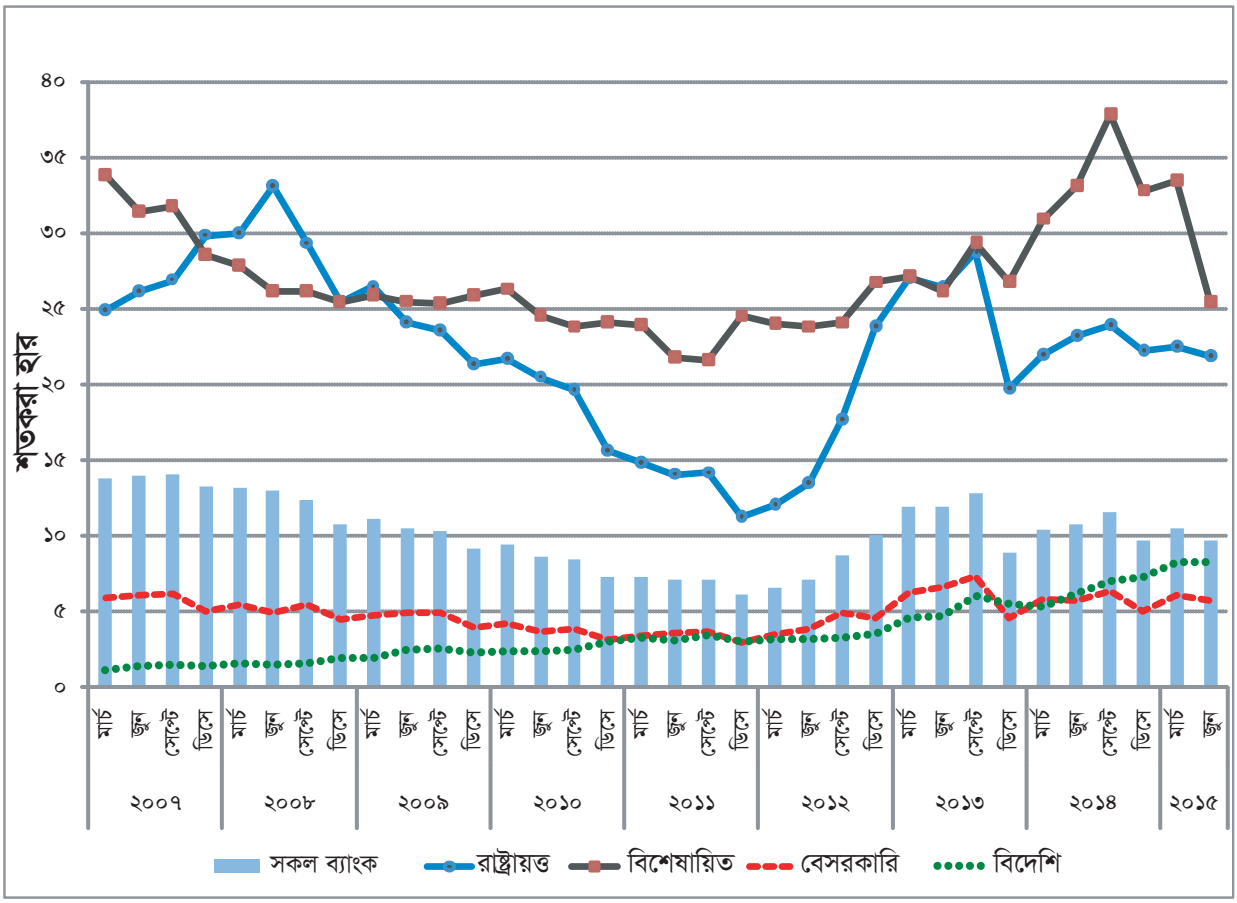


*সূত্র : ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, ২০১৫*

- ব্যাংকিং খাতের মোট ঋণ স্থিতির প্রায় ১০ শতাংশই খেলাপি ঋণ।
- রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং বিশেষায়িত ব্যাংকগুলোই হচ্ছে বড় অঙ্কের খেলাপি ঋণ বিস্তারের মূল উৎস।
- মন্দ ঋণের পরিমাণ কমানোর জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। যার ফলাফল ২০১৪ সালের শেষ ত্রৈমাসিকে প্রতিফলিত হয়েছে।
- কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও সরকারি সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয় এবং বিচার ব্যবস্থার দ্রুতি মন্দঋণ কমাতে সাহায্য করবে।
- বিশ্বব্যাংক, আইএমএফসহ রেটিং এজেন্সিগুলো মন্দঋণের দিকে দৃষ্টিআকর্ষণ করে। অভ্যাসগত খেলাপিরা যেন কোনো ছাড় না পায় সেটিই সচেতন মানুষের প্রত্যাশা। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মুদ্রানীতিতেও (জানু ২০১৫) এ প্রত্যাশা প্রতিফলিত হয়েছে।

## সম্পদের আয় হার এবং ইক্যুইটির আয় হার

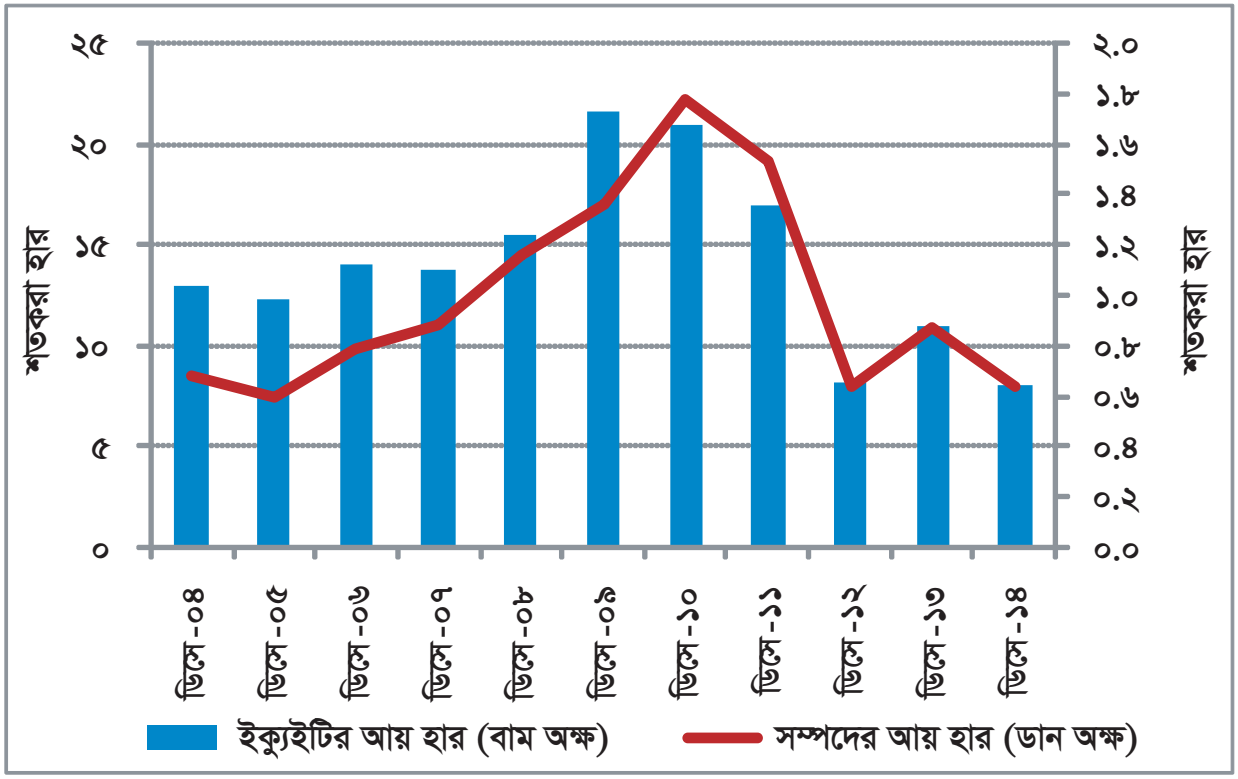


*সূত্র : ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক, ২০১৫*

- সম্পদের আয় হার বা রিটার্ন অন অ্যাসেট এবং ইক্যুইটির আয় হার বা রিটার্ন অন ইক্যুইটি যথাযথ মান নিশ্চিত করেছে।
- সম্পদের আয় হার অন্তত ০.৫ শতাংশ বা তদূর্ধ্ব হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এটি প্রত্যাশিত মাত্রা।
- বর্তমান ইক্যুইটির আয় হার প্রায় ৮ শতাংশ যাতে সন্তোষজনক মান বজায় রয়েছে।
- ব্যাংক ব্যবস্থায় দক্ষতা বৃদ্ধি ও খেলাপি ঋণের হ্রাস নিশ্চিত করলে এ দুটো হার বৃদ্ধি পাবে।
- সম্পদ ও ইক্যুইটির গুণগত মান উন্নত করতে ব্যাংকগুলো সচেষ্ট।

## মূলধন পর্যাপ্ততার হার

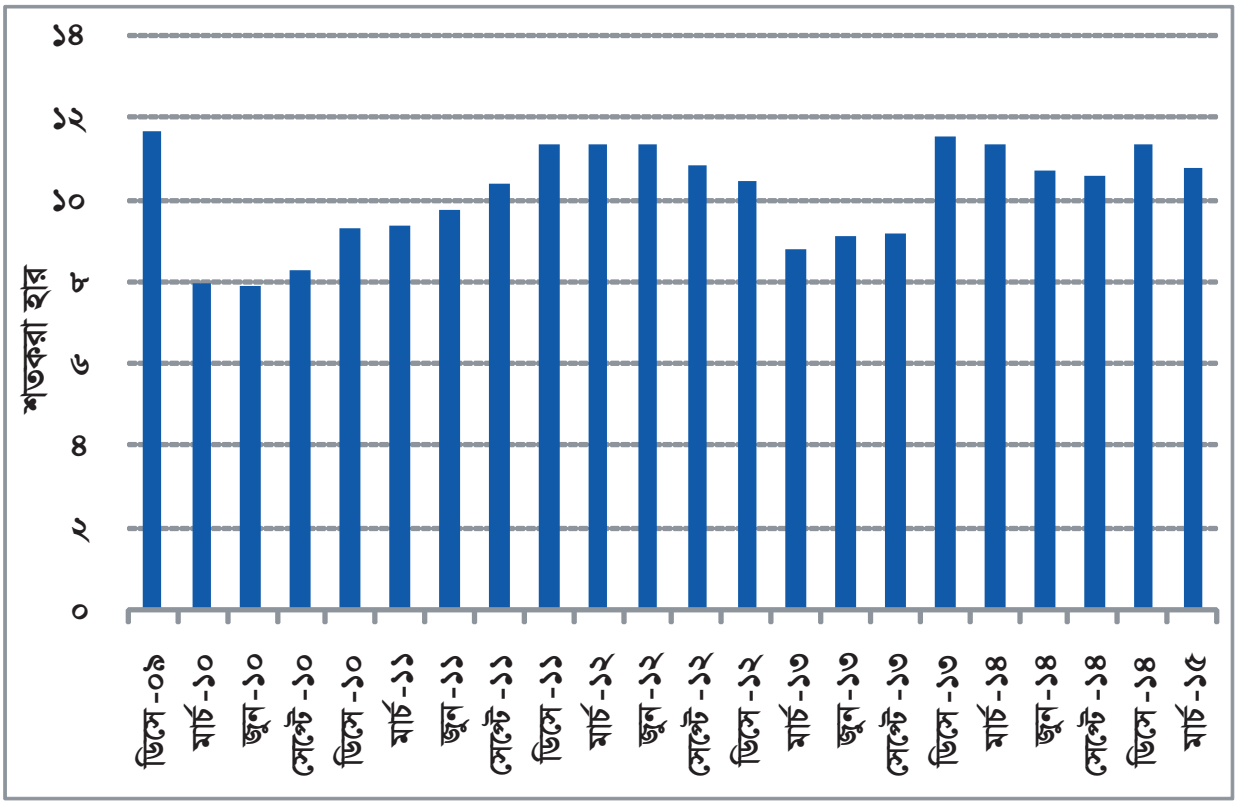


*সূত্র : ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক, ২০১৫*

- মূলধন পর্যাপ্ততার হার বা ক্যাপিটাল অ্যাডিকোয়েন্সি রেশিও বর্তমানে এর অভীষ্ট ১০ শতাংশের চেয়ে বেশি রয়েছে।
- এতে ব্যাংকিং খাতের সুষ্ঠু অবস্থা প্রতিফলিত হচ্ছে।
- বাংলাদেশ ইতোমধ্যে ব্যাসেল-দুই বাস্তবায়ন করেছে এবং ব্যাসেল-তিন এর বাস্তবায়নের কাজ শুরু করেছে যা ব্যাংকিং খাতে আন্তর্জাতিক মান হিসেবে বিবেচিত হয়।
- প্রবণতা রেখায় বিচার করলে ২০১৩ সাল শুরুর পর থেকেই মূলধন পর্যাপ্ততার হার বেড়ে চলেছে।
- এই সংকেত ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রতি বর্ধমান আস্থা ও বিনিয়োগ প্রণোদনার নির্দেশক।
- মূলধনের গুণগত মান উন্নত করা টেকসই প্রবৃদ্ধির জন্যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

# ঊর্ধ্বমুখী ঈল্ড কার্ভ

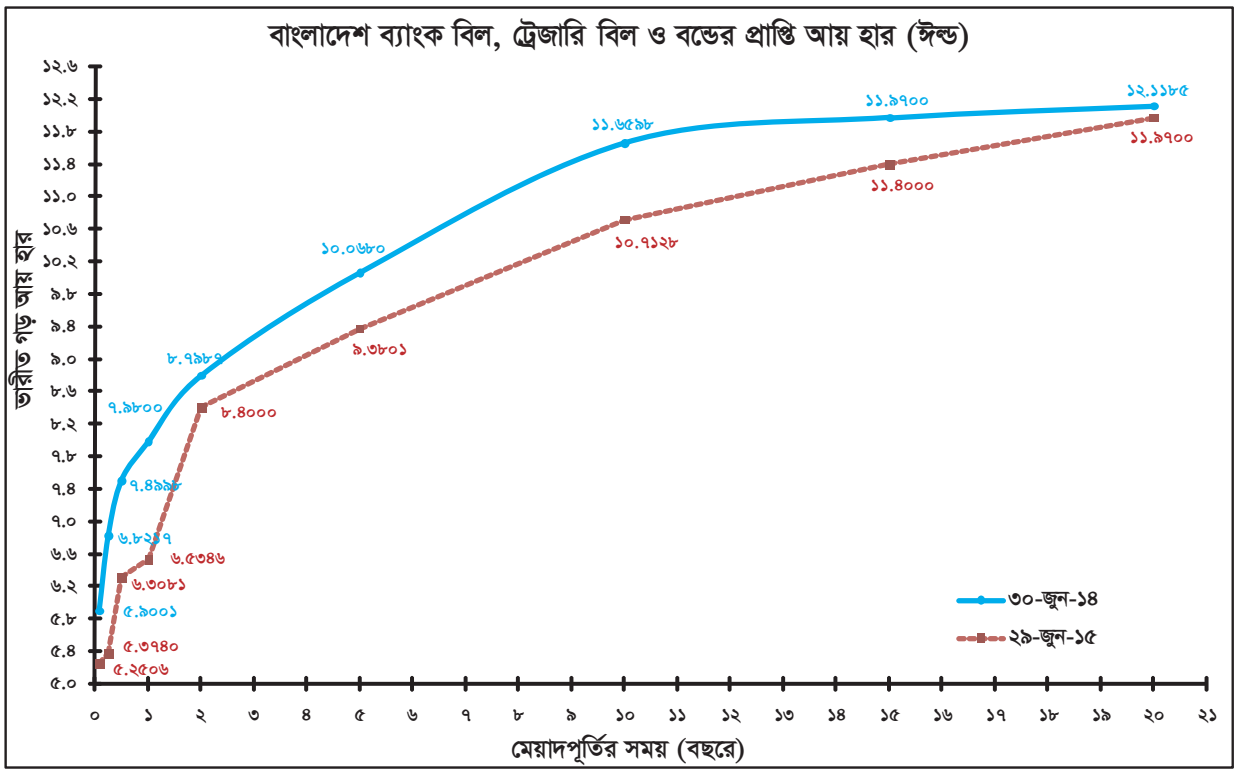


*সূত্র : মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক, ২০১৫*

- ঊর্ধ্বমুখী ঈল্ড কার্ভ ভবিষ্যতে বাংলাদেশে কাঙ্ক্ষিত বিনিয়োগ প্রত্যাশা নির্দেশ করছে।
- এজন্যই বর্তমানে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা বাংলাদেশে দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগে আগ্রহী হয়ে উঠেছে।
- উন্নত বিশ্বের অনেক দেশের চোখে বাংলাদেশের ঈল্ড রেখার ঢাল আকর্ষণীয় এবং এটি বাংলাদেশকে দীর্ঘমেয়াদি বিদেশি ঋণ নিতে সহায়তা দেবে। অর্থাৎ বিদেশি বিনিয়োগকারীরা সন্তোষজনক ভবিষ্যৎ প্রাপ্তির সম্ভাবনা দেখতে পাবে এই প্রাপ্তিরেখা বা ঈল্ড কার্ভের মধ্য দিয়ে।
- ঈল্ড রেখার এ ধরনের ঢাল বাংলাদেশের জন্যে অবকাঠামো খাতে দীর্ঘমেয়াদি বন্ড ছাড়তে সহায়ক।
- এ ধরনের সুযোগ উন্নয়নশীল দেশের জন্যে সবসময় আসেনা।

## কলমানি হার

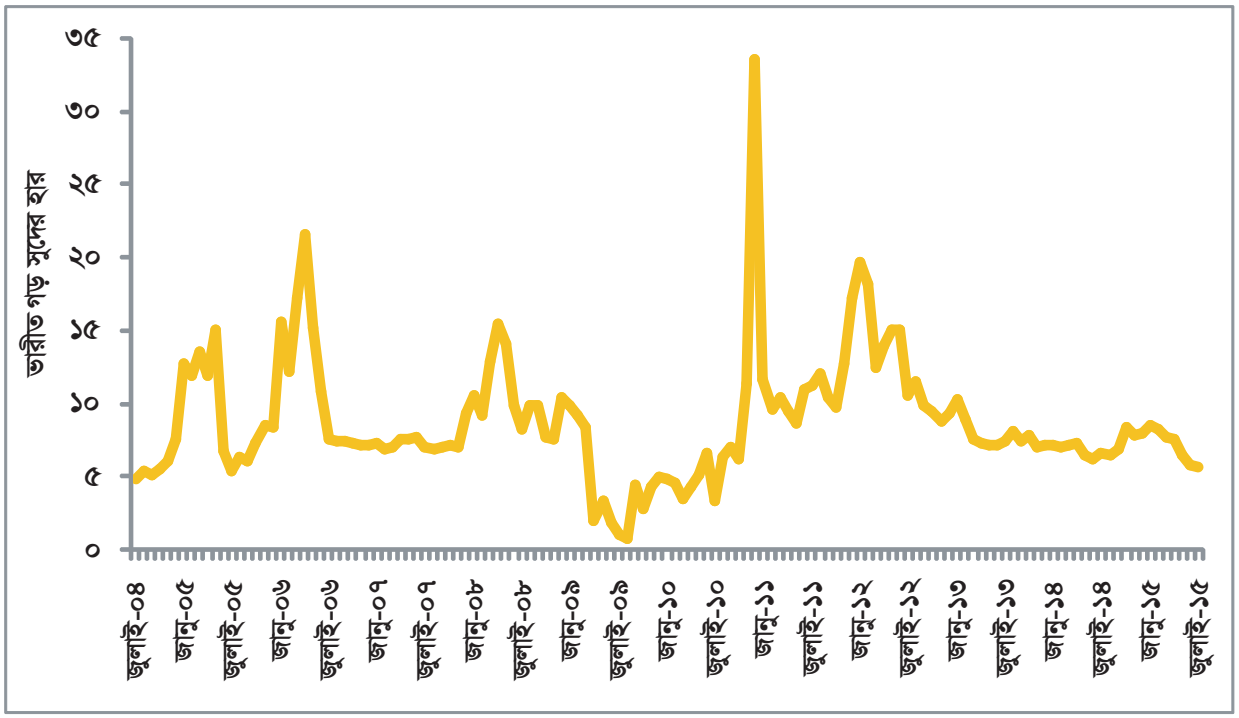


*সূত্র : ডেট ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক, ২০১৫*

- কিছু সাময়িক উল্লম্ফন/অস্থিতিশীলতা ছাড়া কলমানি হার একটি স্থিতিশীল মুদ্রাবাজার প্রদর্শন করে; যা নির্দেশ করে যে মুদ্রা বাজারে অতিরিক্ত তারল্য অবস্থা বিরাজমান নয়।
- উৎসবের আগে কলমানি হার দ্রুত বাড়তে পারে। তবে তা স্বাভাবিক। কারণ ঐ সময় মানুষের ক্যাশ উত্তোলন বাড়ে। বেড়ে যায় প্রত্যেক ব্যাংকে তারল্য চাহিদা।
- তখন ভোক্তার পর্যাপ্ত ব্যয় অর্থনীতিকে চাঙ্গা করে।
- কলমানি হার বর্তমানে ১০ ভাগের নিচে রয়েছে যা অর্থনীতিতে স্বল্পমেয়াদি তহবিল খরচ নির্দেশ করছে।

# ব্যাপক অর্থ সরবরাহ এবং অভ্যন্তরীণ ঋণ প্রবৃদ্ধি

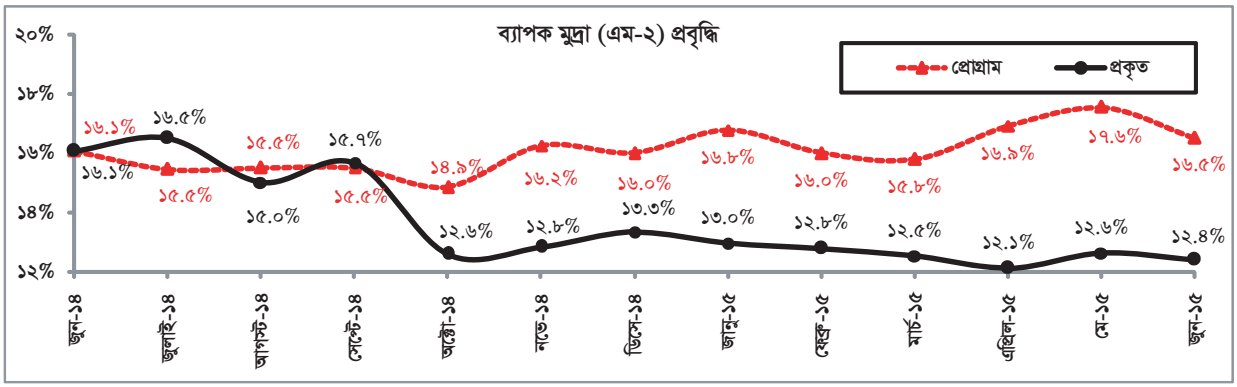


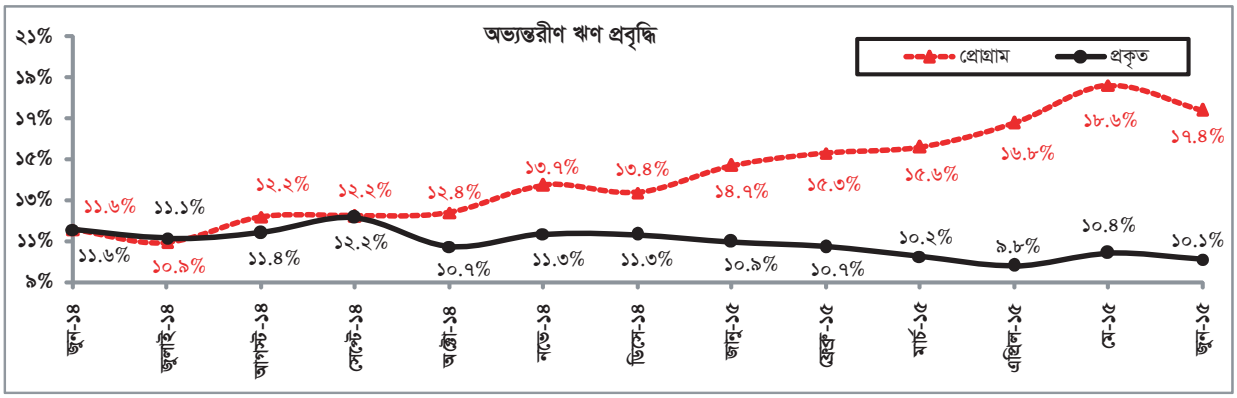


*সূত্র : মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক, ২০১৫*

- দেশের আর্থিক ভঙ্গি (monetary stance) সম্পর্কে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সর্বদা সজাগ ও সচেতন রয়েছে। ফলে ব্যাপক অর্থ সরবরাহ বৃদ্ধি প্রাক্কলিত হারের বেশ নিচে অবস্থান করছে।
- এ পরিস্থিতিতে মূল্যস্ফীতির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে স্থিতিশীলতা বজায় রয়েছে।
- প্রাক্কলিত এ পরিস্থিতি অভ্যন্তরীণ ঋণের ভবিষ্যৎ বৃদ্ধির বেশ কিছু ক্ষেত্র তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে।

# রাষ্ট্রায়ত্ত এবং বেসরকারি খাতের ঋণ বৃদ্ধি

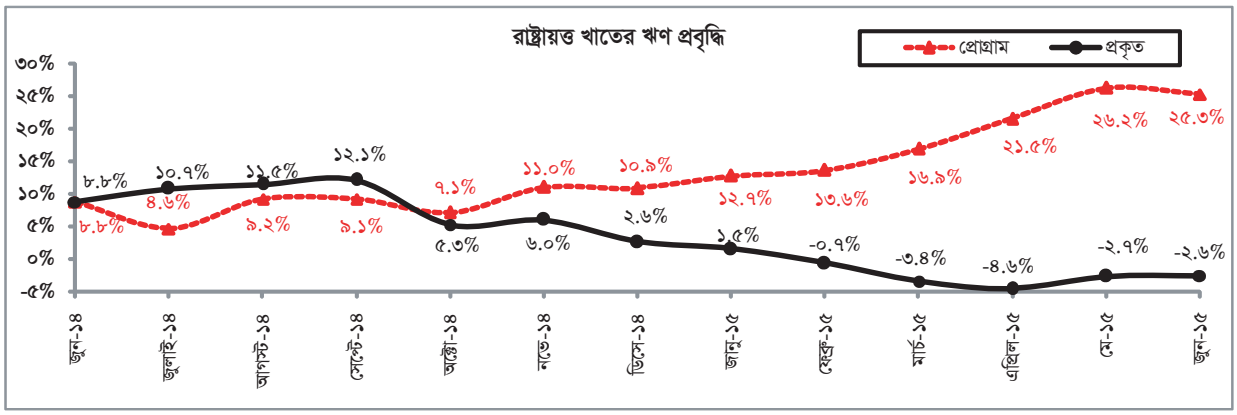


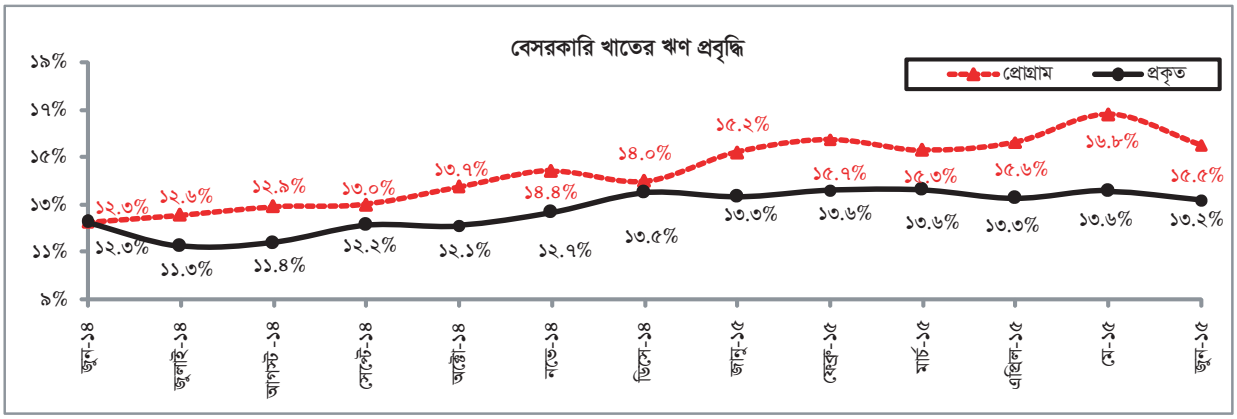


*সূত্র : মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক, ২০১৫*

- ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে সরকারের অপেক্ষাকৃত কম ঋণ গ্রহণের ফলে অক্টোবর ২০১৪ পর্যন্ত রাষ্ট্রায়ত্ত খাতে ঋণের বৃদ্ধি প্রাক্কলিত হারের চেয়ে কম ছিল।
- বেসরকারি খাতের ঋণ বৃদ্ধিও ২০১৪ অর্থবছরে প্রাক্কলিত হারের চেয়ে কম ছিল, বিশেষত স্থানীয় কর্পোরেটদের বৈদেশিক উৎস থেকে অর্থায়নের সুযোগ দেয়ার কারণে এ পরিস্থিতি বিরাজ করছিল।
- সুস্থ রাজনৈতিক অবস্থা দীর্ঘসময়ে বিরাজিত থাকলে বিনিয়োগকারীরা আস্থা ফিরে পায়। তখন বিনিয়োগ দ্রুতগতিতে বা কীন্‌সের ভাষায় 'পাশবিক' তেজে বাড়তে থাকে।
- বর্তমান বিনিয়োগ হার দিয়েও দক্ষতা বাড়িয়ে সবশেষে প্রবৃদ্ধি বাড়ানো সম্ভব।

# মূলধন বাজার

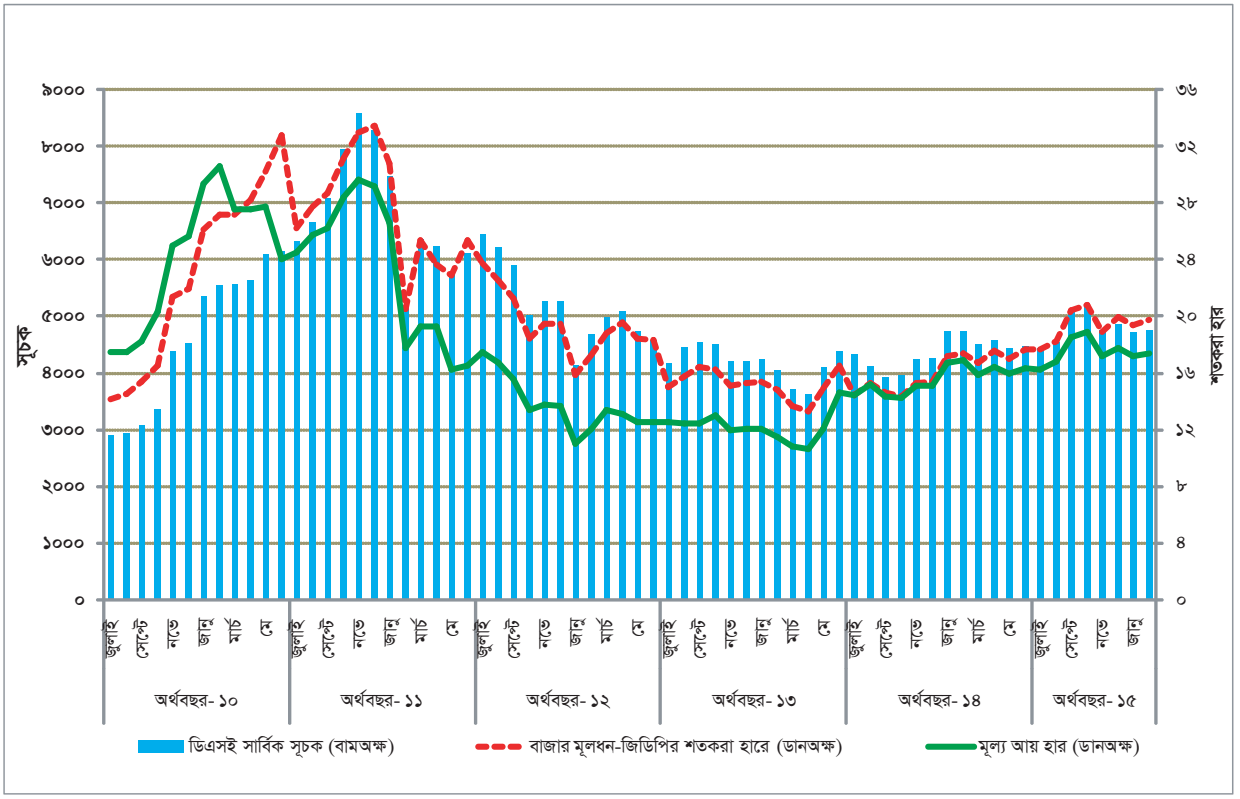


*সূত্র : মান্থলি ইকোনমিক ট্রেন্ডস্, সেপ্টেম্বর ২০১৫, পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক*

- ২০১২ সালের পর থেকে শেয়ারবাজার নতুনভাবে চাঙ্গা হতে শুরু করে। জাতীয় উৎপাদনে (জিডিপি) শেয়ার বাজারের অংশ/অবদান ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে।
- মূল্য আয় অনুপাতও ২০১২ সাল থেকে ক্রমাগতভাবে বাড়ছে।
- ২০১০ অর্থবছরে মূল্য বুদ্‌বুদ্ এবং একবার সেই বুদ্‌বুদ্ বিস্ফোরণের ফলে বাজার পুঁজিকরণের মান কমে যায়, তবে বর্তমানে তা ধীরে ধীরে বাড়তে শুরু করেছে।
- উচ্চ সুদহার ও শেয়ারবাজারে উচ্চ প্রাপ্তিহার সাধারণত একসাথে বিরাজ করে না। সঞ্চয় ও আমানতে সুদের হার কিছুটা কমলে মানুষ তহবিল পুঁজিবাজারে খাটাবে - এটিই স্বাভাবিক।
- সরকার পুঁজিবাজারে নিয়ম কানুন চাঙ্গা করে বিনিয়োগকারীর আস্থা ফিরিয়ে আনতে আগ্রহী।

# অধ্যায়-৬

# সামাজিক সূচকসমূহ: উন্নয়নের মডেল

# দারিদ্র্য দূরীকরণ

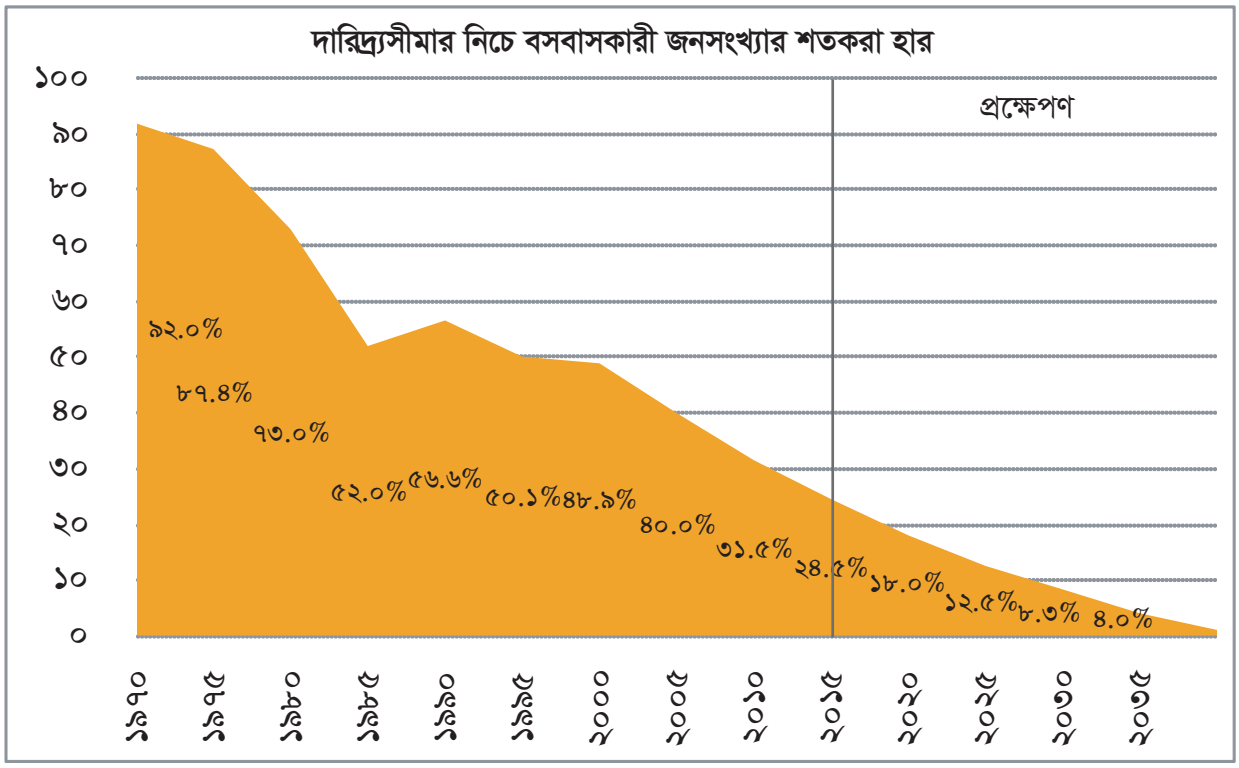


*সূত্র : খানাভিত্তিক আয় ও ব্যয় জরিপ ২০১০, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ২০১৫ ও বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রক্ষেপণ*

- দারিদ্র্য দূরীকরণে বাংলাদেশ অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছে।
- যে উপায়ে বাংলাদেশ দারিদ্র্য দূরীকরণে সক্ষম হয়েছে তা উন্নয়নশীল অনেক দেশের জন্য রোল মডেলে পরিণত হয়েছে।
- ১২ বছরে দারিদ্র্যের হার এক অঙ্কে নামিয়ে আনার প্রত্যাশা করছে বাংলাদেশ।
- দ্রুত অবকাঠামো উন্নয়ন সম্ভবপর হলে ভবিষ্যতে এ হার আরো দ্রুত কমে আসবে।
- উদারিকরণ, শিক্ষা বিস্তার, জন্ম নিয়ন্ত্রণ, অবকাঠামোর উন্নয়ন ও বাজার ব্যবস্থায় মানুষকে ব্যবসা বাণিজ্যের সুযোগ করে দেয়ার সরকারি নীতি গুচ্ছের কল্যাণে এই দ্রুত দারিদ্র্য দূরীকরণ সম্ভব হয়েছে।

## সাক্ষরতা, গড়আয়ু হার এবং অন্যান্য চিত্র

| | ১৯৯১ | ২০১৩ / সাম্প্রতিক | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | বাংলাদেশ (বিএ৩) | বাংলাদেশ (বিএ৩) | ভারত (বিএ৩) | শ্রীলংকা (বিএ৩) |
| **১. বয়স্ক সাক্ষরতার হার** (১৫ ও তদূর্ধ্ব জনসংখ্যার শতকরা হার) | ৩৫.৩% | ৫৭.৭% | ৬২.৮% | ৯১.২% |
| **২. প্রত্যাশিত গড় আয়ুষ্কাল** (বছর) | ৬০.৫ | ৬৯.৯ | ৬৬.০ | ৭৩.৯ |
| **৩. উর্বরতার হার** (মহিলা প্রতি) | ৪.৪ | ২.২ | ২.৫ | ২.৪ |
| **৪. নবজাতক মৃত্যু হার** (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে) | ৯৫.৮ | ৩৩.০ | ৪৪.০ | ৮.০ |
| **৫. টিকা প্রদান (ডিপিটি)** (১২-১৩ মাস বয়সী শিশুদের শতকরা হার) | ৭৪% | ৯৭% | ৭২% | ৯৯% |

*সূত্র : ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট ইন্ডিকেটরস ২০১৫, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক*

| | সকল খানা | | |
|---|---|---|---|
| | ২০০০ | ২০০৫ | ২০১০ |
| **বৈদ্যুতিক সংযোগ (%)** | ৩১.২ | ৪৪.২ | ৫৫.২ |
| **টেলিভিশন মালিকানা (%)** | ১৫.৮ | ২৬.৫ | ৩৫.৮ |
| **দূরালাপনী মালিকানা (%)** | ১.৫ | ১২.২ | ৬৩.৯ |

*সূত্র : খানাভিত্তিক আয় ও ব্যয় জরিপ ২০১০, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো*

- সামাজিক সূচকগুলোতে বাংলাদেশের অর্জন এককথায় দৃষ্টান্তমূলক।
- সামাজিক সূচক বিবেচনায় বাংলাদেশ আঞ্চলিক তারকায় পরিণত হয়েছে।
- নোবেল বিজয়ী অমর্ত্য সেনও বলেছেন, অনেক সামাজিক সূচকে বাংলাদেশ ভারতের চেয়ে এগিয়ে রয়েছে।
- বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি, টেলিভিশন এবং মোবাইল ফোন ব্যবহার বৃদ্ধি ইত্যাদি আমাদের বর্ধিত প্রযুক্তি চাহিদার দিকে ইঙ্গিত করছে।

## মোবাইল ফোন এবং ইন্টারনেট গ্রাহক সংখ্যা

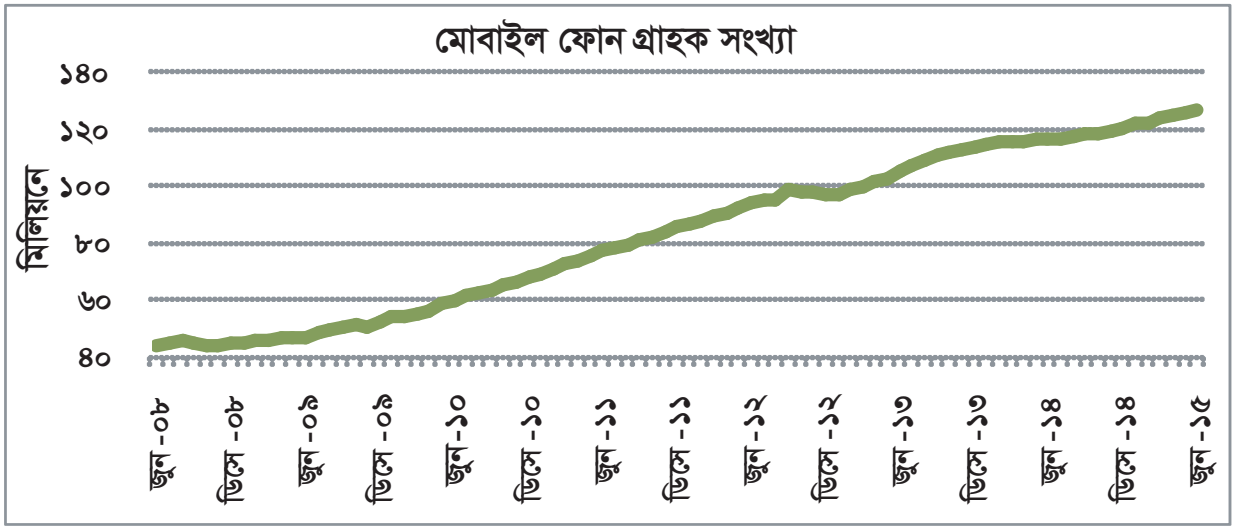


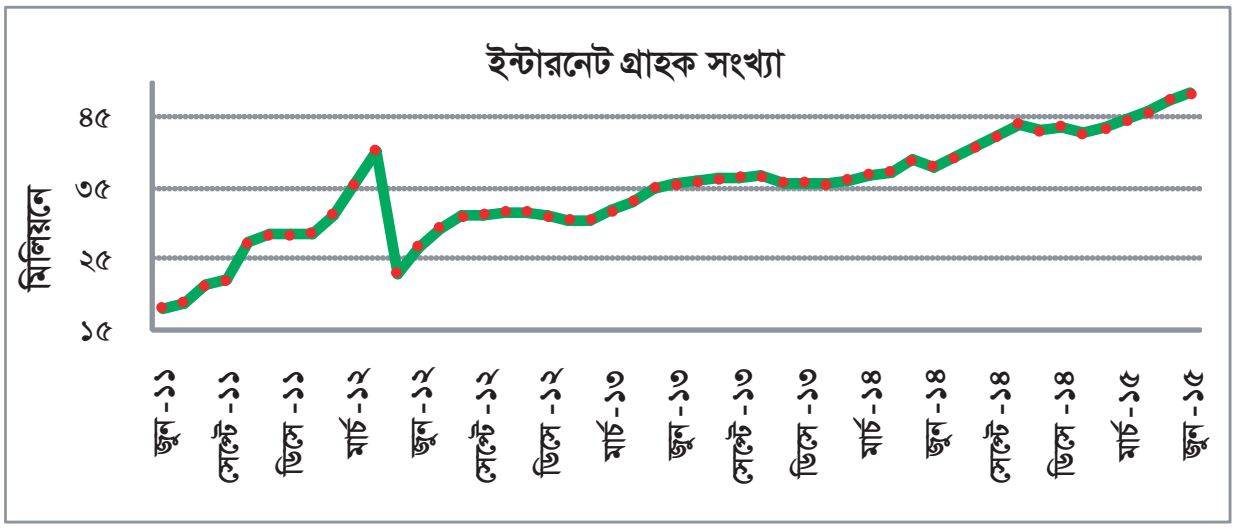


*সূত্র : বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৫, বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশন*

- মোবাইল ফোনের গ্রাহক সংখ্যা গত ছ'বছরে ব্যাপক মাত্রায় বেড়েছে।
- আজকাল মোবাইল ফোন শুধু কথা বলার মাধ্যমই নয়, উপরন্তু এটি বাংলাদেশের উদীয়মান অর্থনীতির বহুমাত্রিক এক কার্যকর যন্ত্র।
- মোবাইল ফোন ব্যক্তি খাতে ছেড়ে দেয়ার ফলে এই বিপ্লব সম্ভব হয়েছে। সেলফোন বাজার অর্থনীতির সাফল্যের এক অনবদ্য দৃষ্টান্ত। সরকারেরও রাজস্ব আয় বেড়েছে।
- ডিজিটাল বাংলাদেশের লক্ষ্য পূরণে ইন্টারনেটের বিকাশ তাই লক্ষণীয়।
- সেলফোন বা মোবাইল ফোনের সাফল্য মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রধান অনুষঙ্গ তথা প্রতিযোগিতার অন্তর্নিহিত শক্তি প্রমাণ করছে।

## মোবাইল ফোন আর্থিক সেবার প্রসার

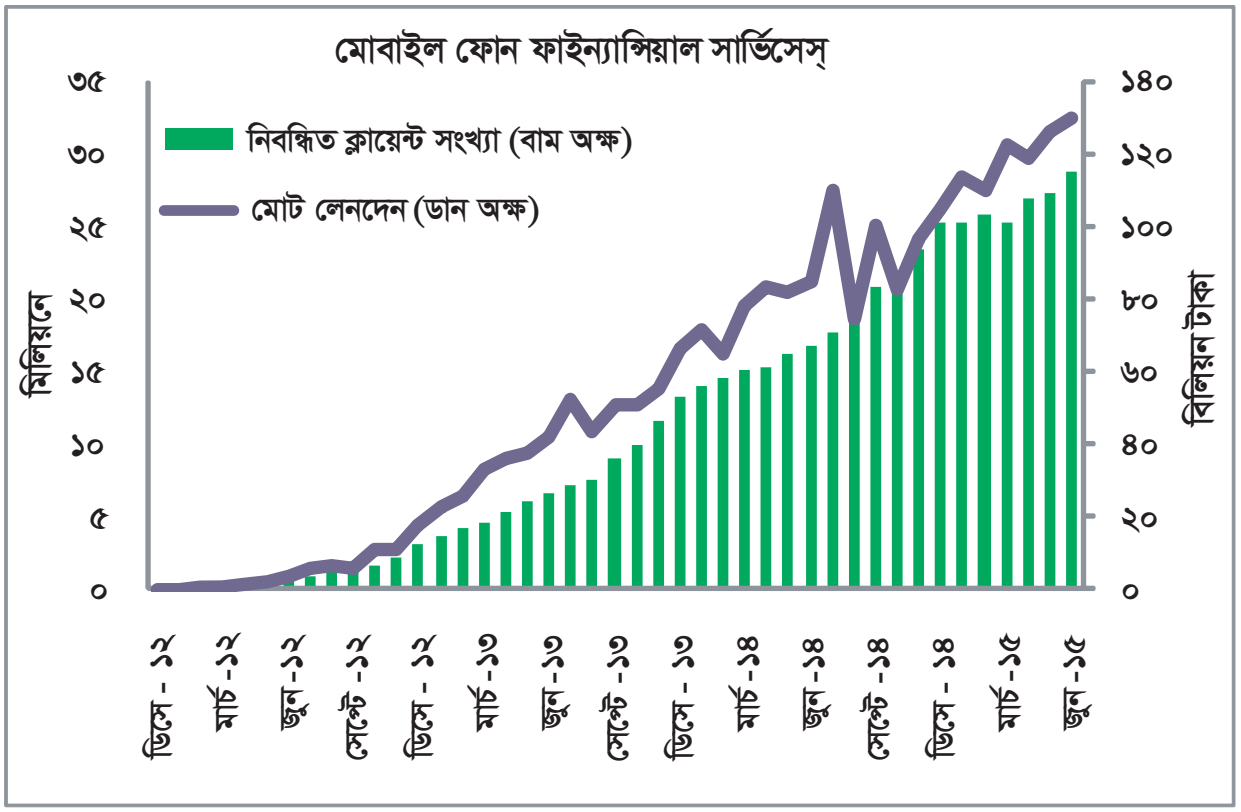


*সূত্র : পেমেন্ট সিস্টেমস্ ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক, ২০১৫*

- মোবাইল ফোন এখন আর শুধু কথা বলার যন্ত্র নয়। এটি আর্থিক সেবা প্রসারের মূল ইঞ্জিন।
- মোবাইল ফোনের মাধ্যমে গ্রামে গঞ্জে শহরের কর্মজীবী মানুষ অর্থ পাঠায়। এই দ্রুতি মানুষের সিদ্ধান্তের দ্রুতি দেয়। ভোগ ও বিনিয়োগ ত্বরান্বিত করে উৎপাদন বাড়ায়।
- প্রযুক্তি নির্ভর আর্থিক সেবার দ্রুত প্রসার প্রমাণ করে বাংলাদেশের মানুষ আর্থিক অন্তর্ভুক্তির পথে প্রশংসনীয় গতিতে এগিয়ে চলেছে।
- কেন্দ্রীয় ব্যাংক আর্থিক অন্তর্ভুক্তি নামে নতুন এক বিভাগ খুলেছে। বিশ্বের অনেক উন্নয়নশীল দেশই আজ বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির পদ্ধতি বিষয়ক পাঠ নিতে আগ্রহী।

## বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা

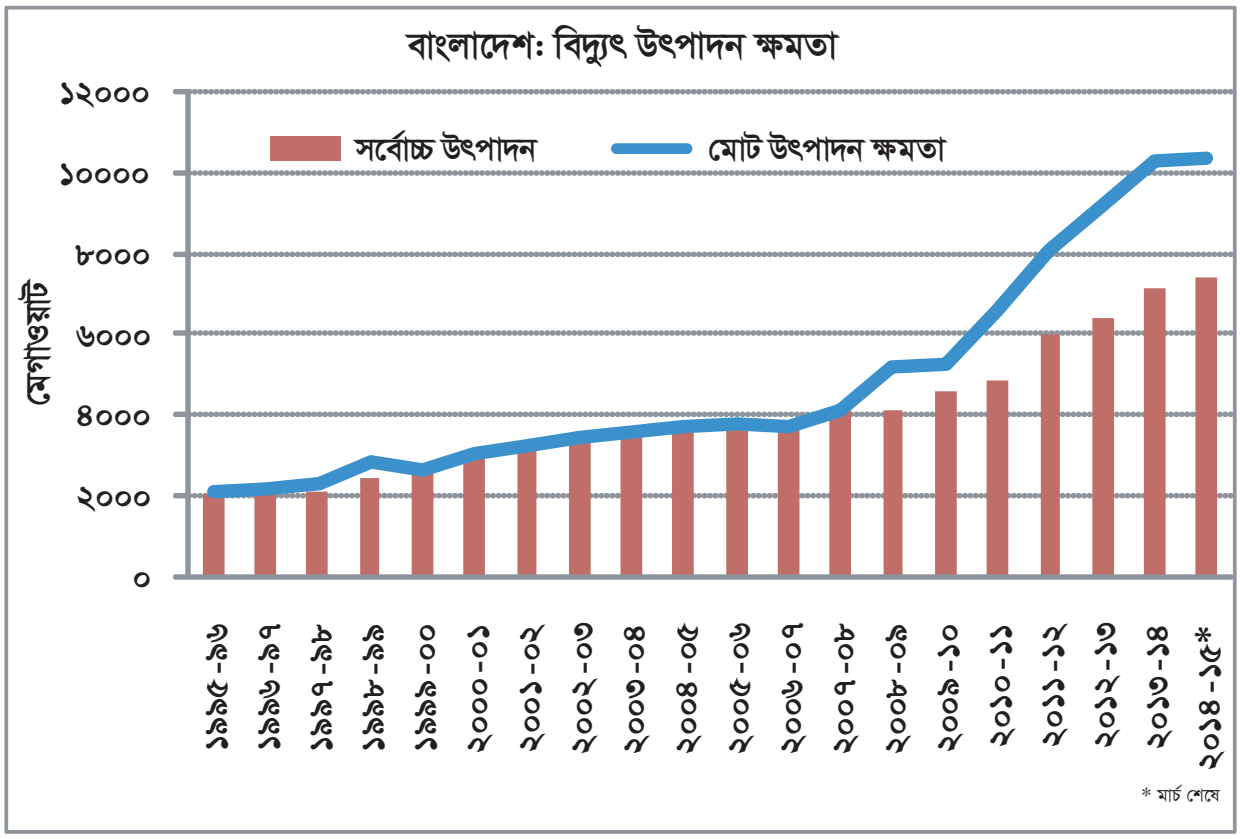


*সূত্র : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৪, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড ২০১৫*

- আধুনিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে বিদ্যুতের প্রয়োজন সর্বত্র।
- বর্তমান সরকার বিদ্যুৎ উৎপাদনকে একটি অগ্রাধিকারমূলক বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করেছে।
- ২০০৮ এর পর বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ঐ সময়ের চেয়ে প্রায় তিনগুন বেড়েছে।
- আমাদের জাতীয় প্রবৃদ্ধিতেও তার সাক্ষ্য মিলেছে।
- তবে ক্ষমতা ও প্রকৃত উৎপাদনের মধ্যে যে ব্যবধান রয়েছে তা দ্রুততার সাথে দূর করা প্রয়োজন।
- এই ব্যবধানজনিত অদক্ষতা দূর করতে পারলে শিল্প ও সেবাসহ প্রতিটি ক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বাড়বে।

## বয়স্ক শিক্ষার হার

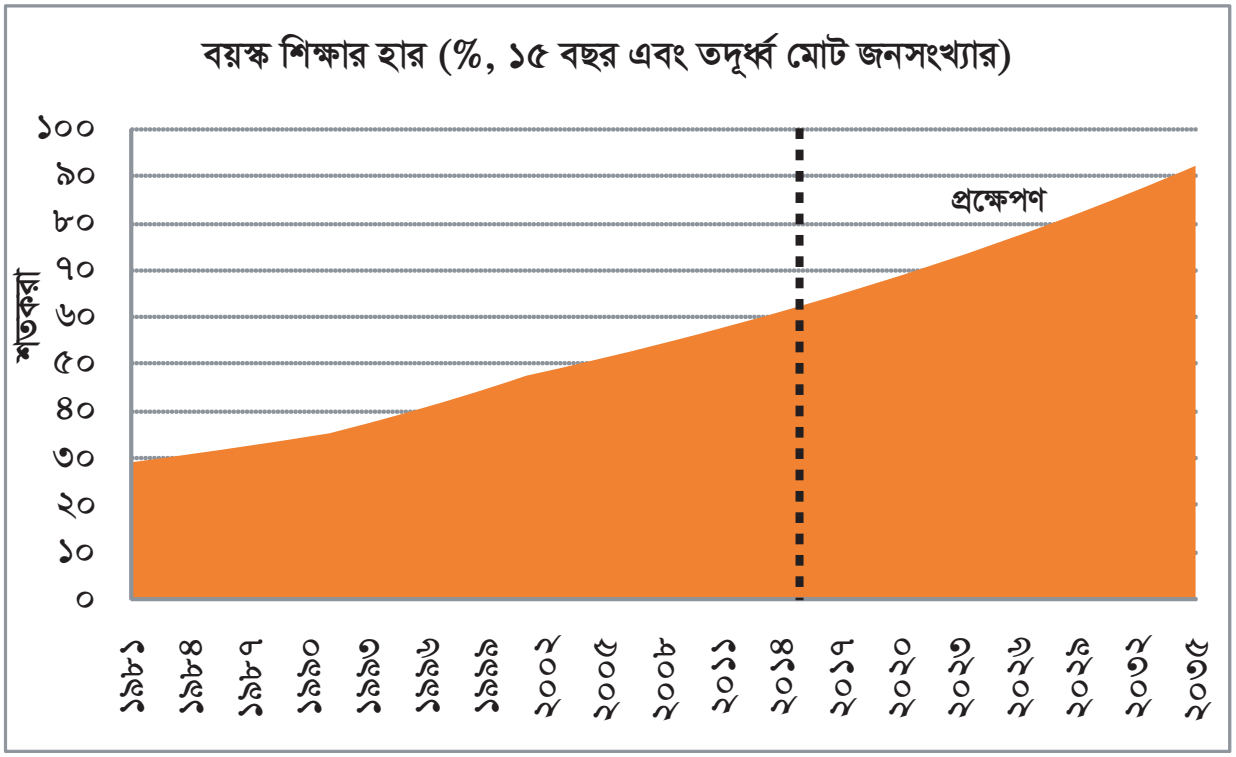


*সূত্র : ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট ইন্ডিকেটরস ২০১৫, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ও বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রক্ষেপণ*

- বর্তমানে আমাদের বয়স্ক শিক্ষার হার শতকরা ষাটেরও বেশি।
- এ ধারা অব্যাহত থাকলে আর ২০ বছরের মধ্যে আমরা শিক্ষার হারকে ৯০ এর উর্ধ্বে নিয়ে যেতে পারবো।
- সরকার বর্তমানে শিক্ষার গুণগত মানের দিকে নজর দিচ্ছে। শিক্ষার মধ্যে প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের বিষয়গুলোকে বিশেষ গুরুত্বের সাথে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে।
- শিক্ষার গুণগত মান উন্নত করতে পারলে এবং পাঠ্যক্রমে বিজ্ঞান, গণিত, অর্থনীতি, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, প্রযুক্তি - প্রভৃতি বিষয়াবলি বেশি হারে যুক্ত করতে পারলে জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি সূচকে বাংলাদেশের বর্তমান দুর্বল অবস্থান ঘুচে যাবে।

## প্রাণোদ্দীপ্ত বা ভাইব্রেন্ট বাংলাদেশ: এক শক্তিধর ব্র্যান্ডিং

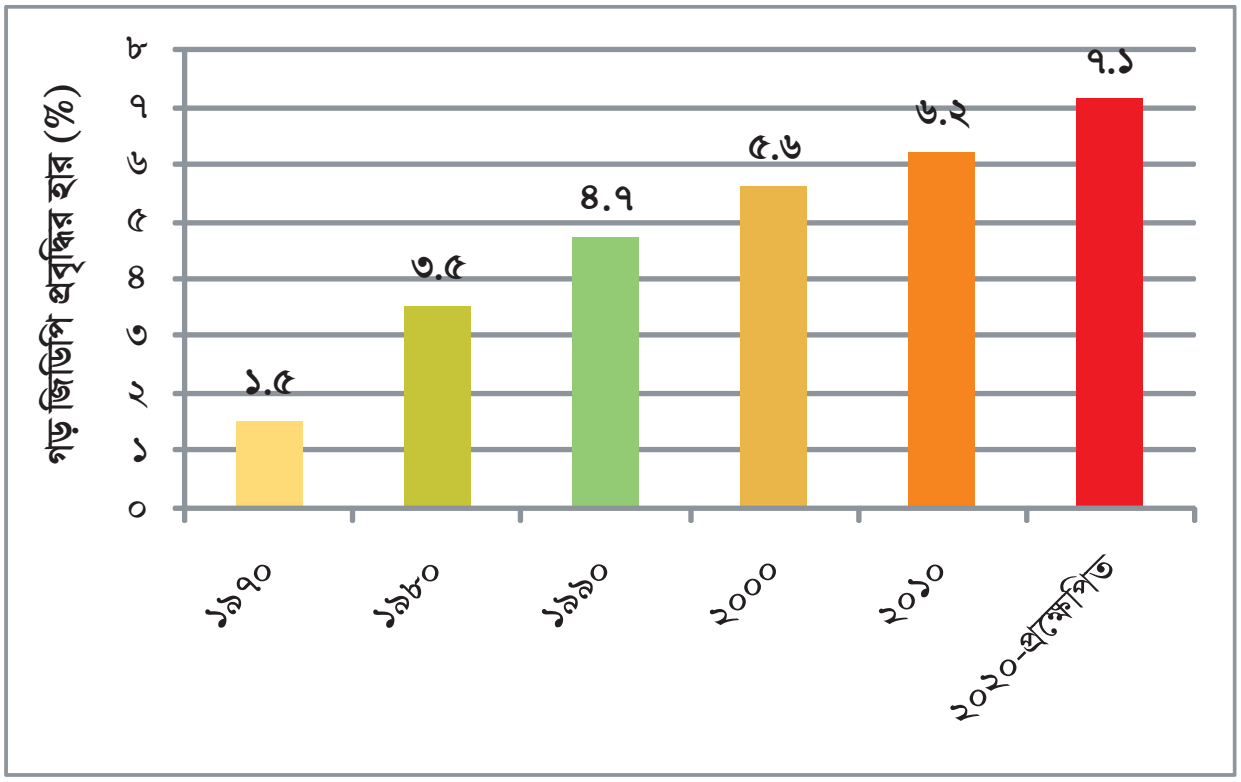


*সূত্র : বিশ্বব্যাংক ২০১৫ এবং ২০২০ দশকের জন্য লেখকের রক্ষণশীল হিসাব*

- পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ বিশ্ববাজার থেকে পুঁজি ও প্রযুক্তি আহরণের প্রয়োজনে নিজেদের ব্র্যান্ডিং করে থাকে। এটি বিনিয়োগ আকর্ষণেরও একটি বিপণন কৌশল বা মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি।
- ইনক্রেডিবল ইন্ডিয়া, অ্যামেইজিং থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া - ট্রুলি এশিয়া, রিফ্রেশিংলি শ্রীলংকা - প্রভৃতি সফল ব্র্যান্ডিং এর উদাহরণ। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ ততটা সফল নয় কারণ আমরা একক কোনো শ্লোগানে আসতে পারিনি। 'রূপসী বাংলাদেশ' হয়তো পর্যটক আকর্ষণকারী - কিন্তু বিনিয়োগের জন্যে আরো শক্তিধর ও অর্থনীতি সংশ্লিষ্ট শ্লোগান প্রয়োজন।
- প্রতি দশকে বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান গড় প্রবৃদ্ধি প্রমাণ করে বাংলাদেশ একটি গতিশীল প্রাণোদ্দীপ্ত অর্থনীতি। জনগোষ্ঠীর বিশাল অংশের তারুণ্য ও ভৌগোলিক সংযোগশীলতার অপূর্ব সুযোগ এই 'প্রাণোদ্দীপ্ত' শব্দকে করেছে আরো অর্থবহ ও প্রভাবশালী।

## সমাপ্তি মন্তব্য

- বিক্ষিপ্ত কিছু বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও আমাদের অর্থনীতি স্থিতিশীল রয়েছে।
- বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ দ্বারা প্রায় ছয় মাসের আমদানি ব্যয় মেটানো সম্ভব যা বহিঃঅর্থনীতির স্থিতিস্থাপক ভারসাম্যের প্রতিফলক।
- দক্ষ আর্থিক ও রাজস্ব নীতির ফলে রাজস্ব ঘাটতি বরাবরই ৫% এর নিচে রয়েছে।
- প্রধানত কার্যকরী মুদ্রানীতির কারণে মূল্যস্ফীতি নিম্নমুখী হয়েছে/নিম্ন দিকে ধাবিত হয়েছে।
- আর্থিক খাতে নতুন গৃহীত পদক্ষেপসমূহ এবং বিদ্যমান নীতিমালার নজরদারি বৃদ্ধির কারণে অভ্যন্তরীণ ঋণ এবং বৈদেশিক দায় নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রয়েছে।
- আগামী দিনগুলোতে একটি টেকসই উন্নয়নের পথে বাংলাদেশ অনেকখানি এগিয়ে এসেছে।
- প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণ এবং দ্রুত দারিদ্র্য দূরীকরণে উদারিকরণ বিশেষ ভূমিকা রেখেছে।
- প্রবৃদ্ধি, মূল্যস্ফীতি, বিনিময় হার, বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এ অঞ্চলে প্রশংসিত হয়েছে।
- মূল্যস্ফীতি এবং প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এতদ্‌ঞ্চলে সর্বোচ্চ স্থিতিশীলতা প্রদর্শন করেছে।
- আমাদের দেশে অবকাঠামো নির্মাণে বৈদেশিক ঋণের আওতা বাড়ানোর যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। কারণ আমাদের ঋণ-জিডিপি হার প্রতিবেশীদের তুলনায় এখনো যথেষ্ট কম রয়েছে।
- অর্থনীতিকে দ্রুত এগিয়ে নিতে অবকাঠামো, জ্বালানি, প্রাতিষ্ঠানিক সংস্থা (যেমন-বিচার বিভাগ) এবং সামাজিক স্থিতিশীলতা অবশ্য প্রয়োজন।
- প্রবৃদ্ধির পথে এগিয়ে যেতে বাংলাদেশের মূল শক্তি হচ্ছে তেজি ভোক্তা চাহিদা এবং প্রধান অর্থনৈতিক চলকগুলোর স্থিতিশীলতা।
- বাজার অর্থনীতি ও উদারিকরণ নব্বইয়ের শুরু এবং বিশেষভাবে নব্বই দশকের মধ্যভাগ থেকে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের এক নতুন মাত্রা এবং প্রাণময়তা দিয়েছে।
- দ্রুত মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হতে হলে এই মুক্তবাজার ও উদারিকরণের বিকল্প নেই। তবে এর সাথে বাড়িয়ে যেতে হবে যান চলাচলের নিয়মানুবর্তিতা, অবকাঠামোর সুশাসন, বিচারের গতি, শিক্ষার মান, গবেষণার বরাদ্দ, নারীর ক্ষমতায়ন, সাংস্কৃতিক সচেতনতা, রাজনৈতিক আধুনিকতা ও সর্বক্ষেত্রে সরকারি সজাগ দৃষ্টি।
- এসব পদক্ষেপ দৃঢ়তার সাথে সম্পন্ন করলে উন্নয়নশীল বিশ্বে রোলমডেল হিসেবে দাঁড়িয়ে যাবে *প্রাণোদ্দীপ্ত বাংলাদেশ।*

**রচনা:** চীফ ইকনোমিস্টস্ ইউনিট, মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট ও গবেষণা বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ।
ওয়েবসাইট : www.bb.org.bd

**প্রকাশক:** এফ. এম. মোকাম্মেল হক, মহাব্যবস্থাপক, ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্স, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ।

**মুদ্রণ:** স্রোত এ্যাডভার্টাইজিং, ২৪১/১, মগবাজার, ঢাকা- ১২১৭।

ডিসিপি-১০-২০১৫-১০০০